চাঁদ সদাগর

মন্মথ রায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ··· কলিকাতা-৬

লেখকের কথা

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহে "চাঁদ সদাগর" একমাসেরও কম সময়ে লিখিত হইয়া আর্ট থিয়েটার লিমিটেড পরিচালিত মনোমোহন থিয়েটারে গত ১৪ই সেপ্টেম্বর বুধবার প্রথম অভিনীত হইয়াছে।

"চাঁদ সদাগর" লিখিতে বসিয়া দ্বিপ্রহর রাত্রিতে সর্প-বিভীষিকায় চমকিত হইয়াছি···সেই কথা আমার দাদামহাশয় সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক পরমপণ্ডিত রামপ্রাণ গুপ্ত মহাশয়কে যখনই বলিয়াছি, তিনি হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। কিন্তু অভিশাপ আমাকে ত্যাগ করে নাই। গত ১৩ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় বসিয়া যখন তিনি পরবর্ত্তী রাত্রিতে মনোমোহনে আমার নাটক অভিনয়ের সুখস্বপ্নে মুগ্ধ, তাঁহার পাশে বসিয়া থাকিয়াও বুঝি নাই অভিপাশ এত কাছে। ঐ রাত্রিতেই তিনি সন্ন্যাস রোগে সহসা আক্রান্ত হইয়া আমাদের মায়া ত্যাগ করিয়া পরলোক গমন করেন। জীবনমরণের পরম শিল্পী আমার জীবনের এই চরম অভিশাপ যেমন করিয়া আঁকিয়া দিলেন, আজ শুধু মনে হইতেছে "চাঁদ সদাগরে"র জীবনে আমি যদি তাহা অমনি তীব্রভাবে আঁকিতে পারিতাম!

"চাঁদ সদাগর" যখন লিখি তখন শ্রদ্ধেয় বান্ধব শ্রীযুক্ত শিবপ্রসাদ কর বি-এল, শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন বি-এ, এবং শ্রদ্ধেয় মুন্সেফ শ্রীযুক্ত ইন্দুশেখর বসু বি-এল, মহাশয়গণ আমাকে আন্তরিক উৎসাহে সঞ্জীবিত রাখিয়াছেন। মনোমোহন থিয়েটারে এই নাটকখানির প্রযোজনা কার্য্যে আর্ট থিয়েটার লিমিটেড-সেক্রেটারী অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র

গুহ এবং নটশ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধেয় শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী যেরূপ ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া প্রায় দেড় মাস সময় মধ্যে যেরূপ মহাসমারোহে এই নাটকের অভিনয় ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহাতে আমি বিস্মিত হইয়াছি। ধন্যবাদে তাঁহাদের প্রতি আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন হইবে না বলিয়া তাহা হইতে বিরত রহিলাম।

আমার "মুক্তির ডাকে" যাঁহার করুণায় সঙ্গীত সন্নিবিষ্ট হইতে পারিয়াছিল, এবার "চাঁদ সদাগরে"ও তাঁহার সেই অপরিসীম স্নেহ-ধারা হইতে বঞ্চিত হই নাই। সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র দেব "চাঁদ সদাগরে"র গান কয়েকটী রচনা করিয়া দিয়া নাটকের সৌষ্ঠব-সম্পাদন করিয়াছেন।

পুরাণ-উল্লিখিত বেহুলার উপাখ্যানে কল্পনার তুলিতে আমার প্রয়োজন মত রং দিয়াছি, তাহাতে কাহারো চরিত্র-গৌরব হীন হইয়া থাকিলে আমি পাঠক এবং দর্শকগণের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী।

"বরদা-ভবন"
বালুরঘাট··পোষ্ট টাউন;
দিনাজপুর।
১৯শে সেপ্টেম্বর; ১৯২৭।

মন্মথ রায়

চাঁদ সদাগর

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

কালীদহ-তীর

কালীদহ-তীরস্থ অরণ্যানী মধ্যে কুঞ্জবীথি। কুঞ্জবীথিটি একটি বৃহৎ বটবৃক্ষের কয়েকটি শাখা অবলম্বন করিয়া গঠিত হইয়াছে। বটবৃক্ষের শাখা জড়াইয়া বৃহৎ বৃহৎ অজগর সর্প অলস ভাবে অবস্থান করিতেছে। নীচে শ্যামল দূর্ব্বাদলের উপর নানাবিধ মণিমাণিক্য ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ছোট বড় নানাবিধ সাপ সেই স্থানে কিলিবিলি করিতেছে। কুঞ্জবীথিতলে বটবৃক্ষের গুঁড়িতে মাথা রাখিয়া সর্পকুলরাণী মনসাদেবী অর্দ্ধ-শায়িত ভাবে বিশ্রাম করিতেছেন। সর্পসঙ্গিনীগণ তাঁহার চোখে ঘুম আনিয়া দিবার জন্ত একটি ঘুমপাড়ানি গান গাহিতেছে

গীত

ঘুম আয় আয় ঘুম,
সন্ধ্যায় নিঃঝুম, কল্পনা কুঙ্কুম
স্বপ্নের বনছায়।
চুপ চুপ কি বলিস্ ও কি কথা ইস্ ইস্!
নিশি নয় নিশ পিস্—

/

ঢাকেনি তো দশদিশ মিশ কালো ঘোমটায় !
তবে কেন ডাক দিস্ ঘুম আয় ইস্ ইস্ !
দিন যায় আয় ঘুম, আঁখি পেতে চায় চুম,
এনে দে আঁধার ধুম,
ঘুম শুধু মন চায়।
চুপ চুপ কি বলিস্ ও কি কথা ইস্ ইস্—
কালীদহে খালি বিষ, কালো যেন মিশ্ মিশ্
আনো আনো অমানিশা খুন করে জ্যোৎস্নায় !
চুপ চুপ কি বলিস্
ও কি কথা ইস্ ইস্ !

ক্রমে মনসাদেবী ঘুমাইয়া পড়িলেন। সর্পসঙ্গিনীগণ গান গাহিয়া চলিয়া গেল। হঠাৎ মনসাদেবীর কিশোর পুত্র আস্তীক ছুটিয়া প্রবেশ করিয়াই ডাকিল "মা ! মা !" অন্য দিক হইতে তৎক্ষণাৎ মনসাদেবীর ভগিনী নেতা ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন……

নেতা। চুপ্…চুপ্ ! ঘুমিয়েছে…দুঃখে কষ্টে দুশ্চিন্তায় ওর চোখে ঘুম আসে না…আজ সর্পসঙ্গিনীরা বহু চেষ্টায় ওর চোখে সেই ঘুম এনে দিয়েছে…ডেকো না…ওকে এখন ডেকে তুলো না ! তুমি কি চম্পক-নগর থেকে ফিরে এলে ?…চাঁদ সদাগর কি বল্‌ল ? পূজা কর্ব্বে ? সে তোমার মাকে পূজা কর্ব্বে ?

আস্তীক। পূজা ?…পূজা ?…হাঁ…সে পূজা কর্ল।…কিন্তু শাঁখ বাজিয়ে নয়, ঘণ্টা বাজিয়ে নয় !…তার আদেশে দামামা বেজে উঠ্‌ল…ছুটে তার অনুচররা চলে এল…

নেতা। এবার তবে ঘুম ভাঙাবো…এবার তবে ঘুম ভাঙাবো… (ছুটিয়া মনসাদেবীর কাছে যাইয়া) ওঠ বোন…ওঠ !…আস্তীক চম্পকনগর থেকে খবর এনেছে…চাঁদ সদাগর তোমার পূজা করেছেন।

মনসা। (উঠিয়া) পূজা করেছে? চাঁদ আমার পূজা করেছে…?

নেতা। হাঁ পূজা করেছে। (আস্তীকের দিকে চাহিলেন)

আস্তীক। হাঁ…শাঁখ বাজিয়ে নয়, ঘণ্টা বাজিয়ে নয়…তার আদেশে দামামা বেজে উঠ্‌ল!…ছুটে তার অনুচররা চলে এল!

মনসা। তার পর? (আস্তীককে স্নেহে জড়াইয়া ধরিলেন)

নেতা। তার পর?

আস্তীক। (মাতার স্নেহপাশ হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া)…চাঁদ তাদের আদেশ দিল…কি আদেশ দিল শুনবে? না না শুননা—

মনসা ও নেতা রুদ্ধনিশ্বাসে কি আদেশ হইল শুনিবার প্রতীক্ষায় রহিলেন

মনসা ও নেতা। তবে পূজা করে নি?

আস্তীক। চণ্ডীদেবীর সঙ্গে কি মা তোমার বিরোধ আছে?

নেতা। চণ্ডীর সঙ্গে বিরোধ?…বুঝেছি! (মনসাকে সম্মুখে টানিয়া আনিয়া)…তোমার মার চোখ দু'টি কি কোন দিন ভালো করে দেখ নি?…

আস্তীক। ঐ কমল-আঁখিতে আঘাত চিহ্ন দেখেছি…তবে কি?… তবে কি?…

নেতা। হাঁ বাবা!…এ তাঁরি কাজ।…কিন্তু চাঁদ সদাগর…

আস্তীক। সেই চণ্ডী…সেই চণ্ডীর স্বর্ণ-মূর্ত্তি দেখে এলুম—তুষার-মূর্ত্তি শিবের বাম পার্শ্বে…ঐ চাঁদ সদাগরের সিংহদ্বারের পুরোবর্ত্তী মন্দিরে। আমি ভেঙে এলুম না কেন সেই স্বর্ণ-মূর্ত্তি! আমি চূরমার করে দিয়ে এলুম না কেন রাক্ষসীর মিথ্যা প্রতিবিম্ব!

নেতা। শিবের বিধান আছে চাঁদ পূজা না করলে মর্ত্ত্যে মনসার পূজা প্রচলন হবে না।…চাঁদ সদাগর কি আদেশ দিল আস্তীক?

আস্তীক। এই শিবদুর্গার রাজ্যে কোন নরনারী মনসার পূজা কর্ত্তে পার্ব্বে না···রাজাজ্ঞায় মনসার পূজা নিষেধ !

মনসা ও নেতা স্তম্ভিত হইলেন

মনসা। আমার পূজা করলে আমি তাকে ধরণীশ্বর কর্ব্ব···বলেছিলে ?

আস্তীক। আমার এই প্রস্তাবে সে···কি বলব মা ! কি বলব মা ! সে··· থুৎকার দিল।

মনসা। বুঝেছি আস্তীক।

নেতা। যখন চাঁদ পূজা করলে না তখন মর্ত্তে পূজা···

মনসা। জানি পাব না, তবু—

আস্তীক। পাবে তুমি ঘৃণা—পাবে তুমি অপমান।

মনসা। জানি পাব ঘৃণা—পাব অপমান—তবু তবু একবার প্রাণপণ চেষ্টা করে দেখবো। ঐ সদাগর—ঐ দাম্ভিক সদাগরের দর্প চূর্ণ করবো।

আস্তীক। চূরমার কর্ব্ব···আজই···এখনই···

নেতা। আজই !

আস্তীক। এখনই। মা ! আমি চললুম !

নেতা। কোথায় ?

আস্তীক। কালীদহে। তবে শোন ! আমি চম্পক হতে রওনা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বল্‌লে···সে তার সেনাদল নিয়ে রওনা হবে, আজই এই কালীদহের সর্পকুল নির্ম্মূল কর্ত্তে। প্রজারা সাপের বিরুদ্ধে তার কাছে অভিযোগ করেছে। সে আমার দিকে ব্যঙ্গ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, এবার সাপ···তারপর সাপের রাণী···অর্থাৎ তুমি।

নেতা। বোন ! শীঘ্র সাপদের সব কালীদহের অতল তলে পাঠাও—

মনসা কি ভাবিতে লাগিলেন

আস্তীক। কেন ?

নেতা। ভুলে গেছ, চাঁদ সদাগরের "মহাজ্ঞান" ?

মনসা তবু চিন্তামগ্না

আস্তীক। মহাজ্ঞান! অস্ত্র ?

নেতা। একটা শক্তি। শিবের মাথায় যে উদয়কাল সাপ থাকে, তারি মণি! তপস্যা করে—শিবকে তুষ্ট করে চাঁদ সদাগর সেই মহাজ্ঞান মণি নিয়েছে। মণির গুণ—মৃতদেহ তার পরশ পেলেই বেঁচে ওঠে!

আস্তীক। বটে!

মনসা। (চিন্তাস্রোত ছিন্ন করিয়া) আস্তীক! নাগ-সৈন্য নিয়ে তুমি কালীদহের অতল তলেই আত্মগোপন কর।

আস্তীক। আমি পার্ব্ব না। আমি তা করতে যাব না।

মনসা। তার মহাজ্ঞান যতক্ষণ না হরণ কর্ত্তে পাচ্ছি, তার কোন শক্তি ক্ষয় হবে না, কিন্তু আমার সর্প ক্ষয় হবে! তোমার মার—তোমার হতভাগিনী মার আদেশ···শীঘ্র যাও।

আস্তীকের প্রস্থান

নেপথ্যে সহস্র শিঙাধ্বনি

নেতা। সে এসে পড়েছে···ঐ তার রণবাদ্য!

মনসা। নেতা।

নেতা। বোন—

মনসা। মায়াযুদ্ধে চাঁদের ঐ মহাজ্ঞান হরণ কর্ত্তে হবে।

নেতা। কেমন করে ?

মনসা। অন্ধকার! অন্ধকার!···সকল আলো নিভে যাক্···

হস্তের ইঙ্গিতে কালীদহ অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইল

দ্বিতীয় দৃশ্য

সহসা আবার পূর্ব্বের আলোকে কালীদহ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। দূরে জয়ধ্বনি হইল "হর হর মহাদেও! হর হর মহাদেও!" এবার দেখা গেল কুঞ্জবীথির মধ্যে বটবৃক্ষ-পাদদেশে লৌহ শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত এক পরমা সুন্দরী, তন্বী তরুণী, তাহার হাতের শৃঙ্খল বটবৃক্ষের কাণ্ডের সহিত বদ্ধ। তাহার মস্তকোপরিস্থিত বটশাখা জড়াইয়া একটী সুবৃহৎ অজগর সর্প অবস্থিত। সর্পটী তরুণীকে দংশন করিবার জন্য ক্রমেই অগ্রসর হইতেছে, তাহা দেখিয়া প্রাণভয় ব্যাকুলিতা হরিণীর মতো তরুণী শিহরিয়া উঠিতেছে, আর্ত্তনাদ করিতেছে, শৃঙ্খল ছিঁড়িবার ব্যর্থ প্রয়াস করিতেছে, চীৎকার করিতেছে "রক্ষা কর", "রক্ষা কর", "কে কোথায় আছ রক্ষা কর"—এমন সময় সেখানে চাঁদ সদাগর প্রবেশ করিলেন। তাহাকে দেখিয়াই তরুণী আরো আকুল আবেগে "রক্ষা কর", "রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। চাঁদ সদাগর তাহা দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তৎক্ষণাৎ "ভয় নাই, ভয় নাই" বলিয়া তরুণীর কাছে গেলেন। সর্প দ্বিগুণিত রোষে শূন্যে ছোবল মারিতে মারিতে চাঁদের দিকে ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিল

তরুণী। মাথা নামাও! মাথা নামাও! অজগর তোমার মাথার ওপরে!

চাঁদ। (দৃকপাত না করিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ! মাথার ওপর থেকে এখনি আমার পায়ের তলে লুটিয়ে পড়বে। কিন্তু কে তুমি! কোন্ দুরাত্মা তোমার ঐ কোমল করে লৌহ শৃঙ্খল পরিয়েছে?

তরুণী। দংশন কর্‌লে! দংশন কর্‌লে!

চাঁদ। করুক!

শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে করিতে

তরুণী। (অগ্রসরপরায়ণ সর্পের প্রতি তাকাইয়াই) উঃ গেলুম! গেলুম!

চাঁদ। হাঃ হাঃ হাঃ! সর্পের ভয় কর্চ্ছ সুন্দরী! তা তুমি কর্ত্তে পার, কারণ এখনো জানোনি আমি কে! কিন্তু সুন্দরী, তুমি কি আকাশের বিদ্যুৎ? বলো—বলো—তুমি কে?

তরুণী। পালাও! পালাও!…ঐ অজগর তোমার মাথায় দংশন করেছে! কি হবে। ও হো-হো। কি হবে!

চাঁদ। কিছু হবে না। মৃত্যুকে আমি জয় করেছি। এই মণি! এই মণি! এই মহাজ্ঞান মণি! (তরুণীর লৌহ-শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া)…চলে এস! (হাত ধরিয়া সেখান হইতে সম্মুখে লইয়া আসিলেন) সুন্দরী!

তরুণী। কে তুমি! তুমি কি কোন দেবতা? ঐ অজগরের দংশন বিন্দুমাত্র তোমায় কাতর কর্ত্তে পার্লে না! অথচ—অথচ ঐ অজগরের বিষ-নিশ্বাসে আমার সর্ব্ব শরীর দগ্ধ হচ্ছিল! কি আশ্চর্য্য তোমার ঐ মণি; ওগো দেবতা, তোমার পরশ পেয়ে আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপছে। আমায় ধর—

চাঁদ সদাগর তরুণীর হাত ধরিলেন

তরুণী। রাজা!

চাঁদ। রাজা নই সুন্দরী! আমি ভিক্ষুক! এই কালীদহের ওপর দিয়ে অষ্ট ডিঙ্গা মধুকর নিয়ে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে বাণিজ্য করে পৃথিবীর সকল ঐশ্বর্য আহরণ করেও আমি কাঙাল—কাঙাল।… ভিক্ষা দাও দেবী! ভিক্ষা দাও!

তরুণী। ভিক্ষা? আমিও যে ভিক্ষা চাই…

চাঁদ। কি চাও, কি চাও তুমি?

তরুণী। দেবে?

চাঁদ। প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি, তুমি যা চাইবে···দেব···বিনিময়ে··

তরুণী। বিনিময়ে ?

চাঁদ। তোমাকে আমার প্রাসাদে যেতে হবে। দেবীমূর্ত্তি লোকে কল্পনাই করে থাকে, কেউ চোখে দেখে নি, আমি তোমায় মন্দিরে স্থাপিত করে তোমার ঐ দেবীমূর্ত্তি বিশ্বে প্রকাশ কর্ব্ব! লোকে দেখবে। চাক্ষুস দেখবে। প্রাণ ভরে দেখবে।···কি রূপ! কি অপরূপ রূপ···

তরুণী। রাজা! আমি যাব।

চাঁদ। যাবে যাবে··চল! চল!

তরুণী। কিন্তু রাজা তার আগে আমার বৃদ্ধ পিতাকে পুনর্জীবন দান কর।

চাঁদ। এখনি! তিনিও কি সর্প দংশনে হত? কোথায় তিনি?

তরুণী। কালীদহের অতল তলে পাতালপুরে—কিন্তু তুমি তো সেখানে যেতে পার্ব্বে না!

চাঁদ। তবে উপায়?

তরুণী। তোমার ঐ মহাজ্ঞান মণিটি আমায় দাও।

চাঁদ। কিন্তু—

তরুণী। ঐ মণিটি নিয়ে, আমি পাতালপুরে গিয়ে, আমার বাবাকে, আমার মা ভাই বোনদের বাঁচিয়ে তাদের সঙ্গে নিয়ে, তোমার সঙ্গে তোমার প্রাসাদে যাব···তুমি আমার জন্য এখানে অপেক্ষা কর।··· ···কি ভাবছ? দেবে না? তুমি যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রাজা।

চাঁদ। দেব। নাও—

তরুণী। (গ্রহণ করিয়া) তবে আমি চললুম—বিদায়—

কালীদহের দিকে চলিতে লাগিলেন

চাঁদ। (উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া) সুন্দরী! আমি তোমার পথ চেয়ে রইলুম!

তরুণী। (জলে নামিয়া) আমি এলুম বলে !

চাঁদ। তোমার নামটি তো শুনি নি ! যদি বিলম্ব হয়, কি নামে তোমায় ডাক্‌বো !

তরুণী (জলে অদৃশ্য হইবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে) "ছলনা" "ছলনা"।

কালীদহের বুকে পদ্মাসনা মনসাদেবী আবির্ভূতা হইলেন

চাঁদ। ছলনা ! ছলনা ! তবে কি···তবে কি তুমি···সত্যই কি তুমি ছলনা ?

মনসা। তোমার কি মনে হয় সদাগর ?

চাঁদ। আমার মণি ? আমার মহাজ্ঞান ?

মনসা। (মণি হাতে তুলিয়া দেখাইলেন।) এখন তুমি আমার পূজা কর্ব্বে চাঁদ ?

চাঁদ। চেঙ্গমুড়ী কাণী, তোমার পূজা অপদেবতার পূজা !—

মনসা। শোন সদাগর···যদি আমার পূজা কর, ধনরত্ন পুত্র কলত্রে তুমি স্বর্গসুখের অধিকারী হবে···আর যদি পূজা না কর···তোমার সর্ব্বনাশ !

চাঁদ। (ঘৃণায় রাগে উত্তেজনায়) থুঃ। (নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিয়াই চলিয়া যাইতেছিলেন—হঠাৎ ফিরিয়া) শোন কাণী ! স্বর্গের শিবশম্ভু আর মর্ত্ত্যের ধন্বন্তরী আমার জাগ্রত রক্ষা-কবচ। দেবতা যার সহায়, সে অপদেবতাকে ভয় করে না।

তৃতীয় দৃশ্য

চম্পকনগর—ধন্বন্তরী ওঝার বাসভবন

বহির্দ্বারে সাপুড়ে ও সাপুড়ে স্ত্রীগণ

সাপুড়ে ও সাপুড়ে স্ত্রীগণের গান

আমরা সাপুড়ে সাপ নিয়ে খেলি,
অজগরে মোরা করি না ভয় ;
ফুঁ দিয়ে গরল সব ঝেড়ে ফেলি
মন্তরে করি বিষের ক্ষয় ।
(ওই) ঢোঁড়া বোড়া কি ময়াল চিতে
কেউটে কীরেট গোখ্‌রো সাপ
ঝাড় ফুঁকে মোরা এক গাড়ে সব
দেশ থেকে পারি করতে সাফ্‌
মোদের বিষহরি ধন্বন্তরী
বিষের ওঝা এমন নয় ॥

গান শেষ হইলে সেখানে ধন্বন্তরীর শিষ্য ধনা ও মনা আসিল । সাপুড়ে ও সাপুড়ে স্ত্রীগণ অমনি ধনা ও মনার পায়ের ধূলি লইল

ধনা । আজ আবার চেঁচামেচি করতে এসেছিস্ কেন ?

মনা । কেন ?

১ম সাপুড়ে । আজকার কথাই তো বলে দেছ ঠাকুর ।

ধনা । আজ কি শনিবার ?

সাপুড়েগণ । (সমস্বরে) হাঁ—

মনা। আজ কি অমাবস্যা ?

সাপুড়েগণ। (সমস্বরে) হাঁ—

ধনা। আজ কি অশ্লেষা ?

সাপুড়েগণ। (সমস্বরে) হাঁ—

মনা। আজ কি কালবেলা ?

সাপুড়েগণ। (সমস্বরে)—হাঁ—

ধনা। মনা! আজ তবে গুরুদেব বের হবেন না!

মনা। তাই তো দেখতে পাচ্ছি।

ধনা। দে, তবে দক্ষিণা দে—

মনা। দক্ষিণা দে—

১ম সাপুড়ে। (তাহার স্ত্রীর প্রতি) ক্যাবলার মা! কি এনেছিস্ দে।

ক্যাবলার মা। দক্ষিণা তো? তা নাও বাবা—দক্ষিণ হস্তেই দিচ্ছি—এই নাও—গরীব মানুষ বাবা—এর বেশী—

ধনা। কি রে বেটি ?

ক্যাবলার মা। একটা মর্ত্তমান কলা বাবা! বাবার ভোগে লাগকে বলে মিনসেকে না খাইয়ে তোমারই জন্যে নিয়ে এসেছি বাবা! দক্ষিণ হস্তে দিলেই তো দক্ষিণা দেওয়া হয় বাবা!—নাও বাবা, দক্ষিণ হাতেই দিলুম, হাসি মুখেই নাও—

ধনা। কিরে বেটি! কিরে বেটি! কলা!

মনা। ধনা ভাই! তোর পছন্দ না হয়, ওটি আমিই নিলুম। পুরুষ্টু কলা বটে! তা বেটি! আমি ওতেই খুসী!

১ম সাপুড়ে। তাহলে আমাদের বেলা হয়ে যাচ্ছে ঠাকুর! আজ তো আর ধন্বন্তরী বাবার দেখা পাবো না, তবে আমরা সব চললুম।

সকলের প্রণাম করিয়া প্রস্থান

ধনা। (অন্যত্র যাইতে যাইতে হঠাৎ কাহাকে দেখিয়া) ও আবার কে ? ওরে মনা, ও আবার কে ?

গোয়ালিনী বেশে নেতার প্রবেশ

নেতা। চাই দুধ—চাই দই—চাই খাসা দই !

ধনা। দুধ চাই—দই চাই—চাই বই কি !

মনা। শুধু চাই না, খেতে চাই ! প্রাণভরে খেতে চাই।

ধনা। গোয়ালিনী ! এ মুল্লুকে তোমায় তো আর কখনো দেখি নি !

মনা। তোমার মত ভালো গোয়ালিনী আর কখ্খনো দেখি নি !

ধনা। বড্ড ভালো লাগছে তোমায় ! তোমাকেই যখন এত ভাল লাগছে—

মনা। তখন তোমার দুধ না জানি কত ভালো ! খাসা চেহারা ! খাসা দুধ ! খাসা দই !

গোয়ালিনী। গীত

সে বলে গয়লা বউ তুই মায়াবিনী !
তোর আড়ালে যে জন আছে
সাধ্য কি যে তারে চিনি॥
আমি বলি ওগো বঁধু আমাতে আর নেই যে মধু
দুখের পেষায় বুক ভেসে যায়
এ নয় সুখের বিকি কিনি॥
সে বলে তোর মিহি কাঁখে দুধ যোগান কেঁড়ের ফাঁকে
প্রাণ কাড়া বিষ লুকিয়ে থাকে
তুই গোপিনী কুহকিনী॥

ধনা ও মনা। আমরা ভারী খুসী হয়েছি গোয়ালিনী।

নেতা। তবে খুসী মনে এইবার আমার একটী কাজ কর দিকিনি···, হাঁ, তোমাদের কি বলে ডাকব ?

ধনা। ধনেশ্বর।

মনা। মনেশ্বর।

নেতা। তা বেশ! ধনেশ্বর, মনেশ্বর বাহাদুর। এইবার তোমাদের গুরুঠাকুরের সঙ্গে একবার আমার দেখাটি করিয়ে দাও দিকিনি—

ধনা ও মনা। (সমস্বরে) উঁহু—উঁহু—উঁহু—

ধনা। বলেছি তো দেখা হবে না আজ!

মনা। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এলেও না!

নেতা। কেন ভাই?

ধনা। (জীভ্ কাটিয়া) মাপ কর গোয়ালিনী ভাই!

মনা। ও কথাটির কারণ জিজ্ঞেস করো না।

নেতা। তার মানে তোমরা তার কারণ জান না।

ধনা। জানি। বলব না।

মনা। নিশ্চয় জানি। কিন্তু নিশ্চয় বলব না।

নেতা। নিশ্চয় জান না। কাজেই নিশ্চয় বলতে পার্ব্বে না—

ধনা। নিশ্চয় জানি!

মনা। নিশ্চয় বলতে পারি।

নেতা। নিশ্চয় বলতে পার না—তোমাদের সে সাধ্যই নেই, ক্ষমতাই নেই।

ধনা। রাগিও না বলছি—

মনা। চটিও না বলছি—

নেতা। ওতে আমি ভুলছি নে। আমার মনে হচ্ছে, তোমাদের দু'জনের ভেতর একজন জান। দু'জনেই জান না। ধনেশ্বরের চেহারটা দেখে মনে হয় বোধ হয় জানে, কিন্তু মনেশ্বরের চেহারাটা তত সুবিধা বোধ হচ্ছে না। নাঃ, বোধ করি মনেশ্বরই জানে। ধনেশ্বরের চেহারাটা তত সুবিধে মনে হচ্ছে না।

ধনা। কি! আমি জানিনে ?

মনা। আমি জানিনে ?

ধনা। আমি বলতে পারিনে ?

মনা। আমি বলতে পারিনে ?

নেতা। বলে প্রমাণ করো জানো—

ধনা। নিশ্চয়—

মনা। নিশ্চয়—

ধনা। গোয়ালিনী ভাই শুনে যাও—

মনা। গোয়ালিনী বোন, (ধরিয়া) শুনতেই হবে।

নেতা। আঃ! ছাড়ো! ছাড়ো!

মনা। আঃ আমি বলব—শুনে যাও—

মনা। আমি বলব, শোন—

নেতা। কে আগে বলতে পার শুনি—

ধনা ও মনা। (এক সঙ্গে) ধন্বন্তরী বাবার প্রতি ব্রহ্মশাপ আছে, শনিবারে অমাবস্যায় অশ্লেষা নক্ষত্রে কালবেলায় তাকে যদি সাপে কামড়ায়, তার আর কিছুতেই রক্ষা নেই···মন্ত্রে ওষুধে, কিছুতেই কিছু হবে না···এই যোগ বাদে আর সব সময় তিনি অমর।

বলিয়াই দুইজনে হাঁফাইতে লাগিল

নেতা। বেঁচে থাক আমার ধনেশ্বর মনেশ্বর ভাই দু'টি! দেখছি তোমরা দু'জনেই জানো, দু'জনেই বলতে পারো, নিশ্চয় বলতে পার, এবং খুব ভালো করেই, বেশ ঘটা করে সমারোহ করে কথাটা বলে ফেল্‌তে পার্‌লে!

ধনা। বল্লুম নাকি!

জিভ কাটিল

মনা। বলে ফেলেছি নাকি !

জিভ কাটিল

নেতা। তাই নাকি !

ধনা। বলো না ভাই কাউকে !

মনা। একটা টিকটিকিকেও না—একটা আরসুলোকেও না—বুঝলে ? একটা কেঁচোকেও না—

ধনা। একটা ঢোঁড়া সাপকেও বলো না ভাই—

নেতা। ওমা ! তাই কি পারি। একটা কোলা ব্যাঙ কি একটা মশা—যদি মাথার দিব্যিও দেয় তবুও না···তিনি যে আমার মেসো···

বলিয়াই জিভ্ কাটিলেন

ধনা। মেসো

মনা। মেসো ! তোমার বাবার শালীর তিনি ?

নেতা। তা যখন শুনেই ফেল্‌লে, তখন আর অস্বীকার করি কেমন করে ?

ধনা। তবে তো তুমি আমাদের বোন।

মনা। বড় না ছোট ?

নেতা। যাতে খুসী হও। বড় হলেও চলে, ছোট হলেও চলে। কিন্তু বেলা হয়ে যাচ্ছে, আমার তো আর দেরী করলে চলে না ! আমার যে বড় বিপদ ভাই !

ধনা। বিপদ ! কি বিপদ ভাই !

মনা। (ক্রন্দন স্বরে) ও—হো—হো ! তোর বিপদ ! কি হবে রে দিদি !

নেতা। সেই জন্যই তো ধন্বন্তরী মেসোর কাছে আসা ! গৃহস্থের

কুলকামিনী আমি, দিনে দুপুরে কেমন করে আসি! তাই গোয়ালিনী সেজে চলে এসেছি—কাউকে এ কথা বলো না ভাই—খবরদার, তাহলে কিন্তু আর আমার ঘরে ঠাঁই হবে না!

ধনা ও মনা। (এক সঙ্গে)—আমাদের ঘর আছে।

নেতা। সে তোমাদের বোনাইএর সঙ্গে বোঝাপড়া করে ঠিক করে নিয়ো। কিন্তু আমায় এই বিপদ থেকে রক্ষা করে কে ভাই! মেসো কোথায়?

ধনা। ঘরে খিল দিয়ে বসে আছেন।

মনা। বোধ করি একটা তালাও মারা আছে।

নেতা। (দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া) দেখা কি তবে হবে না?

ধনা। আহা—হা! বুক ফেটে যাচ্ছে ভাই, বুক ফেটে যাচ্ছে! তোমার সঙ্গে দেখা করিয়ে দেবার কোন উপাই দেখছিনে—তিনি কিছুতেই বের হবেন না।

নেতা। তবে আর কি হবে—

প্রস্থানোদ্যত, কিন্তু তখনই ফিরিয়া

হাঁ ভালো কথা, আর এই দইএর ভাঁড়টা রেখে গেলাম, মেসো কপাট খুল্‌লে দিয়ো, মেসোর নামে মানত করে এনেছি কি না, তাঁরই ভোগে দিয়ো, তোমরা আর খুলো না। এর পরে যেদিন আসব সেদিন তোমাদের জন্য এক বাটি দুধ কলা আনবো। গরীব বোন···তাই খুসি মনে ভোগ নিয়ে আমার খোকার জন্য প্রসাদ করে দিয়ো—(যাইতে গিয়া আবার ফিরিয়া) দেখো ভাই ভাঁড়টা খুলো না···তবে কিন্তু মেসোর ভোগে লাগবে না···এঁটো হলে তোমার বোনপো'র অকল্যাণ হবে···সেই ভয়েই মরি কি না! আসি ভাই—দুঃখু করো না, আবার আসবো··· প্রস্থান

ধনা। মনা!

মনা। ধনা!

ধনা। চলে গেলে!

মনা। ও—হো—হো—হো—

ক্রন্দন

এই সময় বাড়ীর ভিতরে ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ শোনা গেল

ধনা। ওকি, ডাক ছেড়ে কান্না স্বরু কর্লি যে!

মনা। (ভিতরের ক্রন্দন শুনিয়া) আমি না তুই?

ধনা। আমি না তুই…তাই তো! ব্যাপার কি? এ যে আমাদেরই অন্দরে! কাঁদে কে?

মনা। কি হল?

ধনা। চল দেখে আসি—

দুইজনে অন্দরে ঢুকিতেই চাঁদের ভৃত্য নেড়া অন্দরের দরজা খুলিয়া হন্তদন্ত ভাবে তাদের গায়ের উপর আসিয়া পড়িল। অন্দরে ক্রন্দন ও আর্ত্তনাদ শোনা যাইতে লাগিল। নেড়া ধনা মনার গায়ের উপর পড়াতে তিনজনেই ভূতলশায়ী হইল। ধনা ও নেড়া উঠিয়াই ভয়ানক রাগে পরস্পরের প্রতি তাকাইয়া রহিল। মনা উঠিয়াই দূরে সরিয়া যাইয়া ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল ও "রাম রাম…ভূত আমার পুত" অর্দ্ধস্বগতঃভাবে আওড়াইতে লাগিল।

নেড়া। ভয়ানক বিপদ ভাই! কর্ত্তা কালীদহে গেছেন, এদিকে ছয় দাদাবাবুকে সাপে কেটেছে, ধন্বন্তরী বাবা যেতে পার্ব্বেন না খবর পেয়ে মা—ধন্বন্তরী বাবার বাড়ীতেই তাদের নিয়ে এসেছেন! ঐ শোন! আ—হা—হা তাঁর অবস্থা দেখলে বুক ফেটে যায়! ও—হো—হো কি হবে ভাই!

ধনা। বল কি।

মনা। সর্ব্বনাশ দেখছি !

ধনা। আজ তো গুরু কিছুতেই ঘরের বার হবেন না !

নেড়া। ঐ কান্না থেমে গেছে, মা তবে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছেন ! (হাত ছাড়িয়া) আমার মার কোল খালি হয়ে গেছে ভাই ! একটি নয়, দু'টি নয়—একসঙ্গে ছয় ছয়টী ছেলে মার কোল খালি করে…ঐ তোমারই দুয়ারে…চিরদিনের মতো চলে যায় ! "কোথায় ধন্বন্তরী ! কোথায় প্রভু…তোমার একটী জীবনের বিনিময়ে যদি ছয়টি জীবন রক্ষা হয় তবু কি নির্ম্মম হয়ে বসে থাকবে ? তবু কি মুখ তুলে চাইবে না ? তবু কি কপাট খুলবে না ?

সশব্দে দ্বিতলের বাতায়ন খুলিয়া গেল

ধন্বন্তরী। (বাতায়ন পথে মুখ বাহির করিয়া) অবশ্য খুলব নেড়া ! ধন্বন্তরী আমি…মৃত্যুকে তুচ্ছ করে মার কোলে, তাঁর ছয় মৃত পুত্র পুনর্জ্জীবিত করে তুলে দিতে চললুম—

চাঁদ সদাগরের প্রবেশ

চাঁদ। ধন্বন্তরী ! ধন্বন্তরী ! ধন্বন্তরী !

নেড়া। একি ?…প্র—ভু !

চাঁদ। একি !—নেড়া !—সে কি ! তুই এখানে ! এ ভাবে !

নেড়া। (কপালে করাঘাত করিয়া) সর্ব্বনাশ হয়েছে প্রভু ! সর্ব্বনাশ হয়েছে।

চাঁদ। কি হয়েছে !…বল…শিগ্ গির বল।

নেড়া। ছয় কুমার সর্পদংশনে মৃত !

চাঁদ। তাতে সর্ব্বনাশটা কি হল ! ধন্বন্তরী কোথায় ? তাকে খবর দিসনি ?

নেড়া। ধন্বন্তরীর কাছেই মা আর আমি তাদের মৃতদেহ নিয়ে এসেছি কিন্তু—

চাঁদ। কিন্তু?

নেড়া। আজ শনিবার, অমাবস্যা, অশ্লেষা, কালবেলা। তবু তবু নিজের মৃত্যু তুচ্ছ করে তিনি তাদের পুনর্জ্জীবন দিতে তাঁর অবরুদ্ধ কক্ষ হতে বের হয়েছেন…

চাঁদ। (তৎক্ষণাৎ উন্মত্তের মত) কোথায় ধন্বন্তরী—তাকে পুনরায় কক্ষে অবরুদ্ধ কর…যায় যাক্ আমার পুত্র যাক্…কিন্তু মনসার সাথে বাদ সাধতে হলে ধন্বন্তরীকে বাঁচাতে হবে—

ধনা ও মনা সহ ধন্বন্তরীর প্রবেশ

ধন্বন্তরী। যখন চাঁদ এসে পড়েছে, তখন ধন্বন্তরী বাঁচবেই··পৃথিবীতে কোন শক্তি নেই, চাঁদের সম্মুখে ধন্বন্তরীর প্রাণ নষ্ট করে—

চাঁদ। পালাও—পালাও—ছুটে পালাও…তোমার মন্ত্রপূত কক্ষে প্রবেশ করে দ্বার রুদ্ধ কর।

ধন্বন্তরী। হাঃ হাঃ হাঃ! দেখছি চাঁদ তার নিজের শক্তি বিস্মৃত হয়েছে। হোক্…কিন্তু ধনা! মন্ত্রোচ্চারণে আমি বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি! পিপাসা! পিপাসা! দারুণ পিপাসা!

ধনা গোয়ালিনীর পরিত্যক্ত দধি ভাণ্ডের মুখ খুলিয়া জলপাত্রে দধি ঢালিবার উপক্রম করিল।

মনা। পিপাসা দূর করুন প্রভু!

তৎক্ষণাৎ দধিভাণ্ড হইতে একটী সাপ বাহির হইয়া ধন্বন্তরীকে দংশন করিয়া ছুটিয়া পলাইল

ধনা ও মনা। (একসঙ্গে) সাপ! সাপ! দইএর ভাঁড়ে সাপ!

ধন্বন্তরী। সাপ আমাকে দংশন করেছে!

চাঁদ। (ছুটিয়া আসিয়া) দংশন করেছে?

ধন্বন্তরী। হাঃ হাঃ হাঃ! মূর্খ নিয়তি! সে জানে না যে চাঁদ যেখানে মহাজ্ঞান নিয়ে উপস্থিত সেখানে ধন্বন্তরীর মৃত্যু বিধান তাঁরও ক্ষমতাতীত।

চাঁদ। (শুনিবামাত্র কপালে করাঘাত করিয়া) নিয়াত! নিয়তি! নিয়তি!

ধন্বন্তরী। তোমার মহাজ্ঞানের পরশ দাও চাঁদ! আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে গেল!

চাঁদ। ধন্বন্তরী, ভাই! মহাজ্ঞান! কোথায়?

ধন্বন্তরী। তোমার মুকুটে—

চাঁদ। নেই—নেই—

মুকুট মাথা হইতে খুলিয়া একটু একটু করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বাতাসে উড়াইয়া দিতে লাগিলেন

মহাজ্ঞান! কই! দেখছিনে—দেখ দেখি ভাই—

ছিন্ন ভিন্ন মুকুটের বাকী অংশ ধন্বন্তরীর দিকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন

ধন্বন্তরী। (দেখিয়া স্তম্ভিত হইলন—কাঁপিতে কাঁপিতে চাঁদের দেহ ভর করিয়া গা ছাড়িয়া দিলেন)—ব্রহ্মশাপ তবে এতদিনে পূর্ণ হল!... দিনের আলো, আমার চোখে সহ্য হচ্ছে না, সহ্য হচ্ছে না! আমায় ভেতরে নিয়ে চল...(চাঁদের সহিত অন্দরের দিকে অগ্রসর হইলেন) (হঠাৎ ফিরিয়া) না...আমি এত সহজে মরুতে রাজী নই। ধনা মনা! (তাহারা ছুটিয়া নিকটে আসিল) আমার উদ্যানে বিশল্য-করণীয় বীজ রূপেছিলাম, যদি গাছ হয়ে থাকে, গাছটী উপড়ে মন্ত্র দিয়ে শোধন করে আমার কাছে নিয়ে এস...যদি গাছ থাকে, যদি

আনতে পার তবে আমি বাঁচব…হয় তো আমি বাঁচবো…যাও… শিগ্গির যাও—(ধনা ও মনা ছুটিয়া গেল) আমায় নিয়ে চল চাঁদ—ঘরে নিয়ে চল—

চাঁদ ধন্বন্তরীকে অন্দরে লইয়া গেলেন

চোরের মত গোয়ালিনী বেশে নেতার প্রবেশ

উঁকি ঝুঁকি দিয়া ধনা মনার পথের দিকে লক্ষ্য করিল। পরে তাহারা আসিতেছে বুঝিয়া ক্রন্দনের সুরে "ওরে আমার মেসো রে! তুই কোথায় গেলি রে! তোকে জলে কেন ভাসিয়ে দিল রে!" ইত্যাদি কপট বিলাপ করিতে লাগিল। গাছ হস্তে ত্বরিত পদে ধনা মনার প্রবেশ

ধনা। এই সেই বেটী—

মনা। তবে রে বেটী!

নেতা। (তাহাতে দৃক্‌পাত না করিয়া) ওরে আমার মেসো রে! আমার সেই দাঁড়াজ সাপটা রে দইএর লোভে কোন ফাঁকে ভাঁড়ের ভেতর সাপ লুকিয়ে এসেছিল রে…আমি কি সর্ব্বনাশ কর্লাম রে (কপালে করাঘাত) ওরে মেসো! তোকে ওরা কোথায় নিয়ে গেল রে!…জলে তোরে কেন ভাসিয়ে দিল রে!

ধনা। জলে ভাসিয়ে দিয়েছে! এঁ্যা! জলে ভাসিয়ে দিয়েছে!

মনা। আমরা তো দেরী করিনি…তবু তর সইল না ধনা!

ধনা ঔষধ ঐখানে ফেলিয়া অন্দরে ছুটিল। মনাও অনুসরণ করিল

নেতা। (তৎক্ষণাৎ উঠিয়া কিন্তু ক্রন্দন না থামাইয়া) ওরে আমার মাসী রে! তোর দশা দেখলে যে বুক ফেটে যায় রে! ওরে আমার মাসী রে।

চোরের মত এদিক ওদিক চাহিয়া গাছটি আত্মসাৎ করিয়া
সেই স্থান হইতে প্রস্থান

তখনই ধন্বন্তরীকে ধরিয়া চাঁদের প্রবেশ। সঙ্গে ধনা মনা। ধনা মনা ছুটিয়া যেখানে গাছ ফেলিয়া গিয়াছিল সেইখানে গেল

ধন ও মনা। নেই!

ধন্বন্তরী। নেই?

চাঁদ। আমি জানি থাকবে না। কিন্তু কে সে গোয়ালিনী? কোথায় সে?

ধনা, মনা। (বোকার মতো চারিদিকে তাকাইয়া) পালিয়েছে!

ধন্বন্তরী। তবু আমি সহজে মরব না।···যেখানে গাছ হয়েছিল, ওখানকার মাটি আন···হয়তো আমি তাতেই বাঁচবো।

ধনা ও মনা বাহিরে ছুটিয়া গিয়াই ঘুরিয়া আসিল

ধনা ও মনা। মাটি নেই, সেখানে জল! পুকুর কেটে রেখে গেছে তাতে পদ্ম ফুটেছে।

ধন্বন্তরী। ও—হো—হো। তবে আর উপায় নেই!···চাঁদ! ভাই! প্রভু! বন্ধু!···বিদায়!

মুমুর্ষু ধন্বন্তরীকে ধনা ও মনা ভিতরে লইয়া গেল

শশব্যস্তে নেড়ার ছুটিয়া প্রবেশ

নেড়া। প্রভু! সর্ব্বনাশ!···ছয় কুমারকে আবার এক্ষণি সাপে কাট্‌ল! কি হবে প্রভু? কি কর্ব্ব?

চাঁদ। তুমি আর কি কর্ব্বে—কি আর হবে! মহাজ্ঞান ছিল, হারিয়েছি! ধন্বন্তরী ছিল···হারালুম! তুমি আর কি কর্ব্বে! আমি আর কি কর্ব্ব! যা কর্ব্বেন শিবশম্ভু!

নেড়া। রাণীমা উন্মাদিনীর মত কখনও তাদের বুকে নিচ্ছেন, চুমো খাচ্ছেন, মনসা দেবীকে অভিশাপ দিচ্ছেন, আবার পরক্ষণেই পুত্রের প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে তার পূজা মানত কর্চ্ছেন!

চাঁদ। (লাফ দিয়া উঠিয়া) পূজা! বটে! পূজা? দামামা বাজাও নেড়া। নগরে নগরে প্রচার কর, আজ হতে রাজ্যে যে মনসা পূজা করবে তার শাস্তি—প্রাণদণ্ড।

ছুটিয়া সনকার প্রবেশ

সনকা। দোহাই তোমার! দোহাই তোমার! ও আদেশ প্রচার করো না···আমার ছয় ছয়টী ছেলে সাপের বিষে ঢলে পড়েছে, যদি তাদের পুনর্জীবন চাও—

চাঁদ। চাই না রাণী তাদের পুনর্জীবন! তারা ছিল আমার বন্ধন··· আমার মোহ···আমার মায়া! সে বন্ধন খসে গেছে, মায়া কেটে গেছে, মোহ ভেঙে গেছে!···আনন্দ কর! উৎসব কর!

চতুর্থ দৃশ্য

চম্পক রাজপ্রাসাদস্থ শিবমন্দির

পূজারী পূজারিণীগণ মহা সমারোহে আরতি ও বন্দনা করিয়া চলিয়া গেলেন। দূরে চাঁদ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন

আরতি স্তোত্র

নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্ব-মূর্ত্তে
নমস্তে নমস্তে চিদানন্দ মূর্ত্তে
নমস্তে নমস্তে তপোযোগ গম্য
নমস্তে নমস্তে শ্রুতি-জ্ঞান গম্য
প্রভো শূলপাণে বিভো বিশ্বনাথ
মহাদেব শম্ভো মহেশ ত্রিনেত্র !

শিবাকান্ত শাস্ত স্মরারে পুরারে
ত্বদন্যো বরেণ্যো ন মান্যো ন গণ্যঃ !

মন্দির নিস্তব্ধ হইল। চাঁদ একাকী উত্তেজিত মস্তিষ্কে মন্দির সম্মুখে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। পরে মন্দিরের সম্মুখে যাইয়া হাত যোড় করিয়া দাঁড়াইলেন। মনে মনে তাঁহার অন্তরের সকল ব্যথাই বুঝি তাঁহার আরাধ্য দেবতার উদ্দেশে নিবেদন করিলেন। পরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া ঐ ভাবেই ওখানে যেন ঘুমাইয়া পড়িলেন। হঠাৎ পশ্চাতে কে যেন তাঁহাকে ডাকিল "চাঁদ !" স্বপ্নোত্থিতের মত চাঁদ উঠিয়া তাকাইয়া দেখেন শূন্যে চণ্ডীদেবী। তিনি হাতছানি দিয়া চাঁদকে নিকটে ডাকিলেন। চাঁদ উদ্‌ভ্রান্তভাবে ছুটিয়া তাঁহার কাছে যাইয়াই আকুল আবেগে "মা ! মা !" বলিয়া ডাকিলেন। অন্তরের দুঃসহ ব্যথার দারুণ অভিমানে তাঁহার মস্তক পার্শ্বস্থ স্ফটিক স্তম্ভের উপর লুটাইয়া পড়িল

চণ্ডী। চাঁদ ! জানি, তোমার অন্তরের সকল ব্যথাই আমি জানি !··· কিন্তু তুমি কি জানো চাঁদ ! এ ব্যথা এ শোক তোমার গর্ব্বের ; তোমার গৌরবের !···

চাঁদ। পারি না ! পারি না দেবী ! আর সহ্য কর্ত্তে পারি না মা !···বর দাও, যদি শঙ্করের অর্দ্ধভাগিনী হও···বর দাও···

চণ্ডী। কি বর চাও ভক্ত ?

চাঁদ। মৃত্যু ! মৃত্যু ! মৃত্যু !

চণ্ডী। সে কি বৎস ?

চাঁদ। ওগো দেবী, ওগো অন্তর্যামী দেবতা।···দেখনি কি আমার সেই ছয় পুত্রবধূ···সেই ছয় বালবিধবা ! তাদের হাতে তোমার ঐ শাঁখা নেই, তাদের কপালে তোমার ঐ সিঁদূরের টিপ পড়ে না !

চণ্ডী। বিশ্বাস হারিয়ো না চাঁদ ! এ তোমার পরীক্ষা !

চাঁদ। পরীক্ষা তো শেষ হয়েছে মা, তবু তো বিশ্বাস হারাই নি ! তবু পূজো ভুলি নি।

চণ্ডী। অন্ধ তুমি চাঁদ। নিজের নিষ্ঠায় তুমি অন্ধ। তবে শোন চাঁদ··· তোমারই ঘরে, তোমারই দেবতার মন্দিরে, তোমারই দেবতার আসন-তলে আজ মনসার ঘট স্থাপিত হয়েছে। অকালে আজ চণ্ডীর বিসর্জ্জন। বিদায়।—বিদায়। বৎস—বিদায়।

অন্তর্ধান

চাঁদ। মা! মা!

উদ্‌ভ্রান্তের মত চণ্ডীর দর্শন পাইবার জন্য চেষ্টা

ধীরে সনকার প্রবেশ

সনকা। প্রভু!

চাঁদ। বল—

সনকা। বিশ্রাম কর্ব্বে চল প্রভু। আজ সারাদিন তুমি অনাহারে রয়েছ, তা কি স্মরণ নেই?

চাঁদ। স্মরণ আছে। কিন্তু আর আমি এখানে জলস্পর্শ করতে পারি নে। এ বাটী অপবিত্র হয়েছে।

সনকা। অপবিত্র হয়েছে? সে কি প্রভু!

চাঁদ। হাঁ, অপবিত্র হয়েছে। গৃহদেবী চণ্ডী ঘৃণায় পুরী পরিত্যাগ করে গেছেন। দেবীর সঙ্গে আমার দেবাদিদেব মহাদেবও নিশ্চয়ই বিদায় নিয়েছেন।

সনকা। সে কি কথা!

চাঁদ। যাও সনকা—আমায় বিরক্ত করো না, আমার মাথা ঘুরছে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

সনকা। প্রভু ও কথা বলো না। আমি ষোড়শোপচারে শঙ্কর-শঙ্করীর পূজা কর্ছি—

চাঁদ। কেন, শুনি—

সনকা। আমার গর্ভের সন্তানের কল্যাণ কামনায়। আমার শূন্য কোল আবার পূর্ণ হবে। তোমার লক্ষ্যহীন জীবনে আবার লক্ষ্য মিলবে।

চাঁদ। (শঙ্কিত পরাণে কাঁপিয়া উঠিয়া) না—না—না। আর মায়া নয়। আর মোহ নয়। মহাজ্ঞান নেই, ধন্বন্তরী নেই, দেবতার দয়া ছিল, আজ সে দেবতাও বিমুখ।

সনকা। কে বলে দেবতা বিমুখ ?

চাঁদ। যে গৃহে চেঙ্গমুড়ী কাণীর মঙ্গলঘট স্থান পায়, সে গৃহে দেবতা বিমুখ। তুমি জানো না সনকা, আমরা সসর্প গৃহে বাস কর্ছি··· (হঠাৎ রুদ্রমূর্ত্তিতে দৃঢ়-গম্ভীর স্বরে) সনকা কার এই কাজ ?

সনকা। (চমকিয়া) কি কাজ প্রভু ?

চাঁদ। চেঙ্গমুড়ী কাণীর মঙ্গলঘট ··আমারই গৃহে, আমারই দেবতার মন্দিরে, আমারই দেবতার আসন-তলে···কে এনেছে, কে রেখেছে ? ···কার এই কাজ ?

সনকা। (কপালে করাঘাত করিয়া) হায় ভগবান !

চাঁদ। তবে তুমি জান ?

সনকা। (কপালে করাঘাত করিতে করিতে) অদৃষ্ট ! অদৃষ্ট ! নিদারুণ অদৃষ্ট !

চাঁদ। তুমি জানো ?

সনকা নীরবে কাঁপিতে লাগিলেন

চাঁদ। আমিও তবে আজ গৃহ পরিত্যাগ করে চললুম—থাকো সনকা, থাকো···মনসার ঘট নিয়ে তুমি সুখে থাকো···আমি আমার বিগ্রহ নিয়ে চললুম।

মন্দিরের দিকে গমনোদ্যত

সনকা। (তাঁহার পায়ে লুটাইয়া পড়িয়া) প্রভু! প্রভু! দয়া কর। দাঁড়াও।

চাঁদ থমকিয়া দাঁড়াইলেন।…পরে পা ছাড়াইয়া লইয়া মন্দিরে ছুটিয়া গেলেন। সনকা কপালে করাঘাত করিতে লাগিলেন। চাঁদ বিগ্রহ তুলিয়াই দেখেন তাহার নিম্নে মনসার মঙ্গলঘট

চাঁদ। এই তো! পেয়েছি।

বাহির হইয়া আসিয়া বামহস্তে মনসার মঙ্গলঘট সম্মুখে প্রসারিত করিয়া

সনকা…কার এই কীর্ত্তি?…

ঘটটি ভাঙ্গিবার জন্য ভূতলে নিক্ষেপ করিবার উদ্যোগ

সনকা। (ছুটিয়া আসিয়া) ভেঙো না—ভেঙো না। আমার গর্ভের সন্তানের অমঙ্গল করো না…

চাঁদ। (ঘটটি পায়ের কাছে ধীরে নামাইয়া রাখিয়া) বুঝলুম। দুর্য্যোধন…

দুর্য্যোধন। প্রভু।

চাঁদ। ঐ দামামা বাজাও—

আজ্ঞা প্রতিপালিত হইল

ছুটিয়া রক্ষীসৈন্যগণ প্রবেশ করিয়া চাঁদকে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইল

চাঁদ। আজ হতে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে প্রচার করে দাও, আমার রাজ্যে শুধু মনসা পূজাই নিষেধ নয়, যে যেখানে মনসার ঘট দেখবে—সে সেইখানেই সেই ঘট এমনি করে পদাঘাতে ভঙ্গ করবে—

পদাঘাত করিয়া ঘট ভঙ্গ

সনকা। অহো-হো!

বাত্যাহত কদলীবৃক্ষের ন্যায় ভূতলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন

চাঁদ। হাঃ হাঃ হাঃ (বিকট অট্টহাস্য) পুত্র হবে! সোনার চাঁদ পুত্র হবে! ছয় ছয় পুত্রের শোক ভুলিয়ে দেবে—তাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে মনসার পূজা চাই! (সনকাকে লক্ষ্য করিয়া) কেমন পূজা হলো! চেঙ্গমুড়ী কাণীর এমনি পূজা দেশে দেশে প্রচার করার জন্যে আমি বাণিজ্যে যাব। দুর্য্যোধন, আমার সপ্তডিঙ্গা মধুকর সাজাও···

পঞ্চম দৃশ্য

কালীদহের প্রান্তভাগ

দক্ষিণ পাটন অঞ্চলস্থিত কালীদহের প্রান্তভাগ। তীরে চাঁদ সদাগরের মিত্ররাজ চন্দ্রকেতুর প্রাসাদ। তখন প্রভাত সূর্য্যের এক ঝলক স্বর্ণ-রশ্মিতে কালীদহের কালো জল উদ্ভাসিত হইয়াছে। কলসী লইয়া রমণীগণ কালীদহে জল লইতে আসিয়াছে।

রমণীগণের গীত

বেলা যে পড়ে এলো　　গাগরী ভরে নে লো
ঘোমটা টেলে দে লো　　চ লো চ ঘরে ফিরে।
এত কি তাড়া, যেতে　　তো হবে বাড়ী
জলে কি দেবো পাড়ি রোস না যাব ধীরে।

ওমা সে কোন কালে　　এসেছি নদী আলে,
তিমির ঘন জালে　　আসে যে পথ ঘিরে।
ক্ষতি কি যায় যদি,　　আঁধারে বায় নদী
রব লো নিরবধি ডুবিয়া নীল নীরে।

বঁধুয়া খুলি দ্বার,　　চাহিয়া পথ যার
দাঁড়ায়ে আছে তরি,　　না ফেরা সাজে ফিরে!

জল ভরিয়া কলসী কাথে লইয়া রমণীগণ গান গাহিতে চলিয়া গেল।

শূন্যে মনসা ও নেতার আবির্ভাব

মনসা। নেতা! ঐ—ঐ—ঐ সেই সপ্তডিঙ্গা মধুকর—

নেতা। কই?

মনসা। ঐ···দূরে···ঐ মধুকর···তারপর শঙ্খচূড়।

নেতা। দেখছি···তারপর রত্নাবতী···তারপর দুর্গাবর···তারপর? তারপর?

মনসা। তারপর খরসান···তারপর উদয়তারা···তারপর—তারপর ?

নেতা। তারপর কাজলরেখী।

মনসা। দেশে দেশে সদাগর আমার অপযশ প্রচার কর্চ্ছে···আর তো তাকে অগ্রসর হতে দেওয়া যায় না বোন। তার ঐ জয়যাত্রা রোধ কর—

নেতা। কি করে—

মনসা। এই দক্ষিণ পাটনে রাজা চন্দ্রকেতু আমার পূজার প্রচলন করেছে। চাঁদের সপ্তডিঙ্গা যদি এখানে এসে পড়ে, চাঁদ তবে চন্দ্রকেতুর মনে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সঞ্চার কর্বে। চাঁদ আর চন্দ্রকেতু পরম বন্ধু।

নেতা। কি কর্ব্বে বোন ?

মনসা। চন্দ্রকেতুর ঐ রাজপ্রাসাদ চাঁদের সপ্তডিঙ্গা হতে নিশ্চয়ই দৃষ্টি-গোচর হয়েছে। হয়নি কি নেতা ?

নেপথ্যে সপ্ত কামানের গর্জ্জন

নেতা। ঐ কামানধ্বনির অট্টহাস্যে চাঁদ সে কথা তোমায় জ্ঞাপন কর্ল বোন।

মনসা। আমার মাথা ঘুরছে। কি হবে বোন! এই বিশাল জগতে আমার প্রতিষ্ঠা শুধু এই রাজ্যটুকুতে। আজ যে তাও হারাতে বসলুম নেতা।

নেতা। ঐ···ঐ যে রাজপ্রাসাদ-শীর্ষে স্বয়ং চন্দ্রকেতু এসে দাঁড়াল। এখনি সে নেমে এসে বন্ধুকে অভিবাদন করে রাজপুরীতে নিয়ে যাবে। তারপর! তারপর!

মনসা। তারপর আমার কপালে পদাঘাত, অথবা থুৎকার।···নেতা···

নেতা। বোন।

মনসা। এবার!

নেতা। (রোষে ও ক্ষোভে কাঁপিতে কাঁপিতে) হয় মরো—না হয় মারো—

মনসা। মর্বার উপায় নেই নেতা। শিব যখন জন্মদাতা, তখন দেবতা বই কি।—ঘৃণায়, লজ্জায়, অপমানে, অত্যাচারে সহস্রবার মৃত্যুকামনা করলেও মরণ নেই…মরণ নেই।

নেতা। মরণ যখন নেই—তখন মারো—

মনসা। পাষাণী আমি নই—পাষাণী আমার নিয়তি—তার বুকে এক ফোঁটা মায়া নেই—মমতা নেই। নেতা—আবার তবে মায়াযুদ্ধ হোক—কালীদহের বুকে তুফান উঠুক, প্রলয় ঝঞ্ঝায় চাঁদের ঐ সপ্তডিঙ্গা অতল জলধি তলে ডুবে যাক্।

নেতা। তবে তাই হোক্—

সকলের অন্তর্ধান

ষষ্ঠ দৃশ্য

কালীদহে তুফান। ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাত। দূর হইতে মাঝি মল্লাদের "সামাল" "সামাল" রব ভাসিয়া আসিতেছে। নাবিকগণের আর্ত্তনাদ শোনা গেল। ক্রমে কোলাহল থামিয়া গেল। তটপ্রান্তে মনসা ও নেতার আবির্ভাব।

কালীদহ

মনসা। চাঁদের সপ্তডিঙ্গা মধুকর ধ্বংস করেছি। রাজার ঐশ্বর্য্য সলিল-সমাধি লাভ করেছে। এইবার সদাগরের দুরবস্থা দেখ—

নেতা। ঐ—ঐ ভেসে আসছে।

মনসা। ঐ শোন তার আর্ত্তনাদ।

সকলে নীরব হইলেন

চাঁদ। *(হাবুডুবু খাইয়া ভাসিয়া আসিতে আসিতে) প্রাণ যায়! কে কোথায় আছ রক্ষা কর। কোথায় শিব? কোথায় শম্ভু?

নেতা। (অগ্রসর হইয়া) ভয় নেই। ভয় নেই সদাগর। কালীদহে অধিষ্ঠাত্রী দেবীর শরণ নাও—তাঁর দয়ায় কূল পাবে।

চাঁদ। কার এই দৈববাণী!...কে তুমি?

নেতা। শরণ নাও...মনে প্রাণে শরণ নাও—

চাঁদ। কোথায় তুমি দেবাদিদেব মহাদেব!

মনসা। কালীদহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কি মহাদেব?

চাঁদ। তবে কি চেঙ্গমুড়ী কাণী?

মনসা। এখনো দম্ভ! এখনো তুমি আমার পূজা কর্ত্তে অসম্মত? তবে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও চাঁদ।

চাঁদ। প্রস্তুত হবার প্রয়োজন নাই। আমি মরেই আছি—জয় শম্ভু! জয় শিব! (ডুবিলেন)

মনসা। (চাঁদকে ডুবিতে দেখিয়া) নেতা! নেতা! (কপালে করাঘাত)

নেতা। এই জয়ের মুহূর্ত্তে আর্ত্তনাদ কেন ভগিনী?

মনসা। চাঁদ যে অতল জলধি তলে ডুবে গেল। জগতে আমার পূজা-প্রচলনের আশাও ওরি সঙ্গে ডুবে গেল। (কপালে করাঘাত) এই চাঁদ সদাগর স্বহস্তে আমার পূজা না কর্লে মর্ত্ত্যে আমার পূজা অচল।

নেতা। তোমার মায়াবলে তাঁকে বাঁচিয়ে তোল।

মনসা। চাঁদ···তোমায় প্রাণদান কর্‌লুম আমি। তোমার সম্মুখে অজস্র পদ্মফুল ফুটে উঠুক। পদ্ম-স্তবকে দেহভার ন্যস্ত কর—(ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইল) দেখ দেখি চাঁদ—কি সুন্দর আমার ঐ ফুল!

চাঁদ। পদ্ম! পদ্ম! পদ্মার ফুল পদ্ম! বাঁচতে চাইনে—বাঁচতে চাইনে। অমন বাঁচার চাইতে···(ডুবিলেন)।

মনসা। নেতা! নেতা। চাইনে আমি পূজা।—চাঁদ বাঁচুক।

আবেগে স্বর রুদ্ধ হইয়া গেল

নেতা। মরে যখন লাভ নেই, বাঁচুক। কিন্তু আমিও দেখে নেব তার নিষ্ঠা! চলে এসো বোন।

মনসা। চাঁদ আজো তোমার জয়। আমি তোমার নিষ্ঠা দেখে মুগ্ধ হয়েছি, বিস্মিত হয়েছি। আর তা হয়েছি বলেই তোমার হাতে পূজা পাবার লোভে আমি আজ মাতাল হয়ে চললুম। আমার সর্ব্ব শরীর কাঁপচে। আমায় ধর বোন—

নেতা মনসাকে জড়াইয়া ধরিলেন এবং তাঁহাকে লইয়া ধীরে ধীরে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেলেন। চাঁদ পুনরায় ভাসিয়া উঠিলেন এবং কখনো ডুবিয়া আবার ভাসিয়া উঠিয়া, পরে সাঁতরাইয়া এই ভাবে দ্বিগুণ উদ্যমে তীরের দিকে আসিতে লাগিলেন। মুখে একটি মাত্র কথা "জয় শম্ভু !" কিন্তু তাহাও ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছিল। এমন সময় প্রাসাদের দিক হইতে একদল লোকের রব উঠিল "এই দিকে। এই দিকে।" তাহারা আর কেহ নহে—দক্ষিণ পাটনেশ্বর চন্দ্রকেতু স্বয়ং এবং তাঁহার রক্ষী এবং অনুচরবর্গ। চাঁদ যে মুহূর্ত্তে কূলে উঠিয়া দাঁড়াইতে যাইয়াই অতি দুর্ব্বলতায় ভূতলে পড়িয়া গেলেন, সেই মুহূর্ত্তে সদলবলে চন্দ্রকেতু প্রবেশ করিয়াই চাঁদকে ঐ অবস্থায় দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন।

চাঁদ। প্রাণ যায়! প্রাণ যায়!

চন্দ্রকেতু। (অনুচরবর্গ সহ চাঁদের নিকট ছুটিয়া যাইয়া) কে তুমি? তুমি কি—তুমিই কি···

চাঁদ। হাঁ, আমিই সেই। উঃ বড় পিপাসা, বড় ক্ষুধা—প্রাণ যায়।

চন্দ্রকেতু। শীঘ্র দুগ্ধ নিয়ে এস। প্রাসাদ হতে কাল বৈশাখীর তাণ্ডবনৃত্য দেখলুম···চোখের ওপর দেখলুম তোমার সপ্তডিঙ্গার সলিল সমাধি। কিন্তু অবশেষে তোমাকে যে জীবিত দেখতে পেলুম—সে আমার বহু পুণ্যের ফল। ওগো বন্ধু! বহুদিন তোমার সংবাদ পাইনি—সব কুশল তো?

চাঁদ; (কপালে করাঘাত করিতে করিতে) কুশল! কুশল! সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল! কিন্তু, না—পারি নে, ক্ষুধায় আমার প্রাণ যায়।

দুগ্ধ লইয়া অনুচরের প্রবেশ

চন্দ্রকেতু। এই নাও দুগ্ধ পান কর।

চাঁদ তাহা একরূপ কাড়িয়া লইয়াই পান করিতে গিয়াছেন এমন সময় প্রাসাদে শঙ্খ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল। চাঁদ তৎক্ষণাৎ বাটি নামাইয়া রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

চাঁদ। ও কিসের উৎসব ?

চন্দ্রকেতু। তুফানে আমার প্রাসাদের কোন অনিষ্ট হয় নি বলে দেবীর পূজার আদেশ দিয়ে এসেছি—পূজা দেখো এখন। তুমি খেয়ে নাও—

চাঁদ। দেবীর পূজা! কোন দেবীর পূজা? চণ্ডীর?

চন্দ্রকেতু। মনসার।

চাঁদ মুখের গ্রাস ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া
টলিতে টলিতে চলিলেন

চন্দ্রকেতু। ওকি বন্ধু! কোথায় যাচ্ছ তুমি?

চাঁদ অগ্নিময় দৃষ্টিতে ফিরিয়া তাকাইলেন—কিন্তু পরে তখনি আবার চলিতে যাইয়াই পড়িতে পড়িতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। আবার চলিতে লাগিলেন।

চন্দ্রকেতু। বন্ধু! বন্ধু!

চাঁদ। (ব্যঙ্গে) কি বন্ধু?

চন্দ্রকেতু। তুমি কি পাগল হলে?

চাঁদ। হাঁ, পাগল হয়েছি! মাতাল হয়েছি! রাক্ষসের ক্ষুধা পেয়েছে!… কিন্তু…তবু জ্ঞানের নাড়ী টন্‌টনে আছে।…বিষ দিয়েছিলে… খেলুম না। হাঃ হাঃ হাঃ…

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

নিছনি নগর—রাজপ্রাসাদ

নিছনি নগরে সায় সদাগরের প্রাসাদভবন মধ্যস্থ নাটমন্দির

সায় সদাগর এবং পুরোহিত

পুরোহিত। তুমি ঠিক সময়েই বাণিজ্য হতে ফিরে এসেছ।—আমি আজ তোমার রাজ্যে এক ভীষণ অমঙ্গল আশঙ্কা কর্ছি। এখন তুমি তার বিহিত কর রাজা—

সায় সদাগর। সে কি প্রভু? অমঙ্গল! কি অমঙ্গল?

পুরোহিত। এই বর্ষাকালে কি তোমার রাজ্যে বর্ষার কোন লক্ষণ দেখেছ? আকাশ মেঘহীন। দারুণ গ্রীষ্মে রাজ্য পুড়ে গেল। অনাবৃষ্টির আশঙ্কা করে প্রজারা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে।

সায় সদাগর। এ অমঙ্গল কেন হ'ল প্রভু?

পুরোহিত। তোমার বার্ষিক ইন্দ্রপূজার তিথি ছিল কাল এবং আজও আছে কিন্তু সে পূজা হ'ল না—হবে না।

সায় সদাগর। পূজা হয় নি? পূজা হয় নি?—কেন প্রভু? এ সর্ব্বনাশ কেন কর্লেন প্রভু?

পুরোহিত। সর্ব্বনাশ আমি করিনি রাজা। সর্ব্বনাশ করেছে তোমার কন্যা…

সায় সদাগর। সে কি প্রভু!—বেহুলা?

পুরোহিত। হাঁ রাজা। বেহুলা। তোমার আদরিণী কন্যা বেহুলা।

সায় সদাগর। কেন? কেন? সে কি করেছে প্রভু?

পুরোহিত। তুমি জান ইন্দ্রপূজার প্রধান উপকরণ নগরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা নর্ত্তকী কর্তৃক নৃত্য-আরতি।

সায় সদাগর। বেহুলার সঙ্গে তার সম্বন্ধ কি প্রভু?

পুরোহিত। বেহুলাই···তোমার ঐ আদরিণী কন্যা বেহুলাই, এখন সেই নাগরিক সম্মানের অধিকারিণী। গত বসন্তোৎসবে সে নগরের অন্যান্য বিখ্যাতা নটীদের নৃত্য-গর্ব্ব চূর্ণ করে আজ একবাক্যে নগরের শ্রেষ্ঠা নর্ত্তকীরূপে অভিনন্দিতা।

সায় সদাগর। কাল তবে সে সেই শ্রেষ্ঠ নাচ নাচতে পারে নি? তবে কি তাল ভঙ্গ হল?

পুরোহিত। নাচতে পারে নি নয়, নাচে নি। কাল নাচে নি···আজও নাচবে না বলেছে···কিন্তু রাজা! আজ না নাচলে সর্ব্বনাশ!

সায় সদাগর। আজ তবে সে অবশ্য নাচবে।···আমি এইখানেই তাকে এখনি ডেকে পাঠাচ্ছি।

শশব্যস্তে এক দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবারিক। রাজা সর্ব্বনাশ!

সায় সদাগর। আবার কি সর্ব্বনাশ দৌবারিক?

দৌবারিক। একটা লোক নগরের রাজপথে একটা সাপ মেরে ফেলেচে।

সায় সদাগর। সর্ব্বনাশ! সর্ব্বনাশ!···দৌবারিক, এই মুহূর্ত্তে নগরাধ্যক্ষকে আমার আদেশ জানাও, সেই সর্পহত্যাকারী দুর্বৃত্তকে

বন্দী করে আমার সম্মুখে উপস্থিত করুক।...আমি তাকে লৌহ-শৃঙ্খলে বন্দী করে এইখানেই আজ সর্প দ্বারা দংশন করিয়ে প্রাণদণ্ড দেব।...যাও...তুমি অবিলম্বে যাও—

দৌবারিকের প্রস্থান

কি দারুণ দুর্দ্দৈব! আমার রাজ্যে সর্প নাশ! মা মনসা! মা মনসা! ক্ষমা করো! ক্ষমা করো, আমার কোন দোষ নেই। প্রভু! প্রভু! মা কি দয়া কর্ব্বেন না?

পুরোহিত। তাঁর বিবেচনা আছে রাজা। এ তোমার ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়।

এমন সময় বেহুলা ছুটিয়া প্রবেশ করিয়াই পিতা সায় সদাগরকে জড়াইয়া ধরিলেন

বেহুলা। বাবা! অন্দরে না গিয়ে তুমি এখানে বিলম্ব কর্চ্ছ কেন? মা অধীরা হয়ে বসে আছেন। কিন্তু আমি আর থাকতে পারলুম না; ছুটে তোমার কাছে চলে এলুম। তোমার এ ভারী অন্যায় বাবা। এক বছর পরে বাণিজ্য থেকে ফিরে যদিই বা এলে—অন্দরে যেতে আবার ছ'মাসের বিলম্ব!

সায় সদাগর। (রুক্ষভাবে) মা, তুমি কাল ইন্দ্রপূজার জন্য নৃত্য-আরতি কর্ত্তে সম্মত হওনি কেন?

বেহুলা। এক বছর পরে বাড়ী ফিরে ঐ বুঝি তোমার প্রথম আদর বাবা!

সায় সদাগর। আমার কথার উত্তর দাও মা। তুমি ইন্দ্রপূজা হতে না দিয়ে আমার রাজ্যে বিষম বিপদের সূত্রপাত করেছ।... উত্তর দাও মা...তুমি গতকাল পুরোহিত-মহাশয়ের আদেশ পেয়েও কেন নাচো নি?

বেহুলা। কি! (পুরোহিতের দিকে চাহিয়া) এরি মধ্যে লাগিয়েছ? বেশ করেছ। ভালো করেছ!—আমি নাচব না। আমার ইচ্ছা।

সায় সদাগর। ইচ্ছা বল্‌লেই তো চলবে না মা।

বেহুলা। তবে?

সায় সদাগর। তোমায় নাচতেই হবে।

বেহুলা। বেশ। নাচব···

সায় সদাগর। (পুরোহিতকে) তবে আজই এখনি পূজার আয়োজন করুন—

বেহুলা। তবে আজই, এখনি···তুমি আমায় একটি ময়ূর এনে দাও—

সায় সদাগর। সে কি মা?

বেহুলা। ময়ূর! ময়ূর! একটি ময়ূর!···শুধু ছবিতেই দেখেছিলুম। সেদিন দেখলুম স্বপ্নে!—কি স্থন্দর! কি চমৎকার!···আর, আকাশে মেঘ দেখে কি অপরূপ নাচল!···আমি ছুটে গেলুম ধর্ত্তে···ধর্ব্ব··· ধরেছি প্রায়—(দুঃখে) ঘুম ভেঙে গেল। আমার ঘুম ভেঙে গেল।

সায় সদাগর। কথা রাখ বেহুলা।···নাচো···আজ নাচো···

বেহুলা। আমার কথা রাখ বাবা।···আমি ঐ নাচ শিখ্‌ব। ময়ূরের ঐ নাচ শিখব···ময়ূরের ঐ নাচ নাচবো।

সায় সদাগর। আমার রাজ্যে ময়ূরের স্থান নেই। ময়ূর আমি নির্ম্মূল করেছি।···ময়ূর তুমি পাবে না।···

বেহুলা। ময়ূর! ময়ূর! আমি ময়ূর না পেলে বাঁচবো না।

ক্রন্দন

সায় সদাগর। আমি তোমার জন্য গজমুক্তার হার এনেছি, নীলার আংটি এনেছি।

বেহুলা। আমার হাতীর দাঁতের সিন্দুর-কৌটা এনেছ?

সায় সদাগর। (মুহূর্ত্তকাল থামিয়া) না, কিন্তু চন্দ্রহার এনেছি, চরণপদ্ম এনেছি···সবই এনেছি, সবই দেব···সবই পাবে···

বেহুলা। সবই পাচ্ছি! হাতীর দাঁতের সিন্দূরের কৌটা পাচ্ছি! ময়ূর পাচ্ছি! সবই পাচ্ছি! সবই পাচ্ছি!

ক্রন্দন

সায় সদাগর। ময়ূর পাবার উপায় নেই। অবুঝ হ'য়ো না বেহুলা।

বেহুলা। ময়ূর না পেলে আমি বাঁচবো না···ময়ূর না পেলে আমি বাঁচবো না—

চক্ষে অঞ্চল দিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থানোদ্যোগ

সায় সদাগর। বেহুলা।···দাঁড়াও—

বেহুলা। আমি হাতীর দাঁতের সিন্দুর-কৌটা পাবো না···আমি ময়ূর পাবো না···আমি বাঁচবো না—আমি বাঁচবো না···

লক্ষ্মীন্দরের প্রবেশ

লক্ষ্মীন্দর। হাতীর দাঁতের সিন্দূর কৌটা?—আমার কাছে আছে, কিন্তু···সে তো আমি দিতে পার্ব্ব না। ময়ূর?—দিতে পার্ত্তুম—কিন্তু এখন—

চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন

সায় সদাগর। কে তুমি যুবক?

বেহুলা। (লক্ষ্মীন্দরের দিকে সাগ্রহে অগ্রসর হইতে হইতে) হাতীর দাঁতের সিন্দুর-কৌটা?···কই?···ময়ূর?···কোথায়? কোথায়?

সায় সদাগর। (কর্কশস্বরে) বেহুলা! যাও···এখান থেকে চলে যাও—

লক্ষ্মীন্দরের দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া তাকাইতে তাকাইতে বেহুলার প্রস্থান

সায় সদাগর। কে তুমি ধৃষ্ট যুবক?—কোন সাহসে তুমি এখানে প্রবেশ কর্লে? আর তোমাকে এখানে আসতেই বা দিল কে?

লক্ষ্মীন্দর। শুনলুম আপনি আজ বাণিজ্য হতে ফিরে এসেছেন। আমি আমার নিরুদ্দিষ্ট পিতার খবর পাব আশায় আপনার কাছে এসেছি, সদাগর-রাজ। সত্যই কি আমি পিতৃহীন হয়েছি?—বলুন রাজা! আমি কি পিতৃহীন?

সায় সদাগর। কে তোমার পিতা?

লক্ষ্মীন্দর। তিনি আমার জন্মের একমাস পূর্ব্বে সপ্তডিঙ্গা মধুকর নিয়ে বাণিজ্যে গেছেন। সে আজ বিশ বছর আগের কথা। আজ বহুকাল তাঁর কোন খবর আমাদের কেউ পায় নি।

সায় সদাগর। বিশ বৎসর পূর্ব্বে!···সপ্তডিঙ্গা? সপ্তডিঙ্গা মধুকর? চাঁদ সদাগর?

লক্ষ্মীন্দর। আমার পিতা।···কিন্তু···এতকালেও তাঁকে চোখে দেখতে পেলুম না। বেঁচে আছেন? তিনি বেঁচে আছেন?

সায় সদাগর। তিনি দক্ষিণপাটনের দিকে অগ্রসর হলেন, আমি আর অগ্রসর না হয়ে গৃহে ফিরে এলুম—তিনি কুশলেই আছেন যুবক। তুমি চাঁদের পুত্র? অথচ সে এ খবর জানে না···সে আমায় বল্‌ল···তার আসন্ন-প্রসবা পত্নীকে গৃহে রেখে সে বাণিজ্যে বের হয়েছে···আজ এতদিনেও খবর পেল না···তার পুত্র হল···কি কন্যা হল—আর পুত্রই হোক্ কন্যাই হোক্—সে জীবিত আছে কিনা—

লক্ষ্মীন্দর। কোথায় কে তাঁকে খবর দেবে।···কেউ তাঁর খবর জানে

না, বলতে পারে না—আজ এই প্রথম তাঁর খবর পেলুম। আমি চললুম···আমার অভাগিনী মাকে এ খবর দিতে···

সায় সদাগর। দাঁড়াও। তোমাকে যে আজই···বাণিজ্য হতে ফিরে গৃহে পা দিতে না দিতেই এরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে পাব···তা স্বপ্নেও কল্পনা করিনি বৎস। এখন বুঝছি···এই নির্ব্বন্ধ! শুনুন পুরোহিত মহাশয়—চাঁদের সঙ্গে আমার বহুদিনের বন্ধুত্ব। বহুকাল পরে এবার তাঁর সঙ্গে আমার সমুদ্রে দেখা হ'ল।···দু'জনে যখন বিদায় নেব··· তখন সে আমার হাত ধরে বল্‌ল···সায়, যদি আমার পুত্র হয়ে থাকে···তবে তোমার কন্যার সঙ্গে···

পুরোহিত। বিবাহ দিয়ো?

সায় সদাগর। হাঁ, বিবাহ দিয়ো।···

পুরোহিত। এই যুবক অতি সুলক্ষণযুক্ত। বিশেষতঃ চাঁদ সদাগরের বংশমর্য্যাদা দেশ-বিখ্যাত। এর সঙ্গে তোমার কন্যার বিবাহ অতি সুশোভন হ'ত সন্দেহ নেই কিন্তু···চাঁদ সদাগর মনসা-মার পরম বিরোধী। মনসা-মার সঙ্গে বিরোধে তার ছয় ছয় পুত্র সর্পদংশনে অকালে প্রাণত্যাগ করেছে—

সায় সদাগর। ঐ ঐ তো নির্ব্বন্ধ!···যখন চাঁদ সেই বিদায়মুহূর্ত্তে আমার হাত দু'খানি ধরে অশ্রুস্নাত চক্ষে আমার নিকট সকাতরে এই প্রস্তাব কর্ল···আমি অভিভূত হয়ে পড়লুম। আমি সকল কথা ভুলে গেলুম। বিবাহ দিতে সত্যবদ্ধ হলুম। বৎস, আমি তোমাকে বাক্‌দান করলুম—

পুরোহিত। দাঁড়াও রাজা। বাক্‌দানের ঐ শুভকার্য্য এই অশুভ মুহূর্ত্তে করো না···এখনো ইন্দ্রপূজা হয় নি। শুধু ইন্দ্রপূজা নয়, মনসা দেবীর যদি আশীর্ব্বাদ চাও, যে আশীর্ব্বাদ ঐ শুভকার্য্যে সর্ব্বাপেক্ষা পরম

প্রয়োজনীয়, সেই আশীর্ব্বাদ এখনো তোমার অর্জ্জন করা হয় নি—সেই সর্পঘাতক দুর্বৃত্ত এখনও ধৃত হয়নি…সর্পদংশনে এখনো তার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা হয়নি—

নগরাধ্যক্ষ, দৌবারিক ও মৃতসর্পবাহী অনুচরের প্রবেশ

সায় সদাগর। অপরাধী কই ?

দৌবারিক। (লক্ষীন্দরকে দেখিয়া)…এ কি! এ কি!

সায় সদাগর। অপরাধী কোথায় ?

দৌবারিক। আপনার সম্মুখে।

পুরোহিত। সে কি!

সায় সদাগর। অপরাধী কই ?

দৌবারিক। (লক্ষীন্দরকে দেখাইয়া) ঐ—

নগরাধ্যক্ষের ইঙ্গিতে লক্ষীন্দরকে শৃঙ্খলিত করিতে গেল

সায় সদাগর ও পুরোহিত। সে কি।

সায় সদাগর। যুবক, ঐ সর্প তুমি হত্যা করেছ ?

লক্ষীন্দর। আমি নই। আমি মারিনি—

পুরোহিত। তবে কে ? কে মেরেছে ?

লক্ষীন্দর। আমার ময়ূর।

পুরোহিত ও সায় সদাগর। ময়ূর!

লক্ষীন্দর। হাঁ, ময়ূর।

পুরোহিত ও সায় সদাগর কপালে করাঘাত করিলেন

লক্ষীন্দর।…মা সাপের ভয়ে আমার সঙ্গে সঙ্গে ময়ূর রাখেন। এখানেও সেই ময়ূর আমার সঙ্গ ছাড়ে নি! আজ রাজপথে একটা সাপ

আমাকে তাড়া করে আসছিল—ময়ূর ছুটে গিয়ে তাকে হত্যা করল…আমি বাধা দিতে এতটুকু অবসর পেলুম না।

নগরাধ্যক্ষ। এই যুবক সম্বন্ধে কি আদেশ রাজা?

সায় সদাগর। কি নিদারুণ দুর্দ্দৈব!

পুরোহিত। প্রাণদণ্ড! প্রাণদণ্ড! সর্পদংশনে প্রাণদণ্ড দানই ঐ পাপের একমাত্র শাস্তি। আর সে শাস্তি মহারাজ ইতিপূর্ব্বেই ব্যবস্থা করেছেন।—নিয়ে যাও দৌবারিক—ইন্দ্রপূজা হ'ল না, তবে ভালো করে মনসা পূজাই হোক্।—যাও তোমরা—মন্দিরে নিয়ে যাও—আমি পূজোপকরণ সংগ্রহ করে যাচ্ছি—

পুরোহিতের ভিন্ন পথে প্রস্থান। প্রহরী লক্ষ্মীন্দরকে শৃঙ্খলিত করিয়া লইয়া যাইবে এমন সময় সায় সদাগর লক্ষ্মীন্দরের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন

সায় সদাগর। চাঁদের ছেলে! চাঁদের ছেলে…চাঁদের সেই চাঁদ মুখ! ছয় ছয় পুত্র হারিয়ে মায়ের বুক জুড়ে তুমি তাদের এক ছেলে!… যাও বৎস! মার বুকে যাও, পিতা ঘুরে এলে তার তাপিত বক্ষ শীতল ক'রো…বড় অভাগা সে! আমার কপালে যাই থাক্…যাই থাক্… তুমি তাদের শিবরাত্রির সল্‌তে। বড় অভাগা সে! বড় অভাগা সে!

ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। দৌবারিক ও নগরাধ্যক্ষ প্রস্থান করিল

লক্ষ্মীন্দর। আমি কি স্বপ্ন দেখছি! আমি কি স্বপ্ন দেখলুম!

ক্ষণকাল অবাক হইয়া তাকাইয়া রহিলেন। তাহার পর মন্দিরে প্রণাম করিলেন। প্রণামকালে দূরে লক্ষ্মীন্দরের সেই ময়ূর দেখিয়া ময়ূর-নাচ নাচিতে নাচিতে বেহুলার প্রবেশ। পরে লক্ষ্মীন্দরকে দেখিতে পাইয়া—

বেহুলা। (লক্ষ্মীন্দরের সম্মুখে আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া দূরে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া, চোরের মত চাপা গলায়) ঐ—

লক্ষ্মীন্দর। ময়ূর! আমার।...

বেহুলা। (মিনতিভরা চোখে লক্ষ্মীন্দরের দিকে চাহিয়া মিনতিপূর্ণ স্বরে) —আমার!

লক্ষ্মীন্দর। আচ্ছা তবে তোমার—আমার ময়ূর তোমার হলে যদি তুমি খুসী হও...আমার ঐ ময়ূর তোমারই হল।

বেহুলা। নাচব! নাচব! আজ আমি নাচব।

বেহুলা নৃত্য করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীন্দর বিহ্বল হইয়া দেখিতে লাগিলেন। ক্রমে নৃত্য শেষ হইল। নৃত্য শেষ হইলেই বেহুলা ছুটিয়া লক্ষ্মীন্দরের কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

বেহুলা। কেমন? কেমন? বল...কেমন নাচলুম?

লক্ষ্মীন্দর। বলতে পার্ব্ব না—মুখে বলতে পার্ব্ব না...কি অপরূপ তোমার ঐ নাচ! জীবনে দেখিনি, স্বপ্নে দেখিনি, কল্পনাও কর্ত্তে পারিনি স্বর্গের ঐ নাচ!

বেহুলা। ভালো লেগেছে?...ভালো লেগেছে?

লক্ষ্মীন্দর। খুব ভালো লেগেছে।

বেহুলা। খু—ব?

লক্ষ্মীন্দর। খু—ব।

বেহুলা। তবে ঐ হাতীর দাঁতের কৌটাটি এবার আমার?

লক্ষ্মীন্দর। এ কৌটা আমি আমার মার জন্য কিনেছি। তুমি আমাদের বাড়ীতে যেয়ো। আমি মার কাছে চেয়ে নিয়ে এই কৌটা তোমায় দেব—

বেহুলা। কোথায় তোমার বাড়ী ?

লক্ষ্মীন্দর। চম্পকনগরে চাঁদ সদাগরের বাড়ীতে আমি থাকি। সেখানে শিবরাত্রিরের মেলা হবে—তুমি তোমার বাবাকে সঙ্গে নিয়ে সেখানে যেও—অমন মেলা তুমি কখনও দেখনি।

বেহুলা। যাব—আমি যাব—

দ্বিতীয় দৃশ্য

চম্পক রাজ-অন্তঃপুর

দ্বিতলের সোপান পথ দেখা যাইতেছে। একতলে একটি কক্ষ পর্দ্দা দ্বারা আবৃত। উক্ত কক্ষের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে নানাবিধ ফুলের গাছ। তাহার ফাঁকে ফাঁকে বসিবার আসন। মধ্যখানে জলের ফোয়ারা। দেবদাসী সেবাদাসী ও করঙ্কবাহিনীগণ নীরবে, অতি নীরবে, প্রায় চোরের মত চারিদিকে চাহিতে চাহিতে, অতি সন্তর্পণে পূজার নানাবিধ উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়া ঐ পর্দ্দাবৃত কক্ষে রাখিয়া আসিতেছিল। ইহার মধ্যে সনকা ও নেড়া প্রবেশ করিলেন।

সনকা। নিছনি নগরে লখীনের ময়ূর সাপ মেরেছে। তার প্রায়শ্চিত্ত লখীন কর্ব্বে না…কর্ত্তে হবে আমাকেই,…আমি কর্ব্ব…আমি আজ রাত্রে মনসার পূজা কর্ব্ব…

নেড়া। মা, চাঁদের এই পুরীতে মনসার পূজা!

সনকা। গণকও সেই উপদেশ দিয়েছেন। তার কথামত আমি লখীনের পরমায়ুর জন্য মার যজ্ঞ কর্ব্ব। যাই হোক—যে যাই বলুক—লখীনের চাইতে আমার কিছু বেশী নয়—আমি যে মা।

নেড়া। যা ভালো বোঝ…কর মা। আমি দাস…দাসানুদাস…শুধু আজ্ঞা প্রতিপালন করে যাব। কিন্তু…তবু চোখ জলে ভরে যায়… বুক ফেটে যায়…যখন দেখি চাঁদের এই পুরীতে—মনসার পূজার আয়োজন…চণ্ডীর এই পুরীতে মনসার যজ্ঞ—ধন্বন্তরীর দেশে সর্প পূজা!…আমি মরিনি কেন! প্রভু আমায় সঙ্গে নিয়ে যাননি কেন!

সনকা। ক্ষোভ ক'র না নেড়া।…যাতে মঙ্গল হবে…যাতে কল্যাণ হবে… গণকের কথাতে আমি শুধু তাই কর্ছি।

নেড়া। এ গণক তো মনসার চর নয়? এ গণক তো ধন্বন্তরীর বাড়ীতে

যে গোয়ালিনী এসেছিল তার কেউ নয়? আমি বুঝে উঠতে পাচ্ছিনে···আমায় বিদায় দাও মা। তুমি মনসা পূজা কর···আমি শিব পূজা করি···এসো দু'জনে দুই দেবতার চরণে লুটিয়ে পড়ি··· আমাদের দু'জনের অশ্রু দুই দেবতারই আশীর্ব্বাদ জয় করুক··· সেই আশীর্ব্বাদ···দুই দেবতার সেই যুগ্ম আশীর্ব্বাদ সহস্র ধারায় ঝরে পড়ুক···আমাদের চোখের আলো···শিবরাত্রির সল্‌তে—ঐ লখীনের মাথায়।···

বস্ত্রের প্রান্তভাগ দিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে প্রস্থান

সনকা। (একদৃষ্টে নেড়ার গতিপথের দিকে চাহিয়া রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে) না, গণকের কথা অবিশ্বাস কর্ত্তে পারি নে, পুত্রের চাইতে··· আর আমার কিছুই বেশী নয়। প্রভু! ক্ষমা ক'রো। মা চণ্ডী, তুমিও তো সন্তানের জননী! জননীর শূন্য প্রাণের মর্ম্মবেদনা কি তুমি বোঁঝ না?···তা যদি বোঝ···ক্ষমা ক'রো···দয়া ক'রো। (উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া জনৈকা করঙ্কবাহিনীকে ডাকিলেন)— চন্দনা।

চন্দনা ছুটিয়া কাছে আসিল

চন্দনা। কি মা?

সনকা। তুই স্বচক্ষে দেখে এসেছিস দুর্য্যোধন প্রাসাদের প্রতি দুয়ারে সশস্ত্র প্রহরী পাহারা রেখেছে? বলে এসেছিস—সাবধানে পাহারা দিতে—

চন্দনা। হাঁ মা। কিন্তু আমার বিশ্বাস হচ্ছে না—আমাদের প্রাসাদে চোর আসবে। এ দেখলে বিশ্বাস হয় না।

সনকা। এখন বিশ্বাস হবার কারণ আছে। চম্পকের প্রভু আজ বিশ বৎসর নিরুদ্দেশ। লখীনের ময়ূর মনসার বাহন মেরে ফেলেছে— আজ গ্রহ বিমুখ, দেবতাও বিমুখ। তাই আজ রাজপুরীতেও চোর আসবে, গণকের গণনাও সত্য হবে। লখীন ঘুমিয়েছে?

চন্দনা। এতরাত্রে নিশ্চয়ই ঘুমিয়েছেন।

সনকা। তোরা সব সাবধান থাকবি। সাবধানে পাহারা দিবি…লখীন যেন এখানে না আসে—ঘুম ভেঙ্গে যদিই বা এসে পড়ে…ছল করে… ভুলিয়ে যেমন করে পারিস তাকে ওপরে পাঠিয়ে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আসবি।

চন্দনা। আচ্ছা—

পর্দ্দাবৃত কক্ষে প্রস্থান

ঠিক তন্মুহূর্ত্তেই "মা! মা!" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে লখীনের প্রবেশ। রমণীগণ শশব্যস্ত হইয়া উঠিল। ছুটিয়া যাইয়া সকলে বাদ্যযন্ত্র লইয়া আসিল—কাহারো হাতে বীণা, কাহারো হাতে বাঁশী, কাহারো হাতে জলতরঙ্গ, কাহারো হাতে সেতার।

লক্ষ্মীন্দর। এ কি! তোমরা এতরাত্রেও জেগে?

চন্দনা। জেগে থাকবার জন্যই তো আমরা রয়েছি। যুবরাজ ঘুমুলে তবে আমাদের ছুটি।

লক্ষ্মীন্দর। মা কোথায় চন্দনা?

চন্দনা। হয়ত শিবমন্দিরে…না হয় চণ্ডীমণ্ডপে…

লক্ষ্মীন্দর। মাকে যে আমার বিশেষ প্রয়োজন চন্দনা। এইমাত্র খবর পেলুম—নিছনি নগর থেকে দু'জন অতিথি এসেছেন। প্রহরীরা প্রাসাদে তাঁদের প্রবেশ কর্ত্তে দেয়নি বলে…তাঁরা অতিথিশালায় রাত্রিযাপন কর্ত্তে গিয়েছেন।

চন্দনা। আজ রাত্রে প্রাসাদে প্রবেশ করা যমেরও অসাধ্য। আজ প্রাসাদে চোর আসবে···জানেন না যুবরাজ ?

লক্ষ্মীন্দর। জানি।···কিন্তু চোর আসে লুকিয়ে, তাঁরা এসেছেন প্রকাশ্যে। তাঁরা চোর নন। তাঁরা সেই মেঘবরণ-চুল—কুচবরণ-কন্যার দেশের লোক! কিন্তু মা কই? মা! মা!

সনকার প্রবেশ

সনকা। কি বাবা!

লক্ষ্মীন্দর। ধ্যান নিয়েই তুমি থাকো—এদিকে দেবতা বিমুখ হয়ে ফিরে চলে যায়। দু'জন অতিথি এসেছেন—

সনকা। আমি সব শুনেছি—আমি নিজে দুর্য্যোধনকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছি—তাঁদের প্রাসাদে এনে সসম্মানে অতিথি-পরিচর্য্যা কর্ত্তে। তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমুতে যাও বাবা।

লক্ষ্মীন্দর। আমার চোখে ঘুম নেই—ঘুম আসে না! হাঁ—আমি ঘুমুব—তুমি আমায় একটি জিনিষ দেবে?

সনকা। কি বাবা?

লক্ষ্মীন্দর। তোমার সেই হাতীর দাঁতের সিন্দুর-কৌটাটি।

সনকা। কেন বাবা?

লক্ষ্মীন্দর। আমি ঘুমুতে পারি নে। রোজ রাত্রে স্বপ্ন দেখি···সায় সদাগরের সেই কিশোরী কন্যা···সেই মেঘবরণ-চুল—কুচবরণ-রাজকন্যা—আমার কাছে এসে—মিনতিভরা চোখে বলে "দাও। দাও। তোমার ঐ হাতীর দাঁতের সিন্দুর কৌটাটি আমায় দাও। আমায় দাও।"

সনকা। এই কথা! তা আমায় এতদিন বলিস নি কেন!—সায় রাজা

নিজে তাঁর সত্যভঙ্গ করেছেন—তা না হলে প্রভুর ইচ্ছানুসারে আমি নিজেই তো ঐ সিন্দূর-কৌটা আমার সেই মা-লক্ষ্মীর হাতে তুলে দিতুম। আমি এখনি আনিয়ে দিচ্ছি। তুমি ঐ নিছনির অতিথিদের হাত দিয়ে সেই কৌটা আমার মা-লক্ষ্মীকে পাঠিয়ে দিয়ো—(একজন করঙ্কবাহিনীকে ইঙ্গিত; সে তৎক্ষণাৎ কৌটাটি লইয়া আসিল। সনকা তাহা লইয়া লক্ষ্মীন্দরের হাতে দিলেন) হয়েছে? এইবার যাও বাবা—ঘুমুতে যাও। চন্দনা, লখীনকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে আয়। আমি আমার ঘরে চললাম।

সনকার অন্য পথে প্রস্থান

চন্দনাদের ঘুমপাড়ানী গান

নিবিড় নিশি নীরব দিশি ধরণী লোটে ঘুমে,
তন্দ্রা নামে নিখিল-জন নয়ন দু'টি চুমে।
চাঁদের কোলে তারারা দোলে,
তৃণের বুকে জোছনা দোলে,
নিথর দেহ নড়ে না কেহ কানন গিরি ভূমে।
ফুটে বা, টুটে ফুলের আয়ু
শ্বসিয়া ফেলে বিজন বায়ু
মুদিল আঁখি চেতনা ঢাকি স্বপন ঘন-ধূমে!

ক্রমে গান শেষ হইল। লক্ষ্মীন্দর ইতিমধ্যে ঐখানেই ঘুমাইয়া পড়িলেন। চন্দনারা তাঁহাকে জাগাইল।

চন্দনা। যুবরাজ, উঠুন—ঘরে গিয়ে শোবেন—চলুন—

লক্ষ্মীন্দর। কুচবরণ কন্যার মেঘবরণ চুল! কিন্তু সেই চুলের সাপের বেণী! কেন সে সাপের বেণী বাঁধে?

চন্দনা। সাপের বেণী কি যুবরাজ?

লক্ষ্মীন্দর। হাঁ, সাপের বেণী। দেখলেই মনে হয় ছোট্ট ছোট্ট কতকগুলো সাপ জড়াজড়ি করে তার বেণী হয়ে খেলা কর্ছে!—আমার ভালো লাগে না।

চন্দনা। আপনার ঘুম পেয়েছে—ঘুমে চোখ জড়িয়ে আস্‌ছে—আপনি স্বপ্ন দেখছেন—চলুন—ঘরে চলুন—

লক্ষ্মীন্দর। তার কপালে সিন্দূর দেখিনি! কবে দেখব! কবে দেখব!

রমণীগণ পরিবৃত হইয়া লক্ষ্মীন্দর চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

চম্পক—রাজ-অন্তঃপুর

পূর্ব্ববর্তী দৃশ্যই অপরূপ আলোতে উদ্ভাসিত। একপার্শ্বে মনসাদেবীর উজ্জ্বল প্রতিমা। এক সাপুড়ে সেই মূর্ত্তি প্রণাম করিয়া উঠিতেছে। পার্শ্বে সনকা দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন।

সাপুড়ে। দেখ মা—এইবার সেই দুধকলার বাটি দেখ।···মনসা-মার বাহন শঙ্খচূড় সাপ দুধকলা খেয়ে গেছে—

দুধকলার বাটি লইয়া সনকা ছুটিয়া আসিলেন। দেখিয়াই বাটি নামাইয়া রাখিয়া কপালে করাঘাত করিয়া নতমুখে বিষণ্ন মনে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

সাপুড়ে। (বাহিরে আসিয়া) খায় নি? খেয়ে যায় নি?

সনকা কোন কথা কহিতে পারিলেন না। নীরবে শুধু নতমুখে অঙ্গুলিনির্দ্দেশে সেই বাটি দেখাইলেন।

সাপুড়ে। সর্ব্বনাশ! তবে ত মার দয়া হয়নি।

সনকা। কি হবে বাবা! তবে কি হবে বাবা?

সাপুড়ে। এমনটি তো আর কখনো হতে দেখিনি! কত যাগ করে এলুম—কিন্তু এমনটি তো আর কখনো হতে দেখিনি।

সাপুড়ে একমনে ভাবিতে লাগিল

সনকা। (ব্যাকুল স্বরে)···এখন উপায়? এখন উপায়?

সাপুড়ে। আচ্ছা, দেখি···শেষ চেষ্টা করে দেখি।

তাহার বাঁশী লইয়া বাদ্য বাজাইতে আরম্ভ করিবে ঠিক করিল

সনকা। বাজাও। বাজাও। বাঁশী বাজাও। ডাকো···প্রাণভরে ডাকো। আন্‌তেই হবে···সাপ এনে দুধ-কলা খাওয়াতেই হবে··· নইলে···নইলে আমার লখীনের—

বস্ত্রাঞ্চলে মুখ ঢাকিয়া কাঁদিতে লাগিলেন

সাপুড়ে। দেখি মা। তোর বরাত দেখি।

বাদ্য আরম্ভ। এমন সময় চোরের মতো, দূরে বেহুলার প্রবেশ। সাপুড়ের বাদ্যে বেহুলা ক্রমে ক্রমে আকৃষ্ট হইয়া তাহাতে মজিয়া গেলেন। বাদ্যের তালে তালে নৃত্য আরম্ভ করিলেন। এ নৃত্য বেদিনীদের সেই আদিম-রহস্য অভূতপূর্ব্ব সর্প-নৃত্য। সাপুড়ে ও সনকা অবাক্ হইয়া বেহুলার নৃত্য দেখিতে লাগিলেন। কোনও কথা বলিবারও অবসর পাইলেন না। ক্রমে সেই নৃত্যের ও বাদ্যের তালে তালে আকৃষ্ট হইয়া একটি অতি প্রকাণ্ড সাপ দেওয়াল ধরিয়া উপর হইতে ঝুলিয়া পড়িয়া সেই দুধ কলা খাইবার জন্য মুখ বাড়াইল। সনকা ছুটিয়া যাইয়া সেই দুধ কলার বাটি বেহুলার হাতে তুলিয়া দিলেন। নাচিতে নাচিতে বেহুলা দুধ কলার বাটি সাপের মুখের সম্মুখে ধরিলেন। সাপ দুধ খাইতে লাগিল। হঠাৎ অন্ধকার হইয়া গেল। বাদ্য থামিয়া গেল। শুধু বেহুলার মুখ পুঞ্জীভূত উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত হইল। সেই অন্ধকারে সনকা আকুল আবেগে জিজ্ঞাসা করিলেন—

সনকা। কে তুমি! কে তুমি মা!

বেহুলা। আমি বেহুলা।

অন্ধকার দূর হইয়া গেল। দেখা গেল মনসার প্রতিমা-কক্ষের সম্মুখে পর্দার আবরণ পড়িয়াছে। সাপুড়ে ও সাপ অদৃশ্য। শুধু সনকা বিস্মিত চোখে বেহুলার দিকে তাকাইয়া আছেন।

সনকা। তুমিই মা তবে নিছনি নগরের সায় রাজার কন্যা?

বেহুলা। লোকে বলে আমি রাজকন্যা। কিন্তু আমার নেই—আমার কিছু নেই—

সনকা। তোমার আবার কি নেই মা?

বেহুলা। সেই হাতীর দাঁতের সিন্দুরের কৌটা? সে দেবে বলেছিল—দেয় নি। আসতে বলেছিল…বাবাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি, কোথায় সে? দিক্ এখন দিক্…

দ্বিতল হইতে নামিবার প্রথম সোপানে লক্ষীন্দর দৃষ্টিগোচর হইলেন

লক্ষীন্দর। কে চায়? কে চায়? কে আমার সিন্দূরের কৌটা চায়?

ত্বরিৎপদে নীচে নামিয়া আসিয়া বেহুলার সম্মুখীন হইলেন

লক্ষীন্দর। তুমি?

বেহুলা। আমি। তুমি আসতে বলেছিলে—বাবাকে সঙ্গে নিয়ে আমি এসেছি। বাবা ঘুমিয়ে পড়লে আমি চুপি চুপি উঠে এসেছি।

লক্ষীন্দর ধীরে ধীরে সিন্দুরের কৌটাটি বাহির করিয়া হাত বাড়াইয়া তাহার সম্মুখে ধরিলেন—

বেহুলা। (আনন্দের আবেগে চীৎকার করিয়া উঠিলেন—) আমার! আমার!

লক্ষীন্দর। কিন্তু না—দেব না। দিতে পার্ব্ব না। সেই কুচবরণ কন্যা!

মেঘবরণ চুল! মেঘবরণ চুলে সেই সাপের বেণী! না দেব না—
কিছুতেই নয়—

ত্বরিৎপদে সিঁড়ি-পথে উপরে চলিলেন

বেহুলা। দাও! দাও!

লক্ষ্মীন্দর। (ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া) আমার কান্না পাচ্ছে। আমার কান্না পাচ্ছে। তোমার ঐ মিনতিভরা ব্যাকুল চোখদু'টি দেখে আমার কান্না পাচ্ছে—কিন্তু না—তবু না—

উপরে উঠিতে লাগিলেন

সনকা। লখীন! লখীন!

লক্ষ্মীন্দর। না—মা।

বেহুলা। (সনকাকে জড়াইয়া ধরিয়া) মা! মা!

সনকা। লখীন! লখীন! কথা শোন্…ফিরে আয়…কৌটা দিয়ে যা—

লক্ষ্মীন্দর। (ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া) মা! মা! আমি চাঁদ সদাগরের পুত্র! সাপের সঙ্গে যাদের কারবার তাদের আমি দূরে রাখি…ঘৃণা করি সে মা তুমি হও…আর ঐ রূপসী রাজকন্যাই হোক্—

আবার চলিতে লাগিলেন

বেহুলা। ওগো রাজপুত্র!…দাও! দাও! ভিক্ষা দাও!

যুক্তকরে ছুটিয়া সোপানপ্রান্তে জানু পাতিয়া উপবেশন করিলেন

লক্ষ্মীন্দর। (দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইলেন—কয়েক ধাপ নীচে নামিয়া

আসিলেন) হোক্ না তোমার সোণার বরণ রূপ—হোক্ না তোমার মেঘবরণ চুল! হোক্ না তোমার কাজলপারা আঁখি! তবু না। তবু না।

হাত দিয়া মুখ ঢাকিয়া আবার উপরে উঠিতে লাগিলেন। বেহুলা ঐ প্রত্যাখ্যানে একেবারে ঐখানেই লুটাইয়া পড়িলেন।

সনকা। লখীন! লখীন! শোন।

লক্ষীন্দর। তার নাচে ধরণীর শুষ্ক বুকে বৃষ্টিধারা ঝাঁপিয়ে পড়ে···জানি, তার নাচে সাপ নেচে নেচে ছুটে এসে দুধকলা খায়—জানি। তার চোখের জলে তোমার চোখে জল আসে জানি। আমার চোখেও জল আসে জানি।—জল এসেছে বুঝছি।—কিন্তু—তবু না—তবু না—

দ্বিতলে অদৃশ্য হইয়া গেলেন

সনকা। তুমি এইখানে অপেক্ষা কর মা—আমি তোমার সিন্দুরের কৌটা যেমন করে পারি এনে দিচ্ছি।

দ্বিতলে প্রস্থান

বেহুলা কিন্তু ঐ ভাবেই লুটাইয়া পড়িয়া রহিলেন। এমন সময় চোরের মতো অতি সন্তর্পণে সেখানে চাঁদ সদাগর প্রবেশ করিলেন। তাঁহার জীর্ণ বেশ, রুক্ষ কেশ, একগাল দাড়ি। সেই অতি পরিচিত গৃহও যেন আজ চিনিতে পারিতেছেন না···চারিদিকে চাহিতে চাহিতে চিনিয়া উঠিতে চেষ্টা করিতে করিতে সোপান-পথের প্রান্তদেশে আসিয়া বেহুলাকে তদবস্থায় দেখিয়াই চমকিয়া উঠিলেন। পরে ধীরে ধীরে তাহার হাত দু'খানি ধরিয়া তাহাকে সচকিত করিলেন।

বেহুলা। (চীৎকার করিয়া উঠিলেন) কে? তুমি?

চাঁদ। চুপ। চীৎকার করো না। কে তুমি? আমার চিনতে পাচ্ছ না, কে তুমি?

বেহুলা। আমরা যে অন্য যায়গার। আজ সবে এখানে এসেছি—

চাঁদ। নিশ্চয়ই শিবরাত্রির মেলা দেখতে? এখনো সে মেলা হয়? এখনো কি তালপুকুরের কালো জলের ধারে শ্বেতপাথরের শিবমন্দির আকাশ ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে? আছে? আছে? বল—আছে?

বেহুলা। জানিনে। আমি দেখিনি।

চাঁদ। দেখনি? তবে তুমি কি দেখেছ? আমার সেই গুয়াবাড়ী দেখেছ? আমার সেই যাদুঘর দেখেছ? আমার সেই আয়না-মহল দেখেছ?···আছে? সে সব কি এখনো আছে? লোকে কি এখনো তা দেখতে আসে? বল—বল—এখনো কি তা আছে?

বেহুলা। আমি দেখিনি। আমি কিচ্ছু দেখিনি। আমি শুধু ময়ূর দেখেছি! আর দেখেছিলুম হাতীর দাঁতের সিন্দূর-কৌটা।

চাঁদ। আচ্ছা, রাণীকে দেখেছ? তার কোন ছেলে? মেয়ে?

বেহুলা। তুমি কে?

চাঁদ। তুমি কার মেয়ে? আমায় চিনতে পাচ্ছ না—তুমি কার মেয়ে? আমি—আমি—

বেহুলা। তুমি তো বেশ লোক! আমার বয়সই বা কত! আর তুমি সেই আদ্যিকালের বদ্যি বুড়ো।

চাঁদ। আমি—আমি—

ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন

বেহুলা। বুঝেছি। তুমি চোর—দাঁড়াও—রাণীমা! রাণীমা!

বেহুলা উপরে ছুটিয়া যাইতেছিলেন, চাঁদ তাহার হাত ধরিয়া ফেলিলেন

চাঁদ। দাঁড়াও—কোথায় যাও তুমি ?

বেহুলা। রাণীমার কাছে···

চাঁদ। কেন ?

বেহুলা। চোর এসেছে বল্‌তে।

চাঁদ। কিন্তু চোরের নাম তো জানো না।

বেহুলা। চোর কি নাম বলে ?

চাঁদ। বলে। শোন—(কানে কানে নিজের নাম বলিলেন)।

বেহুলা। তুমি! তুমিই চাঁদ সদাগর ? (করতালি) মা! মা! (উপরে ছুটিলেন আবার ফিরিয়া কয়েক ধাপ নামিয়া) সত্যি বল্‌ছ ?

চাঁদ। সত্যি।

বেহুলা তন্মুহূর্ত্তে আবার ছুটিলেন এবং দ্বিতলে অদৃশ্য হইলেন

চাঁদ। কে এ কিশোরী বালিকা!—তবে কি—তবে—কি—না—না— সে বিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা। এ নয়। এ নয়। এতদিন—এত দীর্ঘ দিন বেঁচে আছে কি না তাও জানিনে।

এমন সময় পশ্চাৎ হইতে তিনজন রক্ষীসৈন্য পা টিপিয়া টিপিয়া প্রবেশ করিয়া তাঁহার মস্তক লক্ষ্য করিয়া তরবারি উত্তোলন করিল। তাহাদের পশ্চাতে দুর্য্যোধন আসিয়া দাঁড়াইল

দুর্য্যোধন। মারো—

চাঁদ শুনিয়া ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন। রক্ষীত্রয় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইল

চাঁদ। এ কি!

দুর্য্যোধন। আরে দুর্ব্বৃত্ত! তোর এত সাহস! (রক্ষীত্রয়কে) মারো—

রক্ষীত্রয় তরবারি তুলিল

চাঁদ। দাঁড়াও! আমি কে জানো?

দুর্য্যোধন। শুধু এইটুকু জানাই যথেষ্ট যে তুমি চোর—

চাঁদ। বটে! আমারি গৃহে আজ আমি চোর! আমায় না জানতে পার···কিন্তু যদি আমার নাম শোন···তবে বোধ হয় তোমাদের চৈতন্য হবে—

দুর্য্যোধন। চোরের অপর নাম তস্কর। রক্ষী, আমার আদেশ—এই মুহূর্ত্তে—ঐ তস্করকে হত্যা কর—কর—কর—

রক্ষিগণ সজোরে তরবারি উত্তোলন করিল, দ্বিতলের প্রথম সোপানে বেহুলা পা দিয়াই চীৎকার করিয়া উঠিলেন

বেহুলা। মেরো না—মেরো না—ও চাঁদ সদাগর।

বলিয়াই নীচে আসিয়া চাঁদকে জড়াইয়া ধরিয়া আগুলিয়া রহিলেন

দুর্য্যোধন। চাঁদ সদাগর?

বেহুলা। হাঁ—চাঁদ সদাগর? ঐ দেখ রাণীমা নেমে আসছেন—

সনকা ছুটিয়া নামিয়া আসিলেন। পশ্চাতে আসিলেন লক্ষ্মীন্দর

সনকা। এ কি! হাঁ—তাই তো—এ যে প্রভু! আমারি প্রভু। আজ

আমি গণকের কথায় ভুলে কি সর্ব্বনাশ কর্ত্তে বসেছিলুম ! কিন্তু প্রভু, ওগো রাজা ! তুমি কোথা হতে কেমন করে এমনি ভাবে আজ এলে !

চাঁদ। নিয়তি নিয়ে এসেছে। নিয়তি নিয়ে এসেছে। আমি আসিনি—নিয়তি নিয়ে এসেছে। মধুকরে নয়, রাজপথ দিয়ে নয়, সিংহদ্বার দিয়ে নয়—খিড়কির পথে—এই ছিন্ন ভিন্ন বেশে। দিনে নয়, চক্ষুলজ্জা জয় কর্ত্তে পারলুম না—তাই এলুম রাত্রে—চোর হয়ে—চোরের মত।

সনকা। ওগো এত কষ্টও কপালে ছিল ! সপ্তডিঙ্গা মধুকর নেই ?

চাঁদ। না, নেই। তাদের রেখে এসেছি সাত সমুদ্রের অতল তলে।

সনকা। তোমার যে বড় সাধের মধুকর !

চাঁদ। হারিয়েছি ! হারিয়েছি ! আমি সব হারিয়ে এসেছি।

সনকা। কিন্তু আমি হারাইনি। আমি পেয়েছি। এই নাও তোমার পুত্র—(লক্ষ্মীন্দরকে হাতে সঁপিয়া দিলেন) তোমার লখীন্।

লক্ষ্মীন্দর প্রণাম করিলে চাঁদ আবেগে তাহাকে আলিঙ্গন-পাশে বদ্ধ করিয়াই তন্মুহূর্ত্তে তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া দূরে সরিয়া গিয়া এক হাতে মুখ ঢাকিয়া অন্য হাত প্রসারিত করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন

শিবভক্ত হও বৎস। দীর্ঘজীবন ? দিতে হয় তিনিই দেবেন। দেবেন কিনা—নিয়তি জানেন !

সনকা। দেবেন—ওগো···দেবেন। আমি ওর মঙ্গলের জন্য কিনা করেছি !

লক্ষ্মীন্দর। বেহুলা। (কৌটাটি বাহির করিয়া) নাও···

বেহুলা। (অভিমানে)—না। নেব না···

লক্ষ্মীন্দর। নাও…নাও…তুমি আমার সব নাও…তোমারি জন্য আমি বাবাকে ফিরে পেয়েছি…তুমি আমার সর্ব্বস্ব নাও…রাগ ক'রো না

বেহুলা। রাগ করো না…

হাসিয়া অনুরাগ ভরে হাত বাড়াইলেন

সনকা। শুধু কৌটা নয়—

সনকা কৌটা খুলিয়া লক্ষ্মীন্দরের অঙ্গুলিতে সিন্দূর লাগাইয়া তাহার সেই অঙ্গুলি দিয়া বেহুলার কপালে টিপ পরাইয়া দিলেন। চন্দনারা হুলুধ্বনি করিল। লক্ষ্মীন্দর সিন্দূরের কৌটা বন্ধ করিয়া বেহুলার হাতে দিতে গেলেন

চাঁদ। (বেহুলার হাত দু'খানি ধরিয়া সনকাকে) কে এ সনকা ?

সায় সদাগরের প্রবেশ

সায়। বন্ধু !—আমার মেয়ে…সেই মেয়ে—তোমার পুত্রের সঙ্গে যার বিবাহ দিতে সত্যবদ্ধ আছি। তোমার কুশল তো ?

চাঁদ। হাঁ, কুশল। এখন আমার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল। ওরে ! (লক্ষ্মীন্দরকে) ওরে আমার সাত রাজার ধন এক মাণিক ! (বেহুলাকে) ওরে আমার লক্ষ্মী মা ! তোরা আমায় ধর। আনন্দে আমার সর্ব্বশরীর কাঁপচে। (সকলে চাঁদকে ধরিলেন) এ জীবন ! না মৃত্যু ?

লক্ষ্মীন্দর। নাও বেহুলা, কৌটা নাও।

সনকা। শুধু কৌটা নয় তার সঙ্গে এই সিঁদুরও পর মা।

বেহুলা সিন্দূর কৌটা লইলেন

চাঁদ। জয় শম্ভু ! জয় শম্ভু। জয় শিব-শম্ভু !

চতুর্থ দৃশ্য

নিছনি রাজ-অন্তঃপুর

নিছনি নগরে বণিকরাজ সায় সদাগরের বাসভবন। বাহিরে সানাই নহবৎ বাজিতেছে। বিচলিত…অতি বিচলিত সায় সদাগর এবং তাহাকে ধরিয়া অমলা প্রবেশ করিলেন।

সায় সদাগর। ষড়যন্ত্র! ষড়যন্ত্র! নিয়তি ষড়যন্ত্র করেছে—অদৃষ্ট ষড়যন্ত্র করেছে—সেই ষড়যন্ত্রের ফলে আজ আমার বেহুলার সঙ্গে চাঁদ সদাগরের পুত্রের বিবাহ-নির্ব্বন্ধ।

অমলা। আজ এই শুভদিনে—বিবাহের এই শুভ লগ্নে তোমার ক্ষুব্ধ দেখছি কেন? কি হয়েছে! আমায় বল—আমায় বল।

সায় সদাগর। কি হয়েছে শুনবে? শোন—(অমলার কানে কানে কি বললেন)।

অমলা। সর্ব্বনাশ!—দৈবজ্ঞ নিজে এই কথা গুণে বললেন? বাসর ঘরেই?

সায় সদাগর। হাঁ—বাসর ঘরে, এই রাত্রেই—

অমলা। তবে! তবে!—কি হবে প্রভু?

ছুটিয়া বেহুলার প্রবেশ

বেহুলা। মা! মা!

অমলা। (আবেগে তাহাকে জোরে চাপিয়া ধরিয়া) কি মা।

বেহুলা। নূতন করে সাজবো বলে—কপালের পুরানো সিন্দুর এত করে তুলে ফেলতে চেষ্টা করলুম—মুছে ফেললুম—ঘষলুম—ওঠে না।

ওঠে না।—কিছুতেই ওঠে না।—নূতন করে টিপ পরবো কেমন করে মা?

অমলা। ও সিন্দুর তোমার কপালে কে পরিয়ে দিয়েছিল মা?

সায় সদাগর। নিয়তির খেলা দেখ।—ওর কপালে ঐ লেখা—ঐ সিন্দুর-রেখা আমি চম্পক-রাজপ্রাসাদে প্রথম দেখেছিলুম।

অমলা। সনকা দেবী পরিয়ে দিয়েছেন?

বেহুলা। না মা!

অমলা। তবে?

বেহুলা। যাও মা! তুমি ভারি দুষ্টু—

ছুটিয়া পলাইয়া গেলেন

অমলা। বুঝলে?

সায় সদাগর। বুঝলুম···আর উপায় নেই। আর উপায় নেই। নিয়তির লেখা অক্ষয়। ধুলে ওঠে না—মুছলে যায় না—ঘষলে যায় না।

অমলা। তবে ভয় নেই প্রভু। ঐ সিন্দুর যদি নিয়তিরই লেখা হয়··· ও উঠ্‌বে না, ও উঠতে পারে না। বিশ্বাসে আমার বুক ভরে উঠছে···মেয়ের মুখের পানে···চোখের পানে তাকিয়ে বুঝেছি···ও আমার সাবিত্রী—কাল রাত্রে ওকে সাবিত্রীর উপাখ্যান শোনালুম। শুনে ওর চোখে কি এক অপূর্ব্ব আলো ফুটে বেরুল। শুনে ও শুধু বল্‌লো···মা! আমার যদি অমনি হয় তবে আমিও ওদেরি মতো হতে পার্ব্ব···কেন পার্ব্ব না···ওরা পেরেছে, আমি পার্ব্ব না কেন? আমি আশীর্ব্বাদ করলুম···তুমি পার্ব্বে। সারাটি দিন আজ সেই পুঁথি তিনখানি হাতে করে বসে কি ভাবছে।—শোন প্রভু! বাসর ঘরে যদিই বা কিছু হয়—যদিই বা—

চাঁদ সদাগর। থাক—থাক—আর অকল্যাণের কথা মুখে এনো না। (নেপথ্যে বাদ্য) ঐ ওরা আসছে। মনসা-মার পূজা কর···মনসা মার পূজা কর। সবই কপালের লিখন—

প্রস্থান

আবার সানাই নহবৎ বাজিতে লাগিল। অমলা প্রস্থান করিবেন এমন সময়ে বেহুলা "মা! মা!" বলিয়া প্রবেশ করিয়া তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন। পশ্চাতে বেহুলার সখীগণ প্রসাধনের উপকরণাদি লইয়া প্রবেশ করিল। অমলা চোখের জল মুছিয়া নিজে বেহুলাকে সাজাইতে লাগিলেন। সখীরা সাহায্য করিতে লাগিল। সাজানো শেষ হইলে সানাই নহবৎ থামিয়া গেল। বেহুলা অমলাকে প্রণাম করিয়া উঠিলেন। অমলা সস্নেহে তাহাকে চুম্বন করিলেন।

বেহুলা। (তাহার চোখ ছল ছল হইয়া উঠিল) মা!

অমলা। কি মা!

বেহুলা। সাবিত্রী কি বিয়ের রাত্রে কেঁদেছিল?

অমলা। না মা। কাঁদে নি। সে জান্‌তো যে সত্যবানের পরমায়ু অতি অল্প···তবু সে কাঁদে নি···তোমারি মতো চপল চঞ্চল ছিল সে— কিন্তু যে মুহূর্ত্তে সে জান্‌লো যে তার ভাবী স্বামীর অকাল-মৃত্যু কপালের লিখন···সেই মুহূর্ত্ত হতেই সে ঐ মৃত্যুকে জয় কর্ব্বার জন্য অসীম সাহসে বুক বাঁধল···সে যে কি দুঃসাহস মা···তা তুমি জানো। অথচ সেই সাবিত্রী ঠিক্ তোমারি মতো ছোট্ট একটি মেয়েই ছিল—

বেহুলা। মা আমার নাম বেহুলা রেখেছিলে কেন? সাবিত্রী! সাবিত্রী! কি সুন্দর নাম! কি চমৎকার নাম!

সনকা। (সখীগণকে) তোরা বেহুলাকে নিয়ে আয়···আমি যাই।

প্রস্থান

বেহুলা। সখী—তোরা মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে আছিস্ কেন? গান গা—নাচ—

সখীদের নৃত্য-গীত

মিলনে প্রাণ বুঝি তোর উতলারে (ও সখী, ও সজনী)
বাসর ঘরে অভিসারে এসেছে আজ সেই রজনী॥
কোন সুখের দোলায় ভোলায় কাদের—
কি সুর বাজে হৃদয় মাঝে—
প্রাণ তারে বারে বারে ঝঙ্কারে করে জয়ধ্বনি।
মরণের সেই রণনে ক্ষণে—ক্ষণে—
ওলো সই চমক লাগে দেহে মনে
মুগ্ধ মধুর গুঞ্জরণে কুঞ্জবনে হৃদয়মণি।

গীতান্তে বেহুলাকে লইয়া সকলের প্রস্থান

আবার সানাই নহবৎ বাজিয়া উঠিল। হুলুধ্বনি শঙ্খ প্রভৃতি মাঙ্গলিক শোনা যাইতে লাগিল। বরবেশী লক্ষ্মীন্দরকে লইয়া চাঁদ সদাগর, সায় সদাগর প্রভৃতি যেই প্রবেশ করিবেন অমনি লক্ষ্মীন্দরের মস্তকোপরি ধৃত ছত্র সহসা জ্বলিয়া উঠিল। সকলে চীৎকার করিয়া উঠিল "সর্ব্বনাশ" "আগুন" "আগুন"···চাঁদ তৎক্ষণাৎ ছত্রধারীর হাত হইতে ছত্র কাড়িয়া লইয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন এবং অন্যান্য সকলেই দূরে সরিয়া চলিয়া গেলেন। ক্ষণকাল পরে উত্তেজিতভাবে চাঁদ সায়কে সঙ্গে লইয়া ফিরিয়া আসিলেন।

চাঁদ। একটা কথা আছে।···ওগো বন্ধু! প্রার্থনা···আমার একটি প্রার্থনা।

সায়। প্রার্থনা কেন! কি কর্ত্তে হবে বল ভাই। দৈবজ্ঞ যা গুণে বলেছেন, শুনেছ?

চাঁদ। শুনেছি। আর দৈবজ্ঞের কথা শুনে সাঁতালি পর্ব্বতে লৌহ-নির্ম্মিত বাসর প্রস্তুত করে তবে পুত্রকে বিবাহ দিতে নিয়ে এসেছি। লৌহের প্রাচীর, লৌহের কপাট, লৌহের ছাদ, সাঁতালি পর্ব্বতের পাষাণ খুঁড়ে সেই লৌহের ভিত্তি।

সায়। সে তো পরের কথা। কিন্তু আজ—এই বিবাহ রাত্রে—এই বাসর ঘরে—

চাঁদ। এখানে নয়। এখানে নয়। ঐ আমার প্রার্থনা। বাসর ঘর এখানে নয়—আমার সেই লৌহগৃহের অন্তরতম কক্ষে।—তাই কর—তাই কর—বাধা দিও না—

সায়। কিন্তু কুলপ্রথা—

চাঁদ। কুলপ্রথা!—কুলপ্রথাই তবে বড় হোক্। মেয়ে? মেয়ে কিছু নয়? জামাতার জীবন?—কিছু নয়।—কুলপ্রথা, কুলপ্রথা!—আচার! আইন! নিয়ম!

সায়। রাগ করো না বেহাই। কিন্তু তুমিই না হয় আমার একটি প্রার্থনা পূর্ণ কর—

চাঁদ। বল—বল—আমায় কি কর্ত্তে হবে।

সায়। রুষ্ট হয়ো না ভাই, আমি আমার মেয়ের আসন্ন বৈধব্য আশঙ্কা করেই—এ কথা বল্‌তে বাধ্য হচ্ছি।

চাঁদ। (বিরক্ত হইয়াও বিরক্তি অতি কষ্টে দমন করিয়া) বল—

চাঁদের মুখে বাক্যস্ফুরণ হইল না

সায়। মা মনসার পূজা কর। দেবতার ক্রোধ দূর হলে···

চাঁদ। (উন্মাদের মত) জান মনসা-পূজক সায়! জান কি—জান কি

—একটি নয়; দু'টি নয়—ছয় ছয়টি পুত্র হারিয়েও—(কিন্তু তৎক্ষণাৎ সংযত হইয়া) তুমি রাগ করো না ভাই, আমি উত্তেজিত হয়েছিলুম···শোন ভাই, আমার আরাধ্য দেবতা শিবদুর্গা। যে হাতে তাঁদের পূজা করি, সে হাত তাঁদেরি চরণ-পূজার জন্য উৎসর্গ ক'রেছি; উৎসৃষ্ট হাতে অন্য দেবতার পূজা করতে পারি না, পার্ব্বনা —এতে আমার শিবরাত্রির সল্‌তে লক্ষ্মীন্দরকে হারাই—হারাবো। বেশ! থাক্ তোমার কন্যা-জামাতা তোমারি গৃহে—আমি চাইনা···আমি চাইনা···

প্রস্থানোদ্যত

সায়। (স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরক্ষণেই গিয়া চাঁদকে জড়াইয়া ধরিয়া) নিয়ে যাও ভাই তোমার পুত্র কন্যা—আমি দুর্ব্বল, অতি দুর্ব্বল— আজ ওদের আমি তোমার হাতেই সঁপে দিয়েছি।

অতি করুণ স্বরে সানাই নহবৎ বাজিয়া উঠিল। আবার হুলুধ্বনি, আবার শঙ্খ।

পঞ্চম দৃশ্য

সাঁতালী পর্ব্বতস্থ লৌহগৃহ

সাঁতালী পর্ব্বতস্থ লৌহগৃহে লৌহের প্রাচীর, লৌহের কপাট, লৌহের ছাদ, পাথর খুঁড়িয়া লৌহের ভিত্তি। পর্ব্বতের সানুদেশে পর্ব্বতগাত্রেই কতকটা সমতল ভূমি। কালু কামার সেই লৌহগৃহ পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিল

নেপথ্যে চাঁদ। কালু!

কালু। (চমকিয়া উঠিয়াই যুক্তকরে) মহারাজ!

চাঁদের প্রবেশ

চাঁদ। কালু!

কালু। আজ্ঞা করুন মহারাজ।

চাঁদ। (তাহার হাত দু'খানি সহসা আবেগে চাপিয়া ধরিলেন) আমার আশা ভরসা সব তোমার হাতে। আমার লক্ষ্মীন্দরের, আমার শিব-রাত্রির সল্‌তে, আমার ঐ একমাত্র কুলপ্রদীপ লক্ষ্মীন্দরের জীবন-মরণ তোমারি হাতে সঁপে দিয়েছি।—দিয়েছি কিনা?

কালু। দিয়েছেন মহারাজ।

চাঁদ। ঐ লৌহগৃহ সম্পূর্ণ?

কালু। সম্পূর্ণ।

চাঁদ। কোনখানে সূচ প্রমাণ ছিদ্র নেই?

কালু। নেই মহারাজ।

চাঁদ। আমি নিশ্চিন্ত?

কালু। সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত।

চাঁদ। এখনো বল—

কালু। আমার শির জামিন রইল মহারাজ।

চাঁদ। (রত্নহার প্রদান করিয়া) পুরস্কার!—নির্ব্বিঘ্নে রাত্রি প্রভাত হলে তোমাকে আমি জায়গীর দেব। জায়গীর না চাও রাজ্যখণ্ড দেব। রাজ্যখণ্ডে মন না ওঠে—কি চাও?—তুমি কি চাও?

কালু। ঐ চরণের ধূলো।

চরণধূলি লইল

চাঁদ। নিশ্চিন্ত হলুম, সত্যই এবার আমি নিশ্চিন্ত হলুম। চেঙ্গমুড়ী কাণী! (তাহার উদ্দেশ্যে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিতে যাইয়াই হঠাৎ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া) একি! আমার প্রাণ কেঁপে উঠে কেন! (সহসা) হাঃ হাঃ হাঃ···দুর্ব্বলতা! আজ কত কাল চোখে ঘুম নেই; অবসাদে, রাত্রি জাগরণে এ বয়সে এ দুর্ব্বলতা স্বাভাবিক। কি বল কালু—না? যাও তোমার ছুটি। আমি পুত্র পুত্রবধূ লৌহ বাসরে নিয়ে আসতে চল্লুম।

প্রস্থান

কালু। কিন্তু, আমি এ রত্নহার কোথায় রাখি! উঃ, কি আলোই ঠিক্‌রে পড়েছে! কোথায় রাখি! আমি এ রত্নহার কোথায় রাখি! গিন্নীর গলায় রাখলে সে আবাগীর বেটী দেমাকে আমার দিকে ফিরেও চাইবে না।···প্যাটরায় রাখলে চোর, সিন্ধুকে রাখলে ডাকাত আসবে। শেষে প্রাণের দায়ে পড়লুম দেখ্‌চি।

সহসা তাহার দুই পার্শ্বে মনসা ও নেতার আবির্ভাব

নেতা। প্রাণের দায়েই পড়েছ কামারের পো—

কালু। (চমকিয়া উঠিয়াই পরে তাঁহাদের ভালো করিয়া দেখিয়া লইয়া বিস্ময়ে ফেল ফেল করিয়া তাকাইয়া শুধু ঢোঁক গিলিতে লাগিল)।

নেতা। সময় নেই আমাদের...আর মুহূর্ত্তের সময় নেই। শোন কামার ...বুঝতে পেরেছ আমরা কে?

কালু। (কালু ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল)।

নেতা। আমরা মনসাদেবীর লোক।...মনসাদেবীর আদেশ আছে।

কালু। (উদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়া) আজ্ঞা করুন—

নেতা। ঐ লৌহ-গৃহে একটি ছিদ্র করে দাও—এখনি...এখ্খনি।

কালু। (নীরব রহিল)

নেতা। দাও—দাও—

কালু। (তবু নীরবে ভাবিতে লাগিল)

নেতা। দেবে না?

কালু। এই রত্নহার পুরস্কার নিয়েছি।

নেতা। ওর চাইতেও বহুমূল্য রত্নহার দিচ্ছি, নাও—(রত্নহার দান করিতে উদ্যত)

কালু। (শিহরিয়া উঠিয়া)—না।

মুখ ঘুরাইল

নেতা। না!

কালু। (নীরবে ভাবিতেই লাগিল)

নেতা। সময় বয়ে যায়...সময় বয়ে যায়—অবিলম্বে বল তুমি আমাদের আদেশ পালন কর্ব্বে কি না—

কালু। না...পার্ব্বো না।...শুধু তো রত্নহার নেইনি...নিমক খাই।

নেতা। পার্ব্বে না?

কালু। না।

নেতা। বটে?

কালু। হাঁ।

মনসা। যদি মৃত্যু-ভয় রাখো, তবে অবিলম্বে অগ্রসর হও…ঐ লৌহ-প্রাচীরে অন্ততঃ সূচ প্রমাণ ছিদ্র রাখো।…যাও…অবিলম্বে যাও…

কালু। (বিদ্রোহী হইয়া) না—না—না।

মনসা। তবে সর্প দংশনে প্রাণত্যাগ কর…

কালু। ওহো-হো…

হঠাৎ কোথা হইতে একটি সাপ আসিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে দংশন করিল। কালু অচেতন হইয়া পড়িয়া গেল

মনসা। আজ কালরাত্রি।…শির নত করে মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কচ্ছি, এই কালরাত্রিতে দেবতার সঙ্গে মানুষের জয় পরাজয় নিয়ে যে মরণদ্বন্দ্ব চলেছে,তার প্রথম জয়মাল্য ঐ দুর্ব্বল, ঐ অসহায় মানব অর্জ্জন করল।

দুই হাতে মুখ ঢাকিলেন

নেতা। অনুশোচনার সময় নেই বোন্।…চাঁদ যে এখানে এসে পড়বে।…আমি ঐ অচেতন কামারকে আমার ক্রীতদাস করলুম…ওঠ কালু…শোন কালু, তুমি এখন আমাব হস্তের ক্রীড়নক মাত্র। আমি যে আদেশ কর্ব্ব—বিনা বাক্যবয়ে তা অবিলম্বে পালন কর—ওঠ…

মূর্চ্ছিত কালু জ্ঞানলাভ করিয়া যন্ত্রচালিতের মত উঠিয়া দাঁড়াইল

এইবার অগ্রসর হও—ঐ প্রাচীরে অন্ততঃ একটি সূচ পরিমাণ ছিদ্র কর…যাও…

নিতান্ত অনিচ্ছায় কিন্তু নিরুপায় হইয়াই মোহাবিষ্ট কালু একটি ছিদ্র করিতে গেল। নেপথ্যে হুলুধ্বনি ও শঙ্খবাদ্য। কালুও এমন সময় কাজ শেষ করিয়া ফিরিয়া আসিল

মনসা। ঐ বরকন্যা বাসরে আসছে···আমাদেরও কার্য্য সিদ্ধ হয়েছে। আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব নয়···অবিলম্বে চলে এস—

উভয়ের প্রস্থানোদ্যোগ

কালু। রাজা! রাজা! রাজা!

ছুটিয়া নেপথ্যে অবস্থিত চাঁদের দিকে অগ্রসর হইল

মনসা। তোমার বাক্ শক্তি আজ রাত্রে স্তব্ধ হোক্—

চাঁদ আগমনমাত্র চকিতে মনসা ও নেতা অদৃশ্য হইলেন

চাঁদ। (কালুকে তদবস্থায় দেখিয়া) কালু! কালু! তুমি এখনো এখানে!···

কালু তাঁহাকে দেখিয়াই উন্মত্তের মত কপালে করাঘাত করিতে লাগিল—কথা বলিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও কথা বলিতে পারিল না

চাঁদ। কি হয়েছে কালু, ওরকম কর্চ্ছ কেন? কি হয়েছে তোমার?

কালু অতিশ্রমে, বিশেষতঃ কথা বলিবার প্রচণ্ড অথচ ব্যর্থ শ্রমে অবসন্ন হইয়াও চাঁদের হাত ধরিয়া তাহাকে প্রাচীরের দিকে টানিয়া আনিতে চাহিল—উদ্দেশ্য ছিদ্রটি চাঁদকে দেখানো

চাঁদ। তুমি কি মাতাল হয়েছ কামার? রত্নহার পুরস্কার পেয়ে আনন্দে সুরাপান করেছ বুঝি! সাবধান! আমায় চিনতে পার্চ্ছ না? আমি তোমার রাজা।

জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইলেন। সেই মুহূর্তে পুরনারীগণের হলুধ্বনি শোনা গেল। ইহা শুনিয়া কালু আরো বেশী করিয়া বিচলিত হইয়া উঠিল

চাঁদ। ঐ আমার নয়নের দু'টি মণি! আয়। আয়। তোরা আয়।

নির্ভয়ে চলে আয়।...ভয় নেই...কোন ভয় নেই...ঐ লৌহগৃহ...চারিদিকে সশস্ত্র রক্ষী...আর আমি স্বয়ং রয়েছি চির জাগ্রত প্রহরী।

পুরনারীগণ কর্তৃক পরিচালিত হইয়া বেহুলা ও লক্ষ্মীন্দর সেখানে উপস্থিত হইয়া উভয়ে চাঁদকে প্রণাম করিলেন

চাঁদ। (শূন্যে চাহিয়া) জয় শম্ভু! জয় শম্ভু! (সনকার প্রতি)...যাও...বাসরে নিয়ে যাও!

পুরনারীগণ বেহুলা লক্ষ্মীন্দরকে লইয়া বাসর ঘরে প্রবেশ করিতে যাইবে...এমন সময় কালু ছুটিয়া যাইয়া বেহুলা লক্ষ্মীন্দরের সম্মুখে লুটাইয়া পড়িয়া তাঁহাদের চরণ ধরিয়া রহিল

চাঁদ। মাতালটাকে এখান হতে বের করে দাও...বের করে দাও—অমঙ্গল।

একজন রক্ষী তাহাকে টানিয়া তুলিয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। বেহুলা ও লক্ষ্মীন্দর পুরনারীগণ সমভিব্যাহারে বাসর ঘরে প্রবেশ করিলেন। পুরনারীদের কথামত লক্ষ্মীন্দর উপবেশন করিবার পূর্ব্বে শ্বেত পাথরের জলপাত্রে চরণদ্বয় রক্ষা করিলে, বেহুলা তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া দিলেন, এবং নিজের কেশ-গুচ্ছ মুক্ত করিয়া তদ্দ্বারা চরণ দু'খানি মুছাইয়া দিলেন। এদিকে এইসব হইতেছিল, ওদিকে কালু রক্ষীর হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া যাইয়া চরণে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। চাঁদ সরিয়া আসিয়া কালুর প্রতি আর দৃকপাত না করিয়া উত্তেজিত মস্তিষ্কে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। কালু সেইখানেই লুটাইয়া পড়িয়া নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল। বাসরে স্ত্রী-আচার শেষ হইলে পুরনারীগণ নীরবে নিঃশব্দে প্রস্থান করিলেন

চাঁদ। এইবার সেই কালরাত্রি। চেঙ্গমুড়ী কাণী! তোমায় আমি সাদরে নিমন্ত্রণ কচ্ছি...এসে শুধু একবার দেখে যাও তোমার সর্প-কুলের দুরবস্থা...জানি তোমার আদেশে তারা আশে পাশে ওৎ পেতে আছে...কিন্তু...কিন্তু...ঐ লৌহদুর্গ! হাঃ হাঃ হাঃ...

কালু এই কথা শুনিয়াই তৎক্ষণাৎ প্রাণপণ শক্তিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া চাঁদের সম্মুখে যাইয়া দুই হাত নাড়িয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে…ঐ লৌহদুর্গ নিরাপদ নয়…উহাতে ছিদ্র হইয়াছে। তাহার দুই চোখ দিয়া দর দর ধারে জল পড়িতে লাগিল

চাঁদ। রক্ষী!

রক্ষীর প্রবেশ

চাঁদ। ওকে নিয়ে ওর গৃহে রেখে এস। ও আমার পুরস্কারের আনন্দে নিশ্চয় অতিরিক্ত সুরাপান করে মাতাল হয়েছে।

রক্ষী কালুকে একরূপ ঠেলিয়া লইয়া গেল

হঠাৎ আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত করিয়া চারিদিকে অট্টহাস্য শোনা গেল। মনে হইল যেন সহস্র লোক অট্টহাস্য করিতেছে। চাঁদ চমকিয়া উঠিলেন, বিস্মিত হইলেন; পরে বিভ্রান্ত হইলেন। কিন্তু তখনি আত্মদমন করিয়া

কিছু না। কিছু না। ও কিছু না। উত্তেজিত মস্তিষ্কে বিভীষিকা কল্পনা কচ্ছি। কিছু না। কিছু না। জয় শম্ভু! জয় শম্ভু!

কপালের ঘাম মুছিয়া ফেলিলেন এবং শ্মশানের প্রেতের মত এক কোণে দাঁড়াইয়া পাহারা দিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে বাহিরে যাইতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পর ঘুরিয়া আসিয়া পাহারা দিয়া আবার বাহিরে গেলেন।

বাসরে

লক্ষীন্দর। বেহুলা! তোমার ও সাপের বেণী আমার ভাল লাগে না; আমার ভয় করে।

বেহুলা। ভয় কিসের? সাপের?

লক্ষীন্দর। হাঁ, সাপের। মর্ব্ব…সে ভয় নয়। মর্লে…তোমায় হারাবো সেই ভয়, সেই ভয়।

বেহুলা। সাপের ভয়!···আমি সারাটি রাত জেগে থাকব। সাপ? এলেই নাচব। ওরা এসে আমার পায়ের তলে লুটিয়ে পড়বে। নাচ গান ওরা যা বুঝে···এমন আর কেউ না, এমনটি আর কেউ নয়।

লক্ষ্মীন্দর। সারাটি রাত জেগে থাকবে?

বেহুলা। হাঁ, সারাটি রাত জাগব।

লক্ষ্মীন্দর। তবে তুমি নাচো···আমি দেখি···তুমি গান গাও···আমি শুনি।

বেহুলা। লোকে কি বলবে! বাসর ঘরে নাচলে লোকে কি বলবে!

লক্ষ্মীন্দর। তবে এসো দুজনেই ঘুমাই। আমার বড় ঘুম পাচ্ছে। ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে। তোমার চোখে কি ঘুম নেই? তোমার চোখ দু'টি কী কালো! ঐ কালো চোখে কি ঘুম নেই? (শয়ন)

বেহুলা। নাচব, নাচব, আমি নাচব। আজ যদি না নাচব তবে নাচব কবে!

বেহুলার নৃত্য ও সঙ্গে গান। সেই নৃত্যগীতের মধ্যে লক্ষ্মীন্দর ঘুমাইয়া পড়িলেন

বেহুলা। ঘুমিয়ে পড়লে!···বাইরে হয় তো জ্যোৎস্না উঠেছে··· ফুল ফুটছে। (হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া) প্রাচীরে ও কি! সাপ তাই তো! এসো ভাই এসো। এ যে অহীরাজ! বাসর ঘরে বরের কাছে নাচব মনে করে আমার নাচ দেখতে এসেছ··? (সাপ ততক্ষণ নীচে নামিয়া আসিয়াছে) আগে ভাই কিছু খেয়ে নাও··· কত দূর হতে জানি এসেছ, ক্ষুধা পেয়েছে!···হাঁ নিশ্চয়ই।···দুধ কলা আছে এই নাও···

দুধ কলার বাটি আগাইয়া দিলেন। সাপ দুধ কলা খাইতে গেলেই বেহুলা তাহাকে চুপড়ি দিয়া আটকাইয়া ফেলিলেন।

রাগ ক'রো না ভাই। এইবার একটু ঘুমিয়ে নাও।

লক্ষ্মীন্দরকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল তাকাইয়া দেখিয়া তাহার পাশে শুইতে যাইবেন, এমন সময় হঠাৎ নজরে পড়িল আর একটি সাপ, নিশ্চয়ই ঐ ছিদ্র পথ দিয়া আসিয়া লক্ষ্মীন্দরের পায়ের কাছে ভিড় করিয়া রহিয়াছে

ছি···ভাই, মহীরাজ ! তুমি আবার কখন এলে !···তোমরা আসবে তা পূর্ব্বে তো জানাও নি।···বাসর ঘরে আড়ি পাত্‌তে এসেছ ? ভারী দুষ্টু তুমি···। নাও···এখন দুধ কলা খেয়ে রাতটুকু ঘুমিয়ে কাটিয়ে দাও···

পূর্ব্ববৎ দুধ কলা দিয়া এ সর্পকেও বন্দী করিলেন

এইবার তুমিও ঘুমাও···আমিও ঘুমুলুম।···কিন্তু ঘুমাই বা কেমন করে !···আর কোন্ ভাই কখন এসে পড়বে···কে জানে ! আমি জেগেই রইব, জেগেই র—ই—ব।

ঘুম পাইলেও ঘুমের সহিত একরূপ যুদ্ধই করিতে লাগিলেন।
বাহিরে নেপথ্য হইতে চাঁদ টলিতে টলিতে আসিলেন

চাঁদ। আর কতটুকু রাত্রি আছে কে জানে !···ঘুম—ঘুম !···আর তো পারিনে শম্ভু ! আর তো জেগে থাক্‌তে পারিনে !···এ কি কাল-ঘুম ! কাল রাত্রিতে এ কি কাল-ঘুম !···দয়া কর ! দয়া কর—দয়া কর শিব-শম্ভু ! দয়া কর। তোমার ইচ্ছা শক্তির এক তিল আমায় দান কর। আমি ঘুমকে জয় কর্ব্ব। বশ কর্ব্ব···ক্রীতদাস কর্ব্ব।

প্রবল বেগে ঘুম ছাড়াইয়া লইবার জন্য প্রয়াস করিয়াও ঘুম জয় করিতে পারিলেন না, পরক্ষণেই ঢুলিতে লাগিলেন

চোরের মত কালু কামারের পুনঃ প্রবেশ। আসিয়া দেখিল চাঁদ নিদ্রায় ঢুলিতেছেন। দেখিয়াই সে সর্ব্বনাশ হইবে মনে করিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। লৌহগৃহের দিকে তাকাইয়া দেখে একটি সাপ ছাদের উপর হইতে নামিয়া আসিতেছে। দেখিয়াই সে মহা সর্ব্বনাশ হইবে মনে করিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিল। তখন চাঁদকে জাগাইবারও আর সময় নাই। সে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল। পরে আর উপায় না দেখিয়া ছুটিয়া গিয়া লৌহগৃহের সেই ছিদ্র নিজের শরীর দ্বারা আবৃত করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। সাপ ক্রমেই অগ্রসর হইতে লাগিল। মাথার উপর তাকাইয়া কালু তাহা দেখিল। কিন্তু নড়িল না। সাপ তাহাকে দংশন করিল। সে পড়িয়া গেল। নীরবে মৃত্যু যন্ত্রণা সহ্য করিতে করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। আবার পড়িয়া গেল। আবার উঠিয়া চাঁদের উদ্দেশ্যে চলিল। উঠিয়া···পড়িয়া···আবার উঠিয়া, এইভাবে সে চাঁদের পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িল—ঘুম ভাঙ্গাইবার চেষ্টা করিল—চাঁদের ঘুম ভাঙিয়াও ভাঙিল না। এদিকে সেই সাপ ছিদ্রপথে বাসরে ঢুকিয়া লক্ষ্মীন্দরের পায়ের পাশে আসিয়া ফণা তুলিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। চাঁদ জাগিয়া উঠিলেও···আবার সেই কালঘুমে পুনরায় অচেতন হইলেন। কালু কপালে করাঘাত করিতে করিতে দূরে পড়িয়া গেল এবং তথায় মৃত্যুবরণ করিল

*

সর্পের প্রতি দৈববাণী। আঘাত না পেলে আঘাত ক'রো না···

সাপ আঘাত পাইবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। যেই লক্ষ্মীন্দর পাশ ফিরিতে গিয়াছেন, অমনি তাহার পা সর্পগাত্রে আঘাত করায়, সর্প লক্ষ্মীন্দরকে তৎক্ষণাৎ দংশন করিয়াই প্রাচীরপথে পলায়ন করিতে গেল

লক্ষ্মীন্দর। ও—হো—হো! (আর্ত্তনাদ) ওঠো, ওঠো, জাগো। ওগো প্রাণ যায়! আমাকে বুঝি···তাই তো, ঐ যে ঐ সাপ দংশন করে···পালায়···ও···হো—হো! ও—হো—হো—(ভীষণ মৃত্যুযন্ত্রণা)

বেহুলা আর্ত্তনাদ শুনিয়াই জাগিয়া উঠিলেন। সাপের কথা শুনিয়াই তাকাইয়া দেখিলেন পলায়নোন্মুখী কালনাগিনী সাপ। হঠাৎ তাহার চোখে ক্রোধের আগুন জ্বলিয়া উঠিল

—কে কালনাগিনী তুই? তবে মর—

স্বর্ণকাটারি লইয়া সাপের পুচ্ছদেশ কাটিয়া ফেলিয়া প্রতিহিংসা তৃপ্ত করিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই লক্ষ্মীন্দরের মৃত্যুযন্ত্রণায় আকৃষ্ট হইলেন। কপালে করাঘাত করিলেন। বেদনায় দুই হাতে মুখ ঢাকিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। লক্ষ্মীন্দরের তখন আসন্নকাল

লক্ষ্মীন্দর। বে—হু—লা!

বেহুলা। (নীরব নিথর রহিলেন)

লক্ষ্মীন্দর। চ—ল—লু—ম। কোন—আশ—মিটল—না! চ—ল—লু—ম। (মৃত্যু)

বেহুলা পাথরের মূর্ত্তির মতো দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে জানু পাতিয়া তাঁহার চরণপ্রান্তে বসিলেন। একদৃষ্টে তাঁহাকে তাকাইয়া দেখিতে লাগিলেন। দুই চোখ জলে ভাসিয়া গেল। ধীরে ধীরে আনত হইয়া তাহার চরণচুম্বন করিলেন। সেইখানেই এমনি-ভাবে ক্ষণকাল লুটাইয়া পড়িয়া গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পরে ধীরে ধীরে উঠিলেন। দুই চোখ দিয়া দরদর ধারে অশ্রু বহিয়া যাইতেছে। যাইয়া কপাট খুলিলেন। কপাট ভর করিয়া দাঁড়াইয়া হৃদয়ভেদী স্বরে ডাকিলেন—"বাবা!" চাঁদের ঘুম ঐ একটি ডাকেই টুটিয়া গেল। তিনি লাফাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কে?"

চাঁদ। (ছুটিয়া কাছে আসিয়া) কি মা?

বেহুলা কোন কথা বলিতে পারিলেন না—বলিতে চাহিয়াও বলিতে পারিলেন না··· অন্তরের সেই দারুণ ব্যথা ভাষা না পাইয়া তাহার চোখে মুখে সমস্ত দেহে প্রকাশ পাইবার ব্যর্থ চেষ্টায় আকুলি বিকুলি করিতে লাগিল।

চাঁদ। কি হয়েছে মা? কি হয়েছে মা?

বেহুলা এক হস্ত নির্দ্দেশে মৃত লক্ষ্মীন্দরকে দেখাইয়া দিলেন। চাঁদ বেহুলাকে সরাইয়া রাখিয়া ছুটিয়া লৌহগৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াই হৃদয়ভেদী চীৎকারে ডাকিলেন—

চাঁদ। লখীন! লখীন!

কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না। হঠাৎ বুকে বাণ বিদ্ধ হইলে যে যাতনা হয়, সেই যাতনায় আহত হইয়া দুই হাতে চোখমুখ আবৃত করিয়া চাঁদ মুহূর্তকাল স্তব্ধ রহিলেন। পরে ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হইলেন। ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া শোকে মুহ্যমানা প্রায় হতচেতনা বেহুলাকে টানিয়া বুকে লইলেন। উর্দ্ধেতাকাইয়া বোধ হয় ইষ্ট দেবতার নিকট তাঁহার দুরদৃষ্ট নিবেদন করিলেন। পরে···

চাঁদ। মা!

বেহুলা। বাবা!

চাঁদ। শেষ দেখা দেখে নে···জন্মের মত শেষ দেখা দেখে নে···আমি ভাসিয়ে দেব···জলে ভাসিয়ে দেব···চেঙ্গমুড়ী কাণীর ঐ উচ্ছিষ্ট দেহ··· জলে ভাসিয়ে দেব···সেইই নিয়ম···সেইই প্রথা···অনেক সময় জলের গুণে মরা বেঁচে ওঠে···গল্প শুনেছি···গল্প শুনেছি···তাই ভাসিয়ে দেব···

বেহুলা। তুমিও শেষ দেখা দেখে নাও বাবা।

চাঁদ। আমি দেখব না। শত্রু হাসবে।·· মাগো শত্রু হাসবে।···ও—হো—হো—শত্রু হাসবে।

বেহুলা। জলে ভাসিয়ে দিলে বেঁচে উঠবে? না বাবা। (পায়ে পড়িয়া) ···ভাসিয়ে দিয়ো না। ভাসিয়ে দিয়ো না।···ঐ দেহ ঐ সোণার দেহ···দিয়ো না। দিয়ো না।

চাঁদ। (বেহুলাকে তুলিয়া) দিতেই হবে···ও দেহ ভাসিয়ে দিতেই হবে ···আমার ঘরে ও দেহ রাখা হবে না···রাখা চলবে না।···শত্রু হাসাবো না মা, শত্রু হাসাবো না···শোন মা···মরাও তো সময় সময় বাঁচে···পুরাণ পড়িস্ নি মা—পুরাণ পড়িস্ নি?···

বেহুলা। (চাঁদ হইতে দূরে সরিয়া আসিয়া স্থির গম্ভীর স্বরে) বাবা! পুরাণের কথা সব সত্য?

চাঁদ। সত্য মা—সত্য।

বেহুলা। সত্যবানের কথা সত্য? সাবিত্রীর কথা সত্য?

চাঁদ। (কাঁপিয়া উঠিলেন)···কেন মা? সে কথা কেন?

বেহুলা। বল বাবা সত্য?

চাঁদ। (শিহরিয়া উঠিয়া) সত্য। সত্য।

বেহুলা। তবে দাও বাবা ভাসিয়ে। আমিই সেই সাবিত্রী। মা বলেছেন, বাবা আশীর্ব্বাদ করেছেন···আমিই সেই সাবিত্রী। আমিও ওর সঙ্গে ভেসে যাব···দূরে···দূরে···বহুদূরে···সেই অমৃতের দেশে। সাবিত্রী ভয় পায় নি···আমিও পাবো না···সাবিত্রী কাঁদে নি···আমিও কাঁদবো না—সাবিত্রী যমরাজাকে জয় করেছিল···আমিও জয় কর্ব্ব···সে যদি পেরেছিল—আমিও পার্ব্ব—সাবিত্রী স্বামীকে পুনর্জ্জীবিত করে ফিরে এসেছিল—আমিও আসব—

চাঁদ। (চুপি চুপি) পার্ব্বি মা—পার্ব্বি? পুনর্জ্জীবন দিয়ে ঘরে ফিরিয়ে আনতে পার্ব্বি?

বেহুলা। পার্ব্ব।

চাঁদ। পার্ব্বি? পার্ব্বি?

বেহুলা। পার্ব্ব।

চাঁদ। তা যদি পারিস মা তুই—তবে প্রাণভরে আশ মিটিয়ে একটি বার —শুধু একটি বার অট্টহাস্য হাসবো—আর সেই চেঙমুড়ী কাণী লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যাবে। পার্ব্বি মা—পার্ব্বি?

বেহুলা। পার্ব্ব। আমি পার্ব্ব।

চাঁদ। তবে প্রস্তুত হও মা।—বাসরে যাও—আমিও ভেলা প্রস্তুত করি—

বেহুলা। ওগো সাবিত্রী! পথ দেখাও! পথ দেখাও! পথ দেখাও!

বাসরে প্রস্থান

চাঁদ কপাট টানিয়া দিয়া ছুটিয়া নিম্নে আসিলেন এবং শঙ্খ লইয়া শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিলেন। শঙ্খধ্বনি শুনিয়া সনকা প্রভৃতি পুরনারীগণ প্রবেশ করিলেন

সনকা। কি হয়েছে প্রভু! ভোর হ'ল বুঝি?

চাঁদ। (পুনরায় শঙ্খবাদ্য)

সনকা। একি! একি প্রভু?

চাঁদ। বেহুলার জয়ধ্বনি। উলুধ্বনি কই? উলুধ্বনি কই? উলু দাও—উলু দাও—

সনকা ও পুরনারীগণ উলুধ্বনি করিলেন

সনকা। ভোর হয়ে এসেছে। লখীনরা বুঝি এখনি উঠ্‌বে? জাগ্‌…জাগ্‌…ওরে তোরা জাগ্‌…তোদের চাঁদ মুখখানি…

বেহুলা বাসরে যাইয়া লক্ষ্মীন্দরকে একদৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখিতেছেন। তাঁহার চরণপ্রান্তে জানু পাতিয়া তাঁহার চরণ চুম্বন করিতেছেন। সেইখানেই লুটাইয়া পড়িয়া নীরবে অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতেছেন। চাঁদের শঙ্খধ্বনি শুনিয়াই যাত্রার্থে প্রস্তুত হইবার জন্য দীপশিখাটি আরো উজ্জ্বল করিয়া সীমন্তের সিন্দূর আরো উজ্জ্বল করিয়া পরিলেন—এবং লৌহগৃহের কপাট খুলিয়া বাহিরে দেখা দিলেন

সনকা। লখীন কি এখনো ঘুমিয়ে রয়েছে?

চাঁদ। হ্যাঁ, ঘুমিয়েছে…সেই ঘুম—যে ঘুম আর ভাঙবে না…লখীন নেই…লখীন নেই।

সনকা। সে কি প্রভু!…লখীন…

ছুটিয়া উপরে যাইতে গেলেন। চাঁদ তাঁহার হাত ধরিয়া আটকাইলেন

চাঁদ। কাঁদতে পার্বে না…কাঁদতে পার্বে না—ঐ দেখ…ঐ যে দুঃখের বালিকা সে কাঁদে না…পাথরের মত দাঁড়িয়ে আছে—

সনকা। (বেহুলাকে) কোথায় লখীন···কোথায় লখীন ? বল বল—

বেহুলা। (কপালে করাঘাত করিলেন)

সনকা। ওগো প্রভু ! কোথায় সে ? কোথায় সে ?

চাঁদ। (ঊর্দ্ধে হাত তুলিয়া দেখাইলেন) স্বর্গে। স্বর্গে।

সনকা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

গাঙ্গুড় নদীর তীর

গীত

নেতা কাপড় কাচিতেছিলেন

নেতা। নদী যায়, বহে যায় গো।
কাঁপে কাতর নীর তার অতল পুরে
যেন মনে হয় হায় হায়গো কাঁদে
গুমরি দুঃখে কেবা অসীম দূরে।
একি তারি বুক-ভাসা চোখের বারি,
একি তারি দুখনাশা শোকের ঝারি,
আসে চলিয়া চলিয়া ব্যথা উছলিয়া,
একি নয়নধারা সারা ভুবন ঘুরে।

মনসার প্রবেশ

মনসা। বোন্, চম্পক হতে তুমি যে খবর এনেছ—তাতে আমার পূজা পাবার আশা দুরাশা। মাঝ থেকে আমি জগতে এক দুরপনেয় কলঙ্ক কিনলুম, মাঝ থেকে কুসুম-পেলব বালিকার বুকে শেলাঘাত কল্লুম।

নেতা। ঐ যে আসে—ঐ ভেসে আসে।

মনসা। কই? কই?

নেতা। ঐ যে—ঐ বাঁকের মোড়ে।

মনসা। আর তো ও-দৃশ্য দেখতে পারিনে বোন্। ঐ গলিত-চর্ম্মাবৃত কঙ্কাল, তাই নিয়ে চলেছে—দিনের পর দিন—রাত্রির পর রাত্রি—ক্ষুধার তাড়না সহ্য করে, ঘুম জয় করে, ভয় ভাবনা বিসর্জ্জন দিয়ে চলেছে—পথের শেষ নেই—তবু চলেছে। ওর ঐ কষ্ট আর তো আমি সহ্য কর্ত্তে পারছিনে বোন্।

নেতা। আর নয়—আর নয়। গাঙ্গুড় নদীর শেষ প্রান্তে এসেছে। এই-বার মর্ত্ত্যে ওর শেষ পরীক্ষা। সেই পরীক্ষা আজ। তুমি যাও বোন্। মনে রেখো তোমার পূজা নির্ভর করেছে চাঁদ সদাগরের ওপর। সেই পাষাণ আজও টলেনি। তাকে টলাতেই হবে। তুমি যাও বোন্।

মনসার প্রস্থান। কাপড়ের বোঝা লইয়া নেতার বালক-পুত্র বৃশ্চিকের প্রবেশ

বৃশ্চিক। আমি এসেছি মা, কিন্তু আমার ক্ষিদে পেয়েছে। খেতে দিবি কিনা বল ?

নেতা। ঐ দেখ—কে আসে দেখ—ভেলার উপর দেখেছিস্? কি সুন্দর একটি মেয়ে!

বৃশ্চিক। কে মা? ওর কোলে একটা কি ?

নেতা! চুপ। বৃশ্চিক চুপ।

বেহুলার ভেলা নিকটে আসিল

বেহুলা। কোথায় সেই দেশ! যে দেশে ঘুম নেই; জরা নেই; মৃত্যু নেই; কোথায় সেই অমৃতের দেশ! পথ দেখাও। পথ দেখাও। ওগো নদীকূলবাসী নরনারী! দয়া কর, যদি জানো বল—

নেতা! (পুত্রকে) কাপড়ের বোঝাটা খোল। অতগুলো কাপড় কাচতে হবে। দেরী করিস নে।

বৃশ্চিক বেহুলাকে দেখিতেছিল

নেতা। হতভাগা ছেলে—(চপেটাঘাত) খোল বলছি।

বৃশ্চিক। বটে, আমাকে মার্! দিচ্ছি তোর সব কাপড় জলে ফেলে।

ফেলিতে উদ্যত

নেতা। জ্বালাতন করিস্ নি বৃশ্চিক। ভাল চাস্ তো কাপড় রাখ্।

বৃশ্চিক। (ভেঙ্গাইয়া) কাপড় রাখ্! কাপড় রাখ্! ভাল চাস্ তো মা—খেতে দে—

নেতা। তবে মর্—

চপেটাঘাত

বৃশ্চিকের পতন ও মৃত্যু

বেহুলা। আ-হা-হা—কর্লে কি···কর্লে কি···

নেতা। ভারী দরদ যে···আমার পেটের ছেলে আমি বেশ করেছি, মেরে ফেলেছি তোমার কি! মায়ের চেয়ে যে মাসীর দরদ দেখছি বেশী। আবার সে মাসীও যেমন তেমন মাসী নয়···কার মাথা খেয়ে এসেছেন। কে ওটি? কার হাড় চিবিয়েছ? সোয়ামী?

বেহুলা চাহিয়া রহিলেন

নেতা। নে বাছা—বেঁচে ওঠ্। সত্যই তোর ক্ষিদে পেয়েছিল; রাগের মাথায় একেবারে মেরে ফেলেছিলুম। নে—এখন ওঠ্।

স্পর্শমাত্র বৃশ্চিক দাঁড়াইল

বৃশ্চিক। খেতে দে।

নেতা। তবে চল, আগে তোকেই খাইয়ে আসি। আয়। চল—

বেহুলা। দাঁড়াও মা। দাঁড়াও। তুমি কি স্বর্গের দেবী? মৃতের প্রাণ

দান কর। কে তুমি মা? এক মুহূর্ত্ত দাঁড়াও—দয়া কর। দয়া কর মা।

নেতা। কি চাও তুমি? কি চাও?

বেহুলা। ভিক্ষা চাই। ভিক্ষা চাই। স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাই। ঐ বালকের যেমন পুনর্জ্জীবন দিলে আমার স্বামীকেও অমনি পুনর্জ্জীবন দাও—

বৃশ্চিক। মা, দেখ দেখি ওটা কি?

অঙ্গুলি নির্দ্দেশ

নেতা। সর্ব্বনাশ! পালিয়ে যা। পালিয়ে যা।

বৃশ্চিকের প্রস্থান

বেহুলা। যেওনা মা—যেওনা—ওগো জন্ম-মৃত্যুর কুহকিনী, আমি যে তোমারি আশায় বসে আছি।

নেতা ঘুরিয়া দাঁড়াইলেন

নেতা। (বেহুলার প্রতি) তুমি যা চাও—তা আমি দিতে পার্ব্ব না। কিন্তু তার পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

বেহুলা। তুমিই পার্ব্বে—তুমিই পার্ব্বে—

নেতা। তবে এস।

বেহুলা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল

নেতা। (হাসিয়া) আমার হাত ধরে নেমে এস—

বেহুলা। কোথায় তোমার বাস? কি তোমার নাম?

নেতা। আমার নাম নেতা। আমি দেবতাদের কাপড় কাচি।

বেহুলা। দেবতাদের কাপড় কাচ! দেবতাদের?

নেতা। হাঁ, দেবতাদের—

বেহুলা। যমরাজের কাপড় কাচ? যমরাজের?

নেতা। সব, সব দেবতাদেরই কাপড় কাচি।

বেহুলা। তোমার বাস—তোমার বাস?

নেতা। স্বর্গে—

বেহুলা। নিয়ে চল, আমায় নিয়ে চল। আমি তোমার হয়ে তোমার কাপড় কাচবো। তোমার দাসীবৃত্তি করবো। তুমি আমায় নিয়ে চল। কোথায় স্বর্গ? কোথায় সেই অমৃতের দেশ? হাত ধর। পথ দেখাও, আমায় নিয়ে চল···

নেতা। কিন্তু সে আনন্দের দেশে, এ বেশে তোমার যাওয়া হবে না। তোমাকে আমি নর্ত্তকী বেশে সাজিয়ে নিয়ে যাব।

বেহুলা। সে কি!

নেতা। হাঁ, তোমার অপূর্ব্ব নৃত্যে দেবতাদের সন্তুষ্ট করে—তোমার স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাইতে হবে।

বেহুলা। নিষ্ঠুর দেবতা-মণ্ডল!

নেতা। যদি মৃত-স্বামীকে আবার জীবিত দেখ্‌তে চাও—দ্বিরুক্তি করো না।

নেতা হাত বাড়াইয়া দিলেন, তাঁহার হাত ধরিয়া কঙ্কাল বুকে লইয়া বেহুলা ভেলা হইতে নামিয়া আসিলেন। স্বর্গ হইতে দীপ্ত রশ্মি পড়িয়া পদ্ম সৃষ্টি করিল।

নেতার গীত

আমায় তুমি অশ্রু ধারে
ডাক দিয়েছ বারে বারে।
তোমার লাগি আকুল প্রাণে
দাঁড়িয়ে ছিনু খেয়ার পারে॥

পেয়েছি তাই তোমার দেখা
দুঃখের রাতে আজকে একা
অভয় তব হৃদয়খানি চিনেছি এই অন্ধকারে।
কল্প-লোকের যাত্রী তুমি
তোমার দু'টি চরণ চুমি
যে পথে আজ চল্‌বো রাণী
মৃত্যু সেথা নিত্য হারে॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্বর্গে দেবসভা

স্বর্গ। পশ্চাতে অত্যুঙ্গ গিরিশ্রেণী…দূরে…বহুদূরে নিরাশার মেঘের সহিত মিলাইয়া গিয়াছে। পর্ব্বতগাত্র বহিয়া মন্দাকিনীর স্তব্ধ রজত-স্রোত। মাঝে মাঝে শিলাখণ্ডের উপর রাগিণীরা এলোকেশ এলাইয়া দিয়া নীরব নিথর…হয়তো মূর্চ্ছিত। রাগ সকল প্রস্তর মূর্ত্তির মত স্তব্ধ…ধূলিশায়ন। দেবতামণ্ডল কালিমা আচ্ছন্ন…প্রায় আড়ষ্ট।

দেবরাজ ইন্দ্র। এ কি হ'ল! স্বর্গে আজ এ কি হ'ল!

সূর্য্য। এ জড়তা—এ কালিমা—এক দুর্ব্বহ শোকের পুঞ্জীভূত বেদনা—শুধু স্বর্গ সমাচ্ছন্ন করে নি—মর্ত্ত্যে দেখছি এর চাইতেও বেশী।

ইন্দ্র। স্বর্গে! স্বর্গেও যে মন্দাকিনীর প্রাণধারা স্তব্ধ…স্বর্গে আজ মৃত্যুর পরশ। অথচ, যার দুঃখে স্বর্গে আজ এই দুঃখ, যার বেদনায় স্বর্গে আজ এই বেদনা, সে এক বালিকা, মর্ত্ত্যের এক বালিকা।

সূর্য্য। আমি দেখেছি সেই বালিকা। ধরণীর বুকে আনন্দের একটি ঝরণা। আজ সেই ঝরণা আর নাচে না। আর গায় না—স্তব্ধ হয়ে শুধু কাঁদে। শুধু কাঁদে।

দেবগণ। (অধীর হইয়া) কোথায় সে?

নেপথ্যে বেহুলার বেদনাবিধুর স্বরগাথা শোনা গেল :

"এ কি বেদনা ওঠে বাজি নিখিল ছেয়ে।
ঝরে আকুল আঁখি-বারি অকূল বেয়ে॥"

সূর্য্য ও চন্দ্র। (এক সঙ্গে) ঐ—ঐ তার বেদনা-বিধুর স্বর-গাথা—

সমুজ্জ্বল বেশে সজ্জিতা কিন্তু তবু বেদনারই প্রতিমূর্ত্তি বেহুলা দেবসভায় প্রবেশ করিলেন। দেবতামণ্ডল চঞ্চল হইয়া উঠিলেন

ইন্দ্র। তুমি কি চাও? তুমি কি চাও?

বেহুলা। (দুই চোখ জলে ভাসিয়া যাইতেছে, আবার গাহিতে সুরু করিলেন)

"এ কি বেদনা ওঠে বাজি নিখিল ছেয়ে
ঝরে আকুল আঁখি-বারি অকূল বেয়ে।

ইন্দ্র। সহ্য হয় না। সহ্য হয় না। থামো বেহুলা। থামো। এ গান নয়—এ গান নয়—

বেহুলা। ত—বে?

ইন্দ্র। নাচো। তুমি নাচো। তোমার নৃত্যে মন্দাকিনী নেচে উঠুক—রাগ রাগিণী জীবন লাভ করুক—স্বর্গ আবার স্বর্গ হোক্।

যম। বেহুলা! আমারি নাম যম। আমার কথা রাখ। তুমি দেবতা-মণ্ডলের মনোভিলাষ পূর্ণ কর—তোমার মনোভিলাষও পূর্ণ হবে।

বেহুলা। হবে?

দেবগণ। (সমস্বরে) হবে।

ইন্দ্র। নাচো বেহুলা—নাচো—সেই নাচ নাচো—যাতে বিশ্ব নিখিলের সকল বেদনা তলিয়ে যায়—

সূর্য্য। যাতে পাষাণের বুক বেয়ে ঝরণা নেচে নেচে নেমে আসে।

শিব। সেই নাচ—সেই নাচ—যে-নাচে মুগ্ধ হয়ে যুগ হতে যুগান্তর—সূর্য আলো দেয়···চন্দ্র সারাটি রাত মুগ্ধ নেত্রে জেগে থাকে।

সকলে। নাচো, নাচো বেহুলা, তুমি নাচো।

বেহুলা। নাচব, নাচব, আমি নাচব।

বেহুলা নৃত্য আরম্ভ করিলেন। দেবগণ মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই নৃত্য-সুধা পান করিতে লাগিলেন। মন্দাকিনীর রজতধারা চঞ্চল হইয়া উঠিল

বেহুলার গীত

আমার প্রিয় হে প্রিয় চির হে চির
তোমারে স্মরি হে স্মরণীয়
(আজি) মঞ্জু হৃদি গুঞ্জ ওগো নিবিড় অনুরাগে।
আমার বিরহ ব্যাকুল আকুল গানে
আত্মহারা অধীর প্রাণে
দাঁড়াবে পুনঃ মূর্ত্তি ধরি মোর স্বপনের আগে
আনন্দ আজ অঙ্গে যে তাই রঙ্গে যে গো জাগে॥

নৃত্যগীত শেষে বেহুলা নৃত্যেরই ভঙ্গীতে নতজানু হইয়া দেবতামণ্ডলের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিলেন।

ইন্দ্র। বেহুলা! এই নাও মুক্তার মালা—

বেহুলা। এই পুরস্কার! এই পুরস্কার! এই তুচ্ছ মালা আমার পুরস্কার! মাগো!

নেতা যাইয়া বেহুলাকে তুলিলেন। বেহুলা নেতার বুকে লুটাইয়া পড়িলেন। দেবতাগণ পরস্পর পরস্পরের দিকে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ভাবে তাকাইলেন। বেহুলা আশাহত হইয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন

সূর্য্য। দেবরাজ! বেহুলার স্বামীর পুনর্জ্জীবন দান করে বেহুলাকে পুরস্কৃত করুন—

শিব। কিন্তু চাঁদ এখনো মনসার পূজা করে নি।

ইন্দ্র। উপায়! তবে উপায়! বেহুলার পুরস্কার তো চাই!

মনসার আবির্ভাব

মনসা। হাঁ, পুরস্কার! আর কেউ না দেয়—আমি দেব!

বেহুলা বিস্ময়-বিমূঢ়ের মত চাহিয়া রহিলেন—তাহার বাহ্যজ্ঞান ছিল এরূপ মনে হইল না

শিব। চাঁদ এখনো তোমার পূজা করেনি মনসা।···

মনসা। জানি···সে পূজা করে নি। জানি, আমি জানি। কিন্তু—কিন্তু···এই তাপসীর···এই সতীকুলরাণীর চোখের জল মুছিয়ে দিলে যদি সে পূজা পাবার আশা চিরকালের মতও অন্তর্হিত হয়···হোক। (বেহুলাকে) মা!

বেহুলা নরকঙ্কালটি সাগ্রহে আনিয়া মনসার পায়ের কাছে রাখিলেন

মনসা। (নরকঙ্কালটি আদর করিয়া হাতে লইয়া) সতীর পতি! ওঠ। জাগো।

মনসা নরকঙ্কালটি নামাইয়া ধরিলেন। গাঢ় অন্ধকার হইয়া গেল। পর মুহূর্ত্তেই যে-আলো জ্বলিয়া উঠিল—তাহাতে দেখা গেল সেই নরকঙ্কালের স্থানে লক্ষ্মীন্দর দণ্ডায়মান। সম্মুখে মূর্চ্ছিতা বেহুলা। দেবগণ অদৃশ্য

লক্ষ্মীন্দর। ভোর হয়েছে। বেহুলা, ওঠো জাগো, ভোর হয়েছে—হ্যাঁ, ঐ শোন শাঁখ বাজছে, বাবা মা ডাকছেন—চল আমরা যাই। তাঁদের প্রণাম করিগে।

অগ্রসর হইয়া মনসাকে দেখিতে পাইয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইলেন

বেহুলা। মা মনসা—ওঁকে প্রণাম করো।

লক্ষ্মীন্দর। প্রণাম! ও, হ্যাঁ, তাইতো—বাসর-রাতে সাপ আমায় দংশন করেছিল। আমি, আমি—বেহুলা—এ আমি কোথায়?

বেহুলা। তুমি ইন্দ্রলোকে। তোমায় আমি ফিরে পেয়েছি। সর্প দংশনে তোমায় হারিয়েছিলুম এ যেমন সত্য, মা মনসার দয়ায় তোমায় আবার ফিরে পেয়েছি—এও তেমনি সত্য।

লক্ষ্মীন্দর। মা মনসার দয়ায়! পিতা তবে মনসার পূজা করেছেন?

মনসা। না বৎস, সে সৌভাগ্য আমার হয়নি। তোমায় জীবন দান করেছি—বেহুলার তপস্যায়। গলিত-মাংসাবৃত নরকঙ্কাল বুকে ধরে সহস্র বিপদ তুচ্ছ করে, যে-বালিকা অমৃতলোক জয় করেছে—তার তপস্যায়। জীবন যখন তোমায় দান করেছি, চাঁদের হাতে পূজো পাবার আশাও ছেড়ে দিয়েছি। যাক্ তাতে দুঃখ নেই—আজ সতীর সীমন্তের সিন্দূর উজ্জ্বল দেখছি—এ আনন্দের কাছে কোন দুঃখই আজ দুঃখ নয়।

বেহুলা। তুমি মা মহাদেবী। তোমার এই মাহাত্ম্য শুনেও যদি আমার শ্বশুর তোমার পূজা না করেন—ফিরে আসবো মা, ফিরে আসবো তোমার কাছে। ফিরে এসে চিরকাল তোমায় পূজা করবো—চিরকাল—

লক্ষ্মীন্দর। ও একা আসবে না মা। আমিও—আমিও আসবো—

মনসা। জয় হোক, তোমাদের জয় হোক—

মনসার অন্তর্ধান।

বেহুলা ভাবাবেগে লক্ষ্মীন্দরের বুকে পড়িলেন

লক্ষ্মীন্দর। বেহুলা! বেহুলা! তোমার তপস্যায় আমি পুনর্জ্জীবন পেলুম—ওঠো বেহুলা—চোখ মেল—কথা কও—আমি তো জেগেছি বেহুলা, এইবার তুমি জাগো। ওগো আমার যুগ যুগান্তরের প্রেয়সী…ওঠ…জাগো…রাত্রি শেষ হয়ে যায়…ভোর হয়ে আসে…

বাসর রাতে ঘুমিয়ে কেন তুমি ?…জাগো—জাগো—ওগো জাগো।
…সেই নরকঙ্কাল—তাকে যদি ভালোবেসে আদর করে বুকে ধরে
রেখেছিলে, তবে আজ…তাকে পুনর্জ্জীবন দিয়ে নীরব কেন ?

বেহুলা। ওগো !…ওগো !…এতো স্বপ্ন নয় ? মায়া নয় ?…

লক্ষীন্দর। তুমি আমার যুগ যুগান্তরের সত্য।…মিথ্যা নয়…মিথ্যা নয়…
কত যুগে তোমায় পেয়েছি…কত বার তোমায় হারিয়েছি…কিন্তু
ধ্রুবতারার মতই দু'জনে অক্ষয় অমর হয়ে, জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়ে
পুনরায় মিলেছি…আজো আবার মিললুম।

বেহুলা? জন্ম!…মৃত্যু!…কিন্তু এতো জন্মমৃত্যুর দেশ নয়। এ যে
স্বর্গ।—মর্ত্ত্যে চল প্রিয়তম। মর্ত্ত্যে চল…কিন্তু কোথায় তার পথ ?

নেতার প্রবেশ

নেতা। আজ আর পথের জন্য আমার মুখ চাইতে হবে না…ঐ যে
পথিকবঁধু দাঁড়িয়েই আছে।

নেতার গীত

হারানো পথিক বঁধু ফিরেছে আপন ঘরে।
পালানো প্রাণের পাখী পেয়েছে বুকের 'পরে ॥
মিলেছে সঙ্গীটি বেশ হৃদয়ের শূন্য তীরে
সোহাগে রাখ্‌বে ধরে হৃদয়ে বন্দী করে।
যে পথে আজ দু'জনে চলেছ ফুল্ল মনে
সেখানে অন্য জনে মনেতে—আর কি ধরে ॥

তৃতীয় দৃশ্য

চম্পক রাজপ্রাসাদ

গাঙ্গুড় নদী দেখা যাইতেছে

দ্বিতলে চাঁদ সদাগর···নদীপথে কোন ভেলা দেখা যায় কি না আকুল আগ্রহে লক্ষ্য করিতেছেন। নেড়া তাঁহার পার্শ্বে সমবেদনায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। নিম্নে একপার্শ্বে পর্দাবৃত একটি কক্ষ

চাঁদ। শ্মশান, ঘর আমার শ্মশান। মহাজ্ঞান হারিয়েছিলাম, ধন্বন্তরী ছিল। ধন্বন্তরী হারিয়েছিলাম, ছয় পুত্র হারিয়েছিলাম—শিব-ভক্ত লখীন ছিল। লখীন বেহুলা হারিয়েছি—আজ আমার ঘর শ্মশান। কিন্তু নেড়া, এই শ্মশানের মায়াই আজ আমায় আচ্ছন্ন করেছে। কেন জানিস্? শোন শোন, সেই যে আমার মা—আমার সেই সাবিত্রী-সমা বেহুলা মা বলে গেছে, ফিরে আসবে—সে ফিরে আসবে। একা নয়, একলা নয়—দুজনে—সেই আশা—সেই দুরাশা—নেড়া, নেড়া··· (হঠাৎ যেন একটি ভেলা দেখিতে পাইলেন) নেড়া! নেড়া··· ঐ—ঐ—ঐ যে দেখছ না? ঐ—ঐ সোণার নৌকা—তাতে রূপালি পাল।—এসেছে! এসেছে! মা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছে···দাঁড়াও মা···দাঁড়াও···আমি আসছি···আমি আসছি···

লম্ফ দিয়া নিম্নে পড়িতে উদ্যত। নেড়া তাঁহাকে ধরিয়া বাধা দিল

চাঁদ। খবরদার নেড়া···ছাড় বলছি···নইলে—

রুদ্রমূর্ত্তিতে নেড়াকে আঘাত করিতে উদ্যত হইলেন

নেড়া। প্রভু! প্রভু! ও…মার সে ভেলা নয়—ও অন্য নৌকা—ভালো করে চেয়ে দেখুন…

চাঁদ। কি বুদ্ধি! কি বুদ্ধি! আমা'র নরহরির কি বুদ্ধি!—ওরে মূর্খ! তারা…ভেলা…সেই তুচ্ছ ভেলা ছেড়ে দিয়ে সোণার নৌকায় রূপালি পাল তুলে দিয়ে বুঝি আসতে জানে না?

নেড়া।…তাও যদি হয়…ও নৌকা তো এ ঘাটে ভিড়ল না। ও যে চলে যায়…চলে যায়…

চাঁদ। চলে যায়? চলে যায়?…বলিস কি নেড়া! চলে যায়?… (চীৎকার করিয়া) এই ঘাট! এই ঘাট। মা! ওগো আমার মণি! ওগো আমার মাণিক! এই ঘাট। এই ঘাট!…নিশান… নিশান—নিশান কই? ওরা আমাদের দেখতে পাচ্ছে না! (উত্তরীয় খুলিয়া পাগলের মত উড়াইতে লাগিলেন) এই ঘাট। এই ঘাট।… এই যে আমরা পথ চেয়ে বসে আছি…এই ঘাট।

নেড়া। চলে গেল… তবু চলে গেল…

চাঁদ। চলে গেল? চলে গে—ল! (হতশ্বাসে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। হাত হইতে মশাল পড়িয়া গেল) ওরে নেড়া! চলে গেল। সে এল না। তারা এল না।

নেড়া। (সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল) প্রভু! প্রভু!

চাঁদ। কি নেড়া?

নেড়া। নৌকা ভিড়েছে।

চাঁদ! কই? কোথায়?

নেড়া। খিড়কীর দুয়ারের ঘাটে।

চাঁদ। বুঝেচি। তবে সে একা এসেছে। একলা এসেছে। ওরে নেড়া, দেখ…ভালো করে দেখ…ক'জন নামল?…একজন…না দু'জন?

নেড়া। একজন।

চাঁদ। একজন! একজন! ভালো করে দেখ…ভালো করে দেখ—সত্য সত্যই কি একজন?

নেড়া। একজন…একা…একলা।…আপনিই দেখুন না…

চাঁদ। দেখিনে।…দেখতে পাইনে। যখনি ঐ গাঙ্গুড়ের দিকে তাকাই—আমি সব ঝাপ্সা দেখি…ঐ গাঙ্গুড় আমার চোখের আলো কেড়ে নিয়েছে—কেড়ে নিয়েছে।…দেখ—দেখ নেড়া—একজন…না দু'জন?

নেড়া। (চোখ মুছিতে মুছিতে) একজন। স্ত্রীলোক।…

চাঁদ। একজন! একজন! (কাঁদিয়া ফেলিয়া লুটাইয়া পড়িলেন) মা আমার পারে নি—ফিরিয়ে আনতে পারে নি! (সহসা) নেড়া, মা কি তবে ক্ষোভে, লজ্জায়…ঐখানেই দাঁড়িয়ে রইল?…ডাক্…ডাক্ নেড়া…মাকে ডাক্…

নেড়া। ঘাট দিয়ে প্রাসাদে উঠে আসছেন।

কৃষ্ণ বস্ত্রে আপাদমস্তক আবৃত একটি রমণী-মূর্ত্তি নৌকা হইতে নামিয়া ঘাটপথে প্রাসাদে উঠিয়া আসিতে লাগিলেন

চাঁদ। আমার কাছে আসবে না!—আমার কাছে আসবে না! অভিমানিনী আমায় মুখ দেখাবে না! কোথায় গেল? মা আমার কোথায় গেল?

সেই রমণীমূর্ত্তি প্রাসাদের অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন

চাঁদ। মা! মা! (ছুটিয়া কাছে আসিয়া বুকে লইবার জন্য বাহু বাড়াইলেন) মা! আয় মা। বুকে আয়।

রমণী মুখমণ্ডল হইতে আচ্ছাদন উন্মোচন করিলেন। সে মুখ "নেতা"র।
চাঁদ আশাভঙ্গ জনিত আঘাতে মরিয়া যন্ত্রণায় কাতর হইলেন

চাঁদ। ও সে নয়, সে নয়—

নেতা। রাজা!

চাঁদ। কি মা?

নেতা। আমি ভিক্ষা চাই!···দেবে?

চাঁদ। আমি অসুস্থ। পুরনারীদের কাছে গিয়ে আমার নাম করে যা ইচ্ছা হয় চেয়ে নাও—

নেতা। আমার ভিক্ষা—সাধারণ ভিক্ষা নয় রাজা।

চাঁদ। আমার ভাণ্ডার খুলে দিতে বল্···নেড়া ভাণ্ডার খুলে দিতে বল্।

ত্বরিৎপদে উপরে উঠিয়া গেলেন এবং নেড়ার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন

চাঁদ। নেড়া!

নেড়া। প্রভু!

চাঁদ। সে নয়···সে নয়···

নেড়া! তুমি ঘুমাও প্রভু।

নেপথ্যে গীত

চাঁদ। কে গায়—কে গায়—বিষহরির সেবিকা—কেও—কেও—

গায়িকার অভিমুখে উভয়ের প্রস্থান

চতুর্থ দৃশ্য

মন্দির প্রাঙ্গণ

রুদ্ধদ্বার মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নেতা গান গাহিতেছেন

আমি যে তাঁর পূজ্‌বো শ্রীচরণ।
যিনি শান্ত করেন সকল জ্বালা
সকল ব্যথার দুঃখহরণ।
বিষ-হরি সেই দেবতার আমি সেবিকা আমরণ।
চাই না কোনো অর্ঘ্য-ডালা
ধূপ ধুনা দীপ বরণমালা
কেবল দু'টি রক্ত কমল
ব্যথার রঙে রঙীন অমল
তাঁর বরণের উপকরণ।

ভিক্ষা চাই গো, ভিক্ষা চাই
যার মালঞ্চে ফুটেছে তাই
দিক্ সে এনে আমায় ভাই
শরণ যাচে এই অশরণ।

নেতার কণ্ঠস্বরে মন্দিরের রুদ্ধদ্বার খুলিয়া গেল। দেখা গেল মনসাদেবীর উজ্জ্বল প্রতিমা···মহাসমারোহে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সনকা ধীরে ধীরে এক অঞ্জলি পদ্মফুল লইয়া বাহির হইলেন। গান শেষ হইবার সময় নেতা অঞ্জলি পাতিলেন—সনকা তাহাতে পদ্ম দিলেন···সকলে প্রতিমার সম্মুখে অঞ্জলি দিবার জন্য হাত তুলিলেন—কিন্তু···চাঁদ কখন আসিয়া ইহা লক্ষ্য করিতেছিলেন, তিনি ঠিক সেই মুহূর্তে নিম্নে নামিয়া আসিয়া গুরু-গম্ভীর স্বরে আদেশ করিলেন "দাঁড়াও—"। সকলে ঘুরিয়া তাকাইয়া দেখেন চাঁদ। সনকা ও নেতা ব্যতীত সকলেই অঞ্জলি নামাইয়া নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

চাঁদ। শেষে এই ?···আমারি গৃহে···আমারি সম্মুখে·· শেষে এই ?

সনকা নীরব রহিলেন

চাঁদ। নেড়া! (নেড়া ছুটিয়া কাছে আসিল) ঐ প্রতিমা চূর্ণ কর—

নেড়া। প্রভু!

চাঁদ। চূর্ণ কর—

নেড়া। (মাথা নাড়িয়া মিনতিভরা চোখে অসম্মতি জানাইল) না—না—না!

চাঁদ। নেড়া! শেষে তুইও! বেশ, তবে আমিই—

প্রতিমার দিকে ধাবিত হইতেই

সনকা। (হৃতশাবা বাঘিনীর মতো)—কখনো না—

চাঁদ থমকিয়া দাঁড়াইলেন। ক্রোধে দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন

সনকা। অনেক সহ্য করেছি। আর নয়। আর পারিনে।—(কাঁদিয়া ফেলিলেন) তুমি কি জানবে—তুমি কি বুঝবে—কোন আশায় আমি বিষহরির পূজা করি! সে বেঁচে উঠবে। মা বিষহরির কৃপায় সে বেঁচে উঠবে···তাই। তাই।

চাঁদ। সে কি শুধু তোমার?···আমার নয়? সে কি শুধু তোমারি একার···আমার নয়?

সনকা। সে তোমার আদরের খেলনা···আমার কষ্টের ধন···তুমি বোঝ না···তাকে পাওয়া কতখানি কষ্ট! তাকে হারানো কতখানি কষ্ট! যে মা—সেই বোঝে···সেই জানে। তুমি নও···তুমি নও···

চাঁদ। আমি নই? আমি জানিনে? বুঝিনে?

সনকা। না—না—না!···তুমি তাকে দশমাস দশদিন গর্ভে ধরনি।··· তুমি তাকে দেহের রক্ত দুধ করে খাওয়াওনি।···তুমি তাকে লালন করনি···পালন করনি। তুমি এসে পেলে একটি খেলনা···হারালে

সেই খেলনা। পূজার বাজী রেখে—তোমার খেলনা হারিয়েছ ···আর আমি হারিয়েছি···আমার দুঃখের মাণিক···কষ্টের ধন।

চাঁদ। ওরে হতভাগিনী! কর পূজা। দাও অঞ্জলি। আমি বাধা দেব না। পুত্র হারিয়েছিলুম। আজ স্ত্রী হারালুম। পুত্র গেছে—স্ত্রীও গেল। নেড়া, আজ আবার নতুন করে দামামা বাজাও—(দ্বিতলের সিঁড়িপথে উঠিয়া যাইতে যাইতে) নতুন করে ঘোষণা কর···এরাজ্যে মনসার পূজা আর নিষেধ নয়···ঘোষণা কর···কর ঘোষণা—

নেড়া। তাও পার্ব্বে না। তাও পার্ব্বো না।

চাঁদ। কেন পার্ব্বে না? ওরে অবাধ্য ভৃত্য! কোন অধিকারে আমি আমার রাজ্যে মনসার পূজা নিষেধ কর্ব্ব! যখন আমার নিজের স্ত্রী··· ঘোষণা কর···ঘোষণা কর—কে কোথায় আছ···এ রাজ্যে মনসা পূজা আর নিষেধ নয়।

নেড়া। জয় মনসা দেবীর জয়।

ছুটিয়া দলে দলে পুরবাসী-পুরবাসিনীদের প্রবেশ ও জয়ধ্বনি "জয় মনসাদেবীর জয়।"

চাঁদ। মহাদেব! মহাদেব! এ আমাদের পরাজয় নয়। এ আমাদের পরাজয় নয়। ওরা ভীরু। ওরা কাপুরুষ। ওরা উপর্য্যুপরি বিপদপাতে দুর্ব্বল। তুমি তো ভীরুর দেবতা নও···কাপুরুষের দেবতা নও···দুর্ব্বলতার আদর্শ নও। চেঙ্গমুড়ী কাণী! এ তোমার জয় নয়···এ তোমার লজ্জা। আমার মতো ক্ষুদ্র এক মানবের শাসনের ভয়ে এরা তোমাকে এতদিন পূজা করেনি—আজ আমি সেই শাসন-রজ্জু যেই কেটে দিয়েছি···ওরা ছুটেছে তোমার পায়ে পদ্মফুলের ঢিল ছুঁড়তে। ঐ কি পূজা! পূজা—শাসন মানে

না···ভয় জানে না। পূজা করেছি আমি। তোমার বজ্রে আমি ভাঙিনি···তোমার আগুনে আমি পুড়েছি···কিন্তু মরিনি···। ওগো গৌরীশঙ্কর! যাক্ ওরা···চাইনে ওদের···চেয়ো না ওদের।

সনকা। যদি মায়ের ব্যথা বুঝতে! সন্তানকে দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করে তাকে লালন পালন করে···পরে তাকে হারানো যে কি দুঃখ···যদি জান্তে, তবে, এত কঠিন হতে পার্ত্তে না তুমি···পার্ত্তে না···পার্ত্তে না···কখনই পার্ত্তে না।

চাঁদ। (নীচে ছুটিয়া আসিয়া সনকার মুখোমুখি হইয়া দাঁড়াইয়া) বটে! বটে! ওরে আমার একনিষ্ঠ সতীরে! আজ এর পূজা কর্চ্ছ··· কাল ওর পূজা কর্চ্ছ···কেন? তাকে দশমাস দশদিন পেটে ধরেছিলে —সেই আবদারে? না? পেটে যখন ধরিনি, তখন সে না হয় আমারি খেলনা···কিন্তু···সেই···সেই যে দুধের বালিকা···সেই বেহুলা···যার সঙ্গে তোমার পুত্রের কোন রক্তের সংশ্রব ছিল না··· যে হাসিমুখে তাকে খেলনার মতোই পেয়েছিল···সে? সে কি আজ ভীরুর মতো···কাপুরুষের মতো শুধু চোখের জল অবলম্বন করে··· পদ্ম দিয়ে পদ্মার পূজা কর্চ্ছে? চারদিকে জল—সম্মুখে পশ্চাতে অসীম অনন্ত শূন্যতা···একা···একলা···সাথী শুধু···এক নরকঙ্কাল··· রাত্রি নেই···দিন নেই···চলেছে···তবু চলেছে···আহার নেই···নিদ্রা নেই···তবু চলেছে···সে লখীনের কে? তার সঙ্গে লখীনের রক্তের কি সংশ্রব? (সহসা বিকট অট্টহাস্যে) পুত্র হারিয়েছি, আজ স্ত্রী হারালুম। কারণ, সে আমার কে? আমি তার কে? (ব্যঙ্গে) আমি তো তাকে গর্ভে ধরিনি। সে তো আমায় গর্ভে ধরে নি। অপূর্ব্ব যুক্তি! যাও, কর পূজা—দাও অঞ্জলি, বাধা দেব না।

সকলে মুখ নত করিয়া চলিয়া গেল। চাঁদও যাইতেছিলেন এমন সময় অন্তঃপুরের অন্তরে আবার শঙ্খঘণ্টা, দামামা বাজিয়া উঠিল। চাঁদ উত্তেজিত ভাবে ছুটিয়া আসিয়া নেড়াকে বলিতে লাগিলেন...

চাঁদ। ঐ...ঐ...আবার! আবার!

নেড়া। চল প্রভু, আমরা চলে যাই, এ রাজ্য হতে আমরা চলে যাই—এখানে দুদিন থাকলে তুমি সত্য সত্যই পাগল হয়ে যাবে।

চাঁদ। বুঝেছি নেড়া, ওরা আমাকে গৃহ হতে বিতাড়িত না করে নিশ্চিন্ত হতে পার্চ্ছে না। কিন্তু নেড়া, আমি না দেশের রাজা! আমার সৈন্যদলও কি তবে বিদ্রোহী? দুর্য্যোধনও কি আমায় তুচ্ছ করে?

নেড়া। কাজ নেই প্রভু এই বাদ বিসম্বাদে। রাজ্য ছেড়ে চলে এসো—পাহাড়ের গুহায় আমরা বাস করবো। আমি তোমার সেবা করব।

নেপথ্যে গীত

চাঁদ। কে গায়?

বামহস্তে পদ্মপুষ্পের সাজি, দক্ষিণ হস্তে অভ্রের চিত্রিত ব্যজনী লইয়া ডোমনীর বেশে, নৃত্যের তালে হাওয়া করিতে করিতে, বেহুলার প্রবেশ

বেহুলা। (সুরে)

আমার ব্যজনীর ওঠে সুশীতল বায়।
পুত্রশোক যে পুত্রশোক দূরে চলে যায়।
দূরে চলে যায়। দূরে চলে যায়।

(ব্যজন)

চাঁদ। কে তুই?

সনকা। (ছুটিয়া কাছে আসিয়া) কে তুমি মা?

বেহুলা। (সুরে)

আমার ব্যজনীর ওঠে সুশীতল বায়।
যার বুকে যত শোক দূরে চলে যায়।
দূরে চলে যায়। দূরে চলে যায়।

চাঁদ। জুড়িয়ে গেল। জুড়িয়ে গেল। তাপিত প্রাণ জুড়িয়ে গেল। কে তুই মায়াবিনী, কে তুই ?

সনকা। কে তুমি···বল মা···কে তুমি ?

বেহুলা কোন কথা না বলিয়া ব্যজনী, চাঁদ ও সনকার চোখের সম্মুখে ধরিলেন

সনকা। ওরে! এ যে লখীনের ছবি।

চাঁদ। ঐ যে আমার আর ছয় মাণিক···হাতছানি দিয়ে আমায় ডাকে ···ওরে লখীন!···ওরে লখীন!···তুই যে ওদের হাত ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছিস···আয় বাপ! বুকে আয়···বুকে আয়।···

সনকা। ওরে! কেরে তুই! আমাদের সাত মাণিক ফিরিয়ে আন্‌লি··· কে তুই···কে তুই মা!

চাঁদ ও সনকা পাখা ধরিতে আসিলেই বেহুলা পিছাইয়া গেলেন

বেহুলা। ···দাম ?···আমার ব্যজনীর দাম ?

চাঁদ। কত দাম ?···কি দাম চাও ? কে তুমি ?···

বেহুলা। আমি ডোমনী।

চাঁদ। কখনো না।···তুমি···তুমি···তুমি···বে—হু—লা ?

বেহুলা কোন কথা কহিতে পারিলেন না। নতজানু হইলেন
এবং একটি প্রণামে লুটাইয়া পড়িলেন

চাঁদ। তাকে ফিরিয়ে আনতে পারিস নি ? তাকে আন্‌তে পারিস্‌নি ?

লক্ষ্মীন্দরের প্রবেশ

লক্ষ্মীন্দর। এনেছে বাবা—আমাকে ফিরিয়ে এনেছে—

চাঁদ। ওরে…এ স্বপ্ন না সত্য! ওরে—

সনকা ও চাঁদ ছুটিয়া লক্ষ্মীন্দরকে জড়াইয়া ধরিতে গেলেই অঙ্গুলি সঙ্কেতে বেহুলা লক্ষ্মীন্দরকে সরাইয়া দিলেন…চাঁদ ও সনকা থামিয়া দাঁড়াইলেন

বেহুলা। মা-মনসা ওঁকে পুনর্জন্ম দিয়েছেন। ইন্দ্র নয়…চন্দ্র নয়…বরুণ নয়…ব্রহ্মা নয়…বিষ্ণু নয়…শিব নয়…মা-মনসা। প্রতিদানে আমরা প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছি বাবা, তুমি যদি তাঁকে পূজা না কর…আমরা আবার তাঁরি কোলে ফিরে যাব…

চাঁদ। ফিরে যাবে?

বেহুলা। হাঁ বাবা, তাঁকে পূজা কর, থাকবো, পূজা না কর, চলে যাব…

চাঁদ। বটে?

বেহুলা। উপায় নেই বাবা।

চাঁদ। যদি আমি না যেতে দি?

সনকা। আমি তো পূজা করি, কর্ব্ব, ষোড়শোপচারে পূজা কর্ব্ব।

বেহুলা। কিন্তু তিনি চান বাবার পূজা।

চাঁদ। তবে শোন বেহুলা।

বেহুলা। বলুন বাবা…বলুন…আপনি পূজা কর্ব্বেন। চম্পকে আবার চাঁদের হাট বসুক…

লক্ষ্মীন্দর। বাবা!

সনকা। প্রভু!

বেহুলা। বাবা!

চাঁদ কোন কথা না বলিয়া সে স্থান ত্যাগ করিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন

লক্ষ্মীন্দর। মা!

সনকা। (চাঁদের সম্মুখে যাইয়া নতজানু হইয়া) প্রভু!

বেহুলা। (চাঁদের সম্মুখে যাইয়া নতজানু হইয়া) বাবা!

সনকা। দয়া কর। দয়া কর। দয়া কর প্রভু।

চাঁদ। পার্ব্বো না। যে হাতে দেবাদিদেবের পূজা করেছি···সেই হাতে··· না···পার্ব্ব না—পার্ব্ব না—কখন না।

প্রস্থানোন্মুখ—তৎক্ষণাৎ সম্মুখে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আবির্ভূত হইলেন

ব্রাহ্মণ। কার পূজা কর তুমি রাজা?

চাঁদ। কে আপনি?

ব্রাহ্মণ। কার পূজা কর তুমি রাজা?

চাঁদ। আমি শৈব, শিবের উপাসক। একথা বিশ্বসুদ্ধ লোকে জানে, কে আপনি?

ব্রাহ্মণ। দাম্ভিক রাজা!···বিশ্বসুদ্ধ লোক জানে তুমি শিবপূজা কর··· কিন্তু—তুমি শিবপূজা কর না—তুমি দম্ভের পূজা কর—অহঙ্কারের পূজা কর—আত্মম্ভরিতার পূজা কর।

চাঁদ। (কাঁপিয়া উঠিলেন) দম্ভের পূজা করি!—সে কি?

ব্রাহ্মণ। হাঁ—শোন রাজা। পূজা···দম্ভের সামগ্রী নয়···পূজা—পূজারীর আত্মনিবেদন···পূজা আত্মার বিনয়। সেই আত্মনিবেদন···সেই বিনয়···বহুকাল তোমার পূজা হতে নির্ব্বাসিত···দম্ভে তুমি অন্ধ। অন্ধ বলেই সত্যিকার পূজা দূরে থাক—তুমি তোমার আরাধ্য শিবের মূর্ত্তিখানি এক মুহূর্ত্তের তরে কল্পনা কর্ব্বার অবসরটুকু পর্য্যন্ত পাও না।

চাঁদ। আমি আমার মহাদেবের মূর্ত্তি কল্পনা করবার অবসর পাই না, এ কথা আর কেউ বললে তার রক্ষা ছিল না ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ। বটে!...শিবের মূর্ত্তি তোমার মনে পড়ে?

চাঁদ। এ অতি প্রগল্‌ভ প্রশ্ন।

ব্রাহ্মণ। তবে তোমার প্রতিষ্ঠিত শিবমূর্ত্তি অসম্পূর্ণ কেন?

চাঁদ। অসম্পূর্ণ!

ব্রাহ্মণ। হ্যাঁ, তাঁর জটায় শিরোভূষণ সর্প নাই কেন।

চাঁদ। (নিরুত্তর রহিলেন)

ব্রাহ্মণ। জান না মূর্খ...শিবের শিরোভূষণ সর্প? সমুদ্র-মন্থন কালে অমৃত উঠেছিল। অমৃতপান কর্লেন দেবগণ। কিন্তু যখন বিষ উঠল...বিষ উঠে সৃষ্টি যখন ধ্বংস হয় তখন সে বিষ পান কর্লেন ঐ শিব। তাই তিনি নীলকণ্ঠ আর সেই বিষেরই প্রতীক...ঐ সর্প। তুমি চাঁদ সদাগর...মনসার সঙ্গে বিরোধে...শিবকে সেই শিরোভূষণ হতে বঞ্চিত করেছ।...এই তোমার কীর্ত্তি!

চাঁদ। প্রভু! কে আপনি?

ব্রাহ্মণ। আমি ব্যথিত ক্ষুব্ধ শিবের দীর্ঘনিশ্বাস।...যদি শিব বিরাট হন...যদি শিব অসীম অনন্ত হন...তবে ঐ মনসাদেবী...তিনিও কি তাঁরই বিরাট অসীম অনন্ত রূপের অন্তর্ভুক্ত নন?...মনসা যে শিবাত্মজা। সকল দেবতাই যে সেই দেবাদিদেবের আংশিক রূপান্তর মাত্র।...যার এই জ্ঞান নেই অথবা যার ভেদজ্ঞান এত প্রবল...সে শিবপূজা করে না...সে মূর্খতার পূজা করে...সে ক্ষুদ্রতার পূজা করে...তার পূজা—পূজা নয়...তার পূজা—ব্যভিচার।

চাঁদ অনুশোচনায় কাঁপিতে কাঁপিতে ব্রাহ্মণের পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন—
তন্মুহূর্ত্তে ব্রাহ্মণ অন্তর্হিত হইলেন

চাঁদ। ওগো প্রভু! তুমি...তুমিই কি স্বয়ং আমার ইষ্টদেব! দেখা দাও, আবার দেখা দাও, ওগো অন্তর্য্যামী। ভুল করেছি, দোষ

করেছি, পাপ করেছি—দেখা দাও, শাস্তি দাও, পায়ে তুলে নাও…

হঠাৎ শিব-মূর্ত্তি প্রকাশ পাইল, তাঁহার পদতলে মনসা

শিব। চাঁদ! মনসা আমার মানস-কন্যা, আমার আত্মজা। চাঁদ! তোমার পুত্রবধূর অলৌকিক তপস্যায় মুগ্ধ, বিস্মিত, প্রীত হয়ে সে তোমার নিকট হতে পূজা পাবার আশা ত্যাগ করে মহাদেবীর মতো বিপুল ঔদার্য্যে তোমার পুত্রের প্রাণদান করেছে। আজ হয়ত লোকে মনে করবে—এ তার পরাজয়। কিন্তু এই পরাজয়ে সে মহাদেবীর চাইতেও মহত্তর হয়ে আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে… পূজা কর চাঁদ, তাঁকে পূজা কর। তাঁকে পূজা করা আমাকে পূজা করার নামান্তর মাত্র। তাঁকে পূজা কর…আমি প্রীত হব…

চাঁদ। কিন্তু, কিন্তু, যে হাত তোমারি পূজায় উৎসর্গ করেছি, সে হাতে…

মনসা। বাম হাতেই আমায় পূজা দাও চাঁদ…আমি তাতেই প্রীত হব।

চাঁদ। (দুই হাতে মুখ আচ্ছন্ন করিয়া রহিলেন)

সনকা। প্রভু! (চাঁদের সম্মুখে আসিয়া করযোড়ে) মা স্বয়ং এসে তোমার হাতে পূজা কামনা কর্চ্ছেন, ডাকো ডাকো, মাকে ডাকো…

বেহুলা। বাবা! ভালো কি আমাদের একটুকুও বাসো না? মা-মনসার বরে বড় আশা করে তোমার দুয়ারে ফিরে এসেছি…শুধু তো আমরাই আসি নি…স্বয়ং মা এসেছেন, সকলে তোমার মুখ চেয়ে আছি…আর কারো কথা না রাখো…তোমার ইষ্টদেবতার আজ্ঞা পালন কর…এই নাও বাবা…মার পূজার ফুল। (চাঁদের হাতে পদ্ম ফুল গুঁজিয়া দিলেন)

চাঁদ। ওগো শিবাত্মজা! বাম হাতের অপরাধ নিয়ো না।

ওঁ আস্তিকস্য মুনের্মাতা ভগিনী বাসুকেস্তথা।
জরৎকারু মুনে পত্নী মনসা দেবী নমোঽস্তুতে ॥

দক্ষিণ হস্তে চক্ষু আবৃত করিয়া বাম হস্তে পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া যেন ভাঙ্গিয়া পড়িলেন।

যবনিকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

নবযুগের নাট্যসাহিত্য

নাট্যকার মন্মথ রায়ের

নাট্যগ্রন্থাবলী

কারাগার—পঞ্চাঙ্ক নাটক। মনোমোহন থিয়েটারে এবং পরে নাট্যনিকেতনে অভিনীত হইয়া "জাতির মর্ম্মস্পর্শ করিয়াছে। 'বার্নার্ড শ'র 'সেণ্ট জোয়ান'এর সহিত একাসনে স্থান পাইয়াছে।"—বিজলী।…পরাধীন ভারতে এই নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ ছিল। নয় সিকা

মুক্তির ডাক—একাঙ্ক নাটক। স্টার থিয়েটার। "মেটারলিঙ্কের 'মনাভনা'র সহিত তুলনা হইতে পারে।"—প্রবর্ত্তক। ছয় আনা

দেবাসুর—পঞ্চাঙ্ক বৈদিক নাটক। স্টার থিয়েটার। জাতির মুক্তিযজ্ঞে দধীচির আত্মাহুতি। "ফ্লোরা এনাইন স্টীল'এর কৃতিত্বের সহিত লেখকের কৃতিত্ব একাসনে স্থান পাইয়াছে।"—ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। এক টাকা

চাঁদ সদাগর—পঞ্চাঙ্ক নাটক। মনোমোহন ও স্টার থিয়েটার। শত শত রাত্রি অভিনীত হইয়াও পুরাতন হয় নাই। "কি ভাষার দিক দিয়া, কি চরিত্রাঙ্কনে প্রকৃত শিল্পীর রসবোধের পরিচয় তিনি দিয়াছেন। বাঙলার প্রাণের বেদনা-করুণা-অশ্রুমাখা অতীত স্মৃতি এই চাঁদ সদাগর দর্শককে

অভিভূত করিবে সন্দেহ নাই।"—আনন্দবাজার পত্রিকা। এক টাকা

শ্রীবৎস—পঞ্চাঙ্ক নাটক। স্টার থিয়েটার। "এমনি নাটকের অভিনয়েই রঙ্গমঞ্চের লোকশিক্ষক নাম সার্থক।"—'নবশক্তি'তে 'চন্দ্রশেখর'। এক টাকা

মহুয়া—পঞ্চাঙ্ক নাটক। মনোমোহন থিয়েটার। "ও-দেশের জগৎ-প্রসিদ্ধ 'কারসেন'এর সহিত তুলনা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ হয় না।"—'নবশক্তি'তে 'চন্দ্রশেখর'। এক টাকা

সাবিত্রী—পঞ্চাঙ্ক নাটক। নাট্যনিকেতন। "সাবিত্রীর পুরাতন পরিচিত কাহিনীর মর্ম্মগত সত্য অক্ষুন্ন রাখিয়া নাট্যকার উহাকে এমন এক চিত্তহারী মধুর রূপ দিয়াছেন যাহার স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য প্রত্যেক দৃশ্যে কৌতূহল ও কারুণ্যের মধ্য দিয়া অনাড়ম্বরে স্তরে স্তরে বিকশিত হইয়া এক আনন্দাশ্রু-পরিপ্লুত তৃপ্তিময় পরিণতি লাভ করিয়াছে। ইহা পুরাতনকে নূতন করিয়াছে, আধুনিককে সনাতন সত্যের দৃঢ়-প্রতিষ্ঠ বেদী দেখাইয়াছে।"—আনন্দবাজার পত্রিকা। পাঁচ সিকা

অশোক—পঞ্চাঙ্ক নাটক। রঙমহল। "নাট্যকারের মুন্সিয়ানা দেখে মুগ্ধ না হয়ে থাকা যায় না। অশোকের জীবনে যে দু'টি পরস্পরবিরোধী শক্তির সঙ্ঘর্ষ চলেছে এবং পশুশক্তির প্রভাবমুক্ত হয়ে পরিশেষে যেভাবে অশোকের মগ্নচৈতন্যের আত্মবিকাশ ঘটেছে, তা সম্পূর্ণভাবে উচ্চাঙ্গের 'ড্রামা'র বিষয়বস্তু। নাট্যকার যেভাবে কুণালের প্রতি তিষ্যরক্ষিতার প্রেমের পরিচয় ফুটিয়ে তুলেছেন, তা একমাত্র প্রথম শ্রেণীর 'আর্টিস্ট'এর তুলির কাজের সঙ্গে তুলনীয়। নাট্যকারের ভাষানৈপুণ্যে